কবিতাসংগ্রহ

৫

কবিতাসংগ্রহ

৫

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

স ম্পা দ না

সৌরীন ভট্টাচার্য

নিউ বেঙ্গল প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড

৬৮ কলেজ স্ট্রিট, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

ভূমিকা

'যা রে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯), 'গাথা সপ্তশতী' (১৯৮৯), 'ধর্মের কল' (১৯৯১) ও 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো' (১৯৮০) এই চারখানি বই নিয়ে প্রকাশিত হল সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতাসংগ্রহ'-র পঞ্চম খণ্ড। এই 'কবিতাসংগ্রহ'-র এটিই আপাতত শেষ খণ্ড। কবির এ পর্যন্ত গ্রন্থাকারে প্রকাশিত সব কবিতার বই-ই এই সংগ্রহ-র অন্তর্ভুক্ত হল। বইগুলি কালানুক্রমে বিন্যস্ত, ব্যতিক্রম হিসেবে রইল 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো'। ছড়া সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রিয় রূপবন্ধ, কিন্তু এখনো পর্যন্ত প্রকাশিত শুধুমাত্র ছড়ার বই এই একটি। কালানুক্রমে এ বইয়ের নির্ধারিত স্থান ছিল 'কবিতাসংগ্রহ'-র তৃতীয় খণ্ডে, 'জল সইতে'-র আগে, 'পাবলো নেরুদার আরো কবিতা'-র সঙ্গে।

সেই ১৯৭০-এ 'সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র প্রথম সংস্করণের ভূমিকায় কবি লিখেছিলেন, "কবিতা লেখায় মাঝে মাঝে ছেদ পড়লেও এখনও যেহেতু পূর্ণচ্ছেদ পড়ে নি, সেইজন্যে ভবিষ্যতে এ বইতে যোগবিয়োগ ঘটবার বিলক্ষণ সম্ভাবনা আছে।" গত পঁচিশ বছরে 'শ্রেষ্ঠ কবিতা'-র আটটি সংস্করণ বেরিয়েছে এবং বইতে প্রচুর যোগবিয়োগ ঘটেছে। অনুরূপভাবে এই 'কবিতা-সংগ্রহ'-র জন্যও আমরা আশা করছি, পরবর্তী সংস্করণের মধ্যে আমরা কবির আরো নতুন বই পাব এবং এ বইয়ে তা যোগ হবে, কবিতাসংগ্রহে বিয়োগের তো প্রশ্ন ওঠে না। 'কবিতাসংগ্রহ'-র বর্তমান খণ্ড শুরু হচ্ছে ১৯৮৯-এ প্রকাশিত বই দিয়ে। এই সময়ে কবি সত্তর পেরিয়ে গেলেন এবং কবিতারচনায় এখনো আগেরই মতো সক্রিয়। বস্তুত, সেই যে 'অগ্নিকোণ-নাজিম হিকমত' পর্বের পরে ছাড় গিয়েছিল, কবিতার বই প্রকাশে আর সে রকম হয়নি তার পরে। "একবার বিদায় দে মা"-র মতো দীর্ঘ কবিতা সমেত অনেক কবিতা এখনো অগ্রন্থিত আছে, নতুন লেখা তো চলছেই। ফলে তাঁর পাঠক নতুন বইয়ের আশা তো করতেই পারেন।

আমাদের অন্য আরো অনেক কবির মতোই, সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের পাণ্ডুলিপি সংরক্ষণেরও কোনো নিয়মিত আয়োজন করা হয়নি। কাজটা জরুরি, বোধ হয় করা উচিত। ব্যক্তিগত অভ্যাসের জোরে বা কখনো কোনো বন্ধুর বা অনুরাগীর আকস্মিক আগ্রহে হয়তো কারো কারো কিছু পাণ্ডুলিপি আমরা পেয়ে যেতে

পারি, তার বেশি কিছু না। অথচ সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বেলায় তাঁর অসম্ভব আপাত সরল, প্রায় যেন খেলাচ্ছলে লেখা সব পংক্তির পেছনে যে-পরিমাণ কাটাকুটি, পরিবর্তন, পরিমার্জন, এ-লাইনের সঙ্গে ও-লাইন জুড়ে দেওয়া, এ স্তবকের সঙ্গে সে স্তবক মেলানো ইত্যাদি ব্যাপার রয়েছে সে তো পাণ্ডুলিপি পড়তে না পেলে কোনোদিনই আমরা টের পাব না। কবিতার সবটুকু বোধ হয় শুধুমাত্র কবিতার মধ্যেই থাকে না, কবিতা রচনার মধ্যেও কিছু থেকে যায়। সেই পাওনার জন্য চাই পাণ্ডুলিপি। নমুনা হিসেবে বর্তমান খণ্ডে পাণ্ডুলিপির কিছু টুকরো অংশের প্রতিলিপি দেওয়া গেল। এই পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করা গেছে দিব্য মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে। 'কবিতাসংগ্রহ' প্রকাশের প্রথম পর্ব থেকে তিনি যেভাবে নিজের কাজ মনে করে এর সমস্ত খুঁটিনাটিতে নিজেকে জড়িয়ে রেখেছেন তাতে তাঁকে ধন্যবাদ জানানোর কোনো মানে হয় না। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের বিভিন্ন ছবিও তাঁর সংগ্রহ থেকে পাওয়া।

সম্পাদনার অন্যান্য কাজে যাদের সাহায্য পেয়ে থাকি, এবারেও প্রয়োজনে তার কোনো ব্যতিক্রম হয়নি। আলেকজান্দার ব্লক-এর কবিতাটি মূল পাঠের সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে আমাকে ঋণী করেছেন শ্রীকৌশিক গুহ। নিজের দুটি লেখার সন্ধান দিয়ে ও কপি ব্যবহার করতে দিয়ে সাহায্য করেছেন শ্রীঅচিন্ত্য বিশ্বাস। তাঁকে আমার কৃতজ্ঞতা জানাই। দু-একটি তারিখ নির্ধারণে বিশ্বনাথ মুখোপাধ্যায়ের সাহায্য পেয়েছি। 'গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা' দেখে দিয়েছেন শঙ্খ ঘোষ। প্রেসের সব কর্মীরা যে-নিষ্ঠায় এ বই নির্ভুলভাবে ছাপার জন্য যত্ন করেছেন তার জন্য তাঁদের সকলকে অশেষ ধন্যবাদ। তা সত্ত্বেও ছাপার ভুল যা রইল তার জন্য আমি দুঃখিত। অরিজিৎ কুমার ও সুধাংশুশেখর দে-র সৌজন্য বিশেষভাবে স্মরণ করছি। সময়ে সময়ে তাঁদের যে-দীর্ঘ অপেক্ষায় আমি বাধ্য করেছি তার জন্য তাঁরা ধৈর্য হারাননি। এ সবের পরেও ভুলচুক, অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি যা কিছু রইল সে দায়িত্ব আমার।

'কবিতাসংগ্রহ'-র কাজ এখনকার মতো শেষ হল। সুবীর রায়চৌধুরীর কথা খুব মনে হচ্ছে।

সৌরীন ভট্টাচার্য

সূচি

'সেই মানে?'

আর মনের কোণ,

আমার সেই ছবি

মেয়েদের মত

ভালো লাগানো

ভারি সুন্দর

কারোর একটি ফোটোর

উনি কিংবা হয়তো কিংবা কাদার

ওর মধ্যে কোন কিছু না কিছু আছে

করতে হয় ভর্তি

সত্যি!

ওর

কবিতার খসড়া

ওর বাড়ীর, আমার আছে
অন্দরে
হরিদাদার দইয়ের সেই ভোগ

এই বয়েসে কাঁহাতক আর পারি

সারাটা দিন কুড়িয়ে বেড়াই
হারিয়ে-যাওয়া
খুশির দেশলাই →

ইস্কুলের ছুটির পর ইতিউতি চাই
কু-ঝিক-ঝিক গাড়ি

ঘুমের মধ্যে এখন প্রায়ই
চমকে চমকে উঠি
কারা যেন কাঁদিয়ে দিলো
আমার পাকা ঝুঁটি

মাছ ধবা

গ্রামের পথে

যা রে কাগজের নৌকো

দৃশ্যত

রাস্তা দিয়ে যেই যায়, খোলা জানলা, উঁকি মেরে দেখে—
কে একজন সারাক্ষণ গদি-আঁটা কাঠের চেয়ারে
টেবিলে দু-ঠ্যাং তুলে গালে হাত দিয়ে ব'সে থাকে।

চুলগুলো খোঁচা খোঁচা, ভাঙা গাল, দেখতেও চোয়াড়ে,
মাঝখানে সামান্য ভুঁড়ি, যে রকম হয় ভারী ট্যাঁকে—
বেড়া ভেঙে ভাবনা ঢুকলে সম্ভবত দেয় সে খোঁয়াড়ে।

চোখে যদি চশমা থাকত, হাতে যদি ধরা থাকত বই
কিছুটা আন্দাজ করা যেত হয়তো লোকটার স্বভাব
বাইরে থেকে কে কী বুঝবে? কার সাধ্য পাবে তার থই?

গড়গড়ার নল হাতে থাকলে তবু দেখাত নবাব
পাছে ধরা প'ড়ে যায়, রাখে না সে কোথাও টিপসই
তবে কি নিজের সঙ্গে চলে তার সওয়াল জবাব?

সে খোঁজ রাখে না কেউ, লোকচক্ষে সে শুধু দৃশ্যই ॥

জলে পড়া

এক হাঁটু জলে ছপাৎ ছপাৎ ক'রে লোকটা হাঁটছে
আর ভাবছে,
রাস্তায় জল দাঁড়াবে
এমন তো কথা ছিল না।

জল দাঁড়ালে

ভেতরের আরও অনেক কিছু চাপা পড়ে
এটা ওর খেয়াল ছিল না।

হঠাৎ এক অদৃশ্য গর্তে পরক্ষণেই
ওর বোঝার ভুল
আর পায়ের হাড়
একই সঙ্গে ভেঙে গেল।

আর ফুটপাতে ব'সে পড়ায়
ওর হাঁটুর জল
তৎক্ষণাৎ গলায় উঠে এল ॥

আওনি বাওনি চাওনি

কাল গিয়েছে শিবের গাজন
আজকে হালখাতা
মহাজনের গদিতে কান—
ফোঁড়ানো শালপাতা

দেয়ালে আঁকা বসুধারা
দুয়োরে আল্‌পনা
লক্ষ্মীর পা মাড়ায় কেটা
হ্যাদে, মোড়ল-পো না ?

পোড়াকপালের বছর গেছে
কেটে
কখনও খরায় মাঠ গিয়েছে
ফেটে

কখনও বান নিয়েছে ধান
চেটে

ঘরের মানুষ ভুঁয়েতে শোয়া
জ্বর গায়
আগ পড়েনি আখায়
আল্‌গা মুঠোয় ছটাক জমি
বর্গায়

হা রে রে রে রে রে
বর্গীর দল ফেরে

পা ধোয়ার জল তুলে রেখেছি গাড়ুতে
মিটবে ওদের ক্ষিধে বিষের নাড়ুতে

আওনি বাওনি চাওনি
দিনবদলের পালা এল
কালবোশেখির ঝড়ে

পুরনো ভিত নড়ে
আগুনের এই হল্‌কায় তার
আঁচ এখনও পাওনি ?

যা রে কাগজের নৌকো

বদর বদর ব'লে, ও ভাই
নোঙর নিই তুলে
যা রে কাগজের নৌকো
হাওয়ায় হেলে দুলে

ক্ষীরনদীর কূলে নয়
কলুটোলার বাগে
ঢোলসমুদ্র রাস্তা রোখে
দমকলের আগে

মা-কালী কলকাত্তাওয়ালী
ঠন্‌ঠনের মোড়ে
জলে ডুবুক যে গোঁটকাটা
কলকাতাকে খোঁড়ে

বাজার বন্ধ, ট্রাম-বাস বন্ধ
পরোয়া নেই কিছুরই
এই বাদ্‌লায় জম্‌বে ভালো
মুসুরডালের খিচুড়ি

যা রে কাগজের নৌকো

সর্বনাশী এলোকেশী
চিলেকোঠার মাথায়
আলটাক্‌রায় শব্দ ক'রে
বিষম ভয় দেখায়

মেঘের গায়ে গা ঢেকে
কোন্‌ গুণিন্‌, হা রে
আঙুল মট্‌কায় চোখ মচ্‌কে
জল পড়ে আর
থেকে থেকে
বান মারে

যা রে কাগজের নৌকো

টেলিগ্রাফের তারে ঝোলে
ছেঁড়া ঘুড়ি
হাঁটুজলে পা ডুবিয়ে
গাছের গুঁড়ি

আজ বাদে কাল
বিশ্বকর্মা
বৈঠকখানায়
পোঁছোয় ফর্মা

দালানকোঠা
বন্ধ ঝাঁপ
জলছবিতে
উল্টো ছাপ
কাগের ঠ্যাং আর
বগের ঠ্যাং
লিখে দিয়েছি—
ড্যাডাং ড্যাং

যা রে কাগজের নৌকো

২
টাপুর টুপুর টাপুর টুপুর
বাজছে কারও পায়ের নূপুর

ও আমার বোন মেঘরাণী
হাত-পা ধুয়ে ফেলায় পানি

কলের সিঁড়ি চ'ড়ে
তাকে আন্ আদর ক'রে

যা রে কাগজের নৌকো

৩

পড়ে না কিছু মনে—

সেই যে কবে ঢেউয়ের দোলায়
সাগরমন্থনে
জলের বুকে জন্মেছিল
জীবন স্পন্দমান

বহুযুগের ওপার থেকে আষাঢ় এল নেমে

আজও কি তাই ঋতুমতীর
তরঙ্গময় অঙ্গে
চন্দ্রকলার
অমোঘ সেই টান ?

ও আমার চাঁদের আলো

মনে পড়ে না. মনে পড়ে না
মনে পড়ে না কিছু
যতই কেন ছুটে বেড়াই
হারানো সব দিনের পিছু পিছু

যখন আমি জন্ম নেব ব'লে
জল ভাঙছি, জল ভাঙছি,
জল ভাঙছি, জল

মা নিদারুণ ব্যথায় তখন
ক্লিষ্ট

মনে পড়ে না কেমন ক'রে
ল্যাজ খসিয়ে

হেঁটমুণ্ডে
হয়েছিলাম কী কুস্বরে
এই আমি ভূমিষ্ঠ

গভীর কোন্ অন্ধকার হয়েছ তুমি পার

বনগাঁবাসী মাসিপিসি
আজ ষেটেরা
থুৎকুড়ি দাও ছেলের বুকে
নজর না দেয় হিংসুটেরা

মাটির দোয়াত
খাগের কলম
বুড়ো বিধাতা
চোখে দেখে কম

আড়াল ক'রে সবাই দাঁড়ায় কাছাকাছি

মেঘ করছে গুড়গুড়
আকাশ বেজায় কালো
আটকৌড়ে বাটকৌড়ে
ছেলে আছে ভালো ?

বৃষ্টি পড়ে ঝমাঝম
ঢেঁকিতে কোটে চিঁড়ে
দমাদ্দম পেটাতে পেটাতে
কুলো গেছে ছিঁড়ে

তিলের নাড়ু ফুরিয়ে গেছে
বাতাসা তাও এই টুকু

বলি

খোকা, না খুকু

ঘুঘুসইয়ের দিন গিয়েছে

হাঁটি হাঁটি পা পা

দেয়াল ছেড়ে চৌকি থেকে

মেঝের ওপর লাফা

যাস্ নে গো তোরা যাস্‌নে ঘরের বাহিরে

ঝড় উঠল অগ্নিকোণে

ঝড় উঠল ঝড়

কচুর পাতায় নুন এনেছি

একটি আম পড়

অম্বুবাচী গেলে বাঁচি

হচ্ছে বৃষ্টি ছাড়ছে না

ফসল এ সন ভালো হবে

শোধ হবে সব ধারদেনা

উনুনে মোটে আঁচ পড়েনি

হবে না আজ আন্না

ভিজে গায়ে মাটি-মায়ের

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কান্না

এই শ্রাবণের বুকের ভিতর আগুন আছে

৪

বৃষ্টি পড়ছে? তবে তো এক্ষনি—

যেতে হবে রথের মেলায়।

যাবি তুই ?
সঙ্গে গেলে তোকে দেব রথের পার্বনি।
হেঁটে যাব। রাজি ?

নদী থাকলে, নৌকো থাকলে হত ভালো
তবে কি জানিস ?
বদ্ধস্রোত
নদীতে এখন শুধু ঝাঁঝি।

আমি যাব খালি পায়ে, তুই জুতো প'রে ,
কারণ তো জানিস—
জীবাণুরা ওৎ পেতে থাকে এ শহরে।
গণ্ডারের চামড়া গায়ে আছে
আমার হয় না কিছু
পেবেকে বা কাঁচে।
পাওয়া গেলে কিনে দেব তালপাতার ভেঁপু—
যাবি দাদু, যাবি ?

চোখে ছানি, শুনি কম
একটা কান একেবারে কালা
নেই দম
ফোলানো বেলুন কিনি, নিজে আমি দিতে পারি নে ফুঁ।
তালপাতার ভেঁপু পেলে
আমার কানের কাছে মুখ এনে রাস্তায় দাঁড়িয়ে
খুব জোরে একবাব বাজাবি ?

বৃষ্টি পড়ছে ? তবে তো এক্ষনি
যেতে হয় রথের মেলায়।
আমি যাচ্ছি। তুই যাবি ?

ভিজলে কারও হয় কিছু? ছাই হয়।
মা-বাবারা বলতে হয় বলে—
তাও শুধু নিজের ছেলেকে।
ভয় দেখায়, ভয়।

একটু শুধু সর্দি-পড়া, তা নয়ত—
দ্যাখ, দাদু
আমার এ লোহার শরীর।
আমি জানি জাদু,
রোদ জল শীত গ্রীষ্ম সবই
আমার স্ববশ।

মা কেমন ছিল তোর জানি না ছোটোতে
যেরকম বকে তোকে সারা বেলা
মনে হয়,
বড্ডই মুখরা।
তবে তোর বাবাকে তো জানি—
ফেলে রেখে পরীক্ষার পড়া
খালি খেলা, খালি খেলা, সারাক্ষণ খেলা।
সেই তোর ডানপিটে দস্যি বাবা বড় হয়ে
আপিসে যাবার আগে রোজ
তোকে কিনা বলে—
খবর্দার, বেরোবে না জলে।

বড় হয়ে লোকে এত ভুলে যায়
নিজেদের ছেলেবেলাটাকে—
মাথাভর্তি টাকে হাত দিয়ে
ঢাকে, শুধু ঢাকে।

রথের মেলায় আমরা যাব ভিজে ভিজে
মজা হবে কী যে।
যখন ছিলাম আমি ঠিক তোর মতো
যতই ঝড়বৃষ্টি হোক
খেলা থাকলে বেরোতেই হত।
সারাটা দুপুর কাটত ছিপ হাতে বিলে।
ভিজে জামা, ভিজে জুতো
রোদ উঠলে গায়েই শুকুতো।
ছুটিটা মজায় কাটত ঠাকুর্দার কাছে
দেশের বাড়িতে।
বাবা লিখত : এ ক'রো-না, সে ক'রো-না খালি।
ডুবেবে, সাপে কাটবে কিংবা করবে অসুখ-বিসুখ—
সব সময়
ভয়।
অন্ধকারে তুমি যদি দেখবে জোনাকি
হাতে কেউ লণ্ঠন নেয় নাকি ?
ঝুঁকে পড়ে ইঁদারার জলে
দেখা যাবে কাকে ?
কথা ব'লে জানবে না একবার
কে সেখানে থাকে ?
নষ্টচন্দ্রে ফল চুরি করাই তো রীতি।
তাই ব'লে ছিলাম না অবুঝও
চাঁদসদাগর হয়ে দিতাম বাঁ-হাতে
মনসাকে পুজো।

ইয়া !
আমার মাথায় এক, ছাখ্ দাদু,
এসেছে আইডিয়া।
মা-র জন্যে কিনলে কিছু ফলফুলের চারা

গলে জল হয়ে যাবে
দেখিস বেচারা।

আর তোর বাবার জন্যে কী যে কেনা যায়
যা শেখাবে তাই শিখবে দাঁড়ে ব'সে
এমনি এক কথা-বলা পাখি,
নাকি
গলায় বগ্‌লস-দেওয়া লোম-অলা কুকুর
যারা হয় প্রভুভক্ত খুব।

আমাদের সব সাজা
হয়ে যাবে
তাতেই মকুব।

বৃষ্টি পড়ছে? তবে তো এক্ষনি
যেতে হয় রথের মেলায়।
কি রে তুই,
যাবি?

৫

আমি রইলাম প'ড়ে
অজলে অস্থলে
মনপবনে দেখ রে
ময়ূরপঙ্খী চলে

রওনা হয়ে
কাগজের নৌকো
আর ফেরেনি
বাড়ি মুখো

ভেসে গিয়েছে
আমার সৃষ্টি
চোখের কোণে
নামিয়ে বৃষ্টি ॥

ছায়াপাত

মাঠ জুড়ে সারা বেলা
শুধু ঘুরে ঘুরে
ঠা-ঠা রোদ্দুরে
ভেঙেছি দু-পায়
শক্ত মাটির ঢেলা

মুখচোখহীন আকাট ছায়াটা
থেকেছে সঙ্গে ঠায়

হাতে পায়ে ধ'রে বলেছি, যা তুই—
মেরেছিও লাথিঝাঁটা
তবু মুখপোড়া
গায়ে মাখেনিকো কিছুই

যতবার তাকে ক'রে দিয়ে খোঁড়া
পেছনে গিয়েছি ফেলে
মোঁড় ঘুরতেই
সে দেয়
সামনে নিজেকে ঠেলে

বেলা প'ড়ে এলে
মুখ দিয়ে নুড়ো জ্বেলে
তুলে মাটি থেকে
ফেলে দিই তাকে জলে

জলদর্পণে ঠেকে
দেখি সে বেহায়া
ছায়া
সশরীরে মাথা তোলে ॥

ডোমকানা

বাড়ি ভুল ক'রে, কাঠ-কাঠ হাতে
হাততালি দিয়ে,
ঢোলক বাজাতে বাজাতে

'ওগো মা, ও দিদি
খোঁকা দেখা না রে,
না জানি কী লেখা
কপালে লিখেছে বিধি—'

ব'লে কড়া নাড়ে

হেঁড়ে গলা, গাল-চড়ানো ক'জন
জন্মদুঃখী হিজ্‌ড়ে

হবি তো হ, থাকে সেইখানে একা
তিনবাল গিয়ে এককালে ঠেকা

এক আঁটকুঁড়ো
বুড়ো

বেঁচে থেকে শেষবারের মতন
নিজেকে সে টেনে হিঁচ্‌ড়ে
এনে কোনোমতে দরজায়
দিয়েছিল তুলে হুড়কো

বাইরে জন্ম, ঘরে মৃত্যু ও জরা—
পথ ভুল ক'রে
মুখোমুখি দুই অন্ধ দুদিকে,
ডোমকানা দুই মূর্খ ॥

যম-যমী সংবাদ

ও আমাকে হিংসে করত
কিছুটা বা ঘৃণা
কালের পুতুল হয়ে
আমি কিনা নিয়তি মানি না

যাতে আমি না পাই নাগালে
সমস্ত বাঞ্ছিত ফল
তুলে রেখে দিত মগডালে

দেখে যাতে ফেটে যায় বুক
দাঁড় করিয়ে আমাকে রাস্তায়
ফুটিয়ে জানলার কাঁচে সৌভাগ্যের মুখ
চকিতে সহসা
হানত দ্রুত বিদ্যুতের কশা

সে চেয়েছে বেঁধে দিতে
সমস্ত গতিবিধি
লক্ষ্মণের খড়ির গণ্ডিতে

আমি পা বাড়ালে
বরাবর কেড়েছে সে পা-রাখার জমি

দীর্ঘ পথ পার হয়ে এসে
যম আর যমী
আমি আর আমার সময়

বেলাশেষে পা ছড়িয়ে
বসে পিঠোপিঠি
আমি খেলি বাঘবন্দী

ছানি-কাটা চোখে মোটা পরকলা পরিয়ে
সমবয়সী প্রতিদ্বন্দ্বী
বছরের বাহান্নটা তাসে খেলে

গাধা-পিটোপিটি।

হায়েনার হাসি

পেছনে পায়ের শব্দ পেয়ে
বলেছিলাম
আমাকে বিরক্ত ক'রো না
এখন যাও

নাচতে নাচতে চ'লে গিয়েছিল

পেছন থেকে একদিন
অতর্কিতে চোখ টিপে ধরায়
হাত ছাড়িয়ে নিয়ে রুক্ষ গলায়
কলমের গোড়ায় চোখ রেখে
বলেছিলাম
আমার সময় নেই, তুমি যাও

ছুটতে ছুটতে চ'লে গিয়েছিল

এখন আমি সমস্ত কাজ সেরে
হাতে অফুরন্ত সময় নিয়ে
পা ছড়িয়ে বসে রয়েছি
একই নাম
জপের মালায় কেবলই ঘুরছে
মন প'ড়ে আছে পেছনে

সামনে গাছের পাতা থেকে
সমানে জল প'ড়ে যাচ্ছে
দেয়ালঘড়িতে অবাধ্য
টিক্-টিক্-টিক্-টিক্ শব্দ
কপালে মিন্ মিন্ করছে ঘাম

পেছনে তাকালে হয়তো দেখব
কাগজের মতো সাদা হাড় নিয়ে
একটা পরিতৃপ্ত হায়েনা
হাসিমুখে
বেশ রসিয়ে রসিয়ে
শব্দ ক'রে জিভ চাটছে ॥

ফিরি

ফেরির লঞ্চ ছাড়ে
জলে এখন
টান খুব

ব'সে রয়েছি পাড়ে
এক নদীতে দুবার
দেওয়া যায় না ডুব

কানের কাছে বাজছে ভোঁ
মন বলছে যাব যাব
যাওয়ার নেই জো

এখুনি ছিল, এই এখানে, সামনেই
যেই ফেলেছি পলক
আর নেই

হাতে চাবুক, ঘোড়ায় দেওয়া জিন
তর সয় না
আমাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছে দিন

রাত এখুনি দেবে
অন্ধকারে ঝাঁপ
সকালবেলার পাপড়িতে তার চোখের
থাকবে জলছাপ

থলির ভেতর স্মৃতি
হাতড়াচ্ছে শব্দ গন্ধ ছবি
জানি না ঠিক সত্যি না আজগবি

কারো কপালে চাঁদের টিপ
সিঁদুরে মেঘে
রাঙানো কারো সিঁথি

হাওয়ায় ভেসে এল হঠাৎ
বাবার মাথার চুলের
জবাকুসুমের গন্ধ

কোথায় নদী কোথায় কী
সমস্তই ভেলকি
ঘরের দরজা বন্ধ

মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে রোদ গায়ে হলুদ দিয়ে···

ভয় দেখাই

যত দিন যায় রাস্তা ততই
ছোট হয়ে আসে।
এখন আমার দৌড় বলতে
বাড়ি থেকে বাজার
আর বাজার থেকে বাড়ি।

কুমড়োর ফালিগুলো
ফ্যাল ফ্যাল ক'রে আমার দিকে তাকায়
আমার নাকি চেহারা হয়ে যাচ্ছে
পোড়া কাঠের মতন।

মাঠে জল দাঁড়িয়ে,

হাড়ে এবার দুব্বো গজাবে।
এই নাও তোমার পাখির জন্যে
মুলো শাক
বেড়ালের জন্যে মাছের কাঁটা
কুকুরের জন্যে ছাঁট।

দেখনহাসি দিয়ে চাপা দিই
ঘাড়কোমরের বাতের ব্যথা।
পাশে একজন সাজোয়ান ভদ্রলোক
ঘুরে দাঁড়িয়ে কটমট ক'রে তাকায়।
দেখতে না পেয়ে
ঠেলাগাড়ির চাকায় পা মাড়িয়ে দিয়েছি।
লজ্জায় ম'রে যেতে যেতে বলি,
মাপ করবেন!

জলের ভেতর থেকে
চোখ বড় বড় ক'রে উঁকি দেয়
গুচ্ছের গুলেবেলে।
মড়ার মতো প'ড়ে থাকে কই,
মাঝে মাঝে মুখ ঝামটা দেয় শোল।

আ মর্, মিন্‌সে!

ঘাড় ফেরাই।
কেউ কিছু বলল আমাকে?

আলুর দোকানীর রাখঢাক নেই।
ক'দিন আপনাকে দেখিনি—
আমি তো ভয় পেয়ে গিয়েছিলাম।
যে বয়েস
ভয় হয় কিনা, আপনিই বলুন?

নিশ্চয়, নিশ্চয়।

সারা জীবন কেঁচো হয়ে থেকে
এখন আমি দাপটে
সবাইকে ভয়ে তটস্থ করে রাখি ॥

নিতে আসেনি

সেজেগুজে তৈরি হয়ে, কী যন্ত্রণা
বসে রয়েছি কখন থেকে
নিতে এল না

হাতে কোনো কাজ রাখিনি
টেবিল ধোয়ামোছা
ঘড়ির কাঁটায়
সারাক্ষণ খোঁচা

নিতে এল না
নিতে এল না

জানলা দিয়ে ঠিক্‌রে পড়ে
সূর্যাস্তের সোনা

নেভানো বিড়ি ছাইদানিতে প'ড়ে
সুখটানের ধোঁয়ায়
গিয়েছে ঘর ভ'রে

কাঁধের ঝোলা একবার নামাই
একবার তুলি

জুতোর ফিতে
বাঁধি খুলি

নিতে এল না
বৃথাই সাজসজ্জা

ঘরের বাইরে হঠাৎ যায় শোনা
কিসের শব্দ
মুহূর্তে কান খাড়া

ও কিছু নয়

ব'সে রয়েছি, ব'সেই আছি
গায়ে বসছে মাছি
বোবা দরজা

দাঁড়িয়ে থাকে সময় ॥

যদি বলি

ভুল কি হয়
বলিই যদি
সাগর নয়—
নদী ?

নয় কো ভুল,
জলে কেবলি
জাগে নতুন
পলি।

নেই গলায়
　কোনো ঘোষণা,
　　ক্ষেতে ফলায়
　　　সোনা।

সাগরময়
　অন্তে যদি,
　　উৎসে হয়
　　　নদী।

অগণ্যকে
　সাগর বলি
　　লাবণ্যকে
　　　পলি॥

ঘড়ির কাঁটায়

আমাদের আগাপাশতলায়
ঘড়ির কাঁটায় ছিন্নভিন্ন
এক রক্তাক্ত সময়।
পেছনে লুকিয়ে রাখা হাতে
কোলাকুলির জন্যে
মুখিয়ে আছে বাঘনখ।
কথার আড়ালে আবডালে
চেরা জিভে
হিস হিস করছে চোখটাটানো
হিংসে।

একটা গড়ানো বলের মধ্যে
টিক টিক করছে
সলতে জ্বালানো যে বিস্ফোরণ

তার বিষদাঁত না ভেঙে
আমার মুক্তি নেই ॥

পাতালপ্রবেশের আগে

ফুটপাথের গায়ে লেপ্‌টে থেকে
ভয়ে তটস্থ
দাঁতে-দাঁত-লাগা
ঝাঁঝরিতে

যেখানে হাইড্রান্ট-উপচানো
গঙ্গার জল
ফোকলা পুরুতের মতো
কেবলি ভুল উচ্চারণে
বিড়বিড় বিড়বিড় ক'রে
সমানে পড়ে চলেছে
তর্পণের মন্ত্র

ঠিক সেইখানে টিপ্‌ ক'রে
আমার দু-আঙুলের টুস্কিতে ছুঁড়ে-ফেলা
সুখটান-দেওয়া জলন্ত সিগারেটের মুখে
ছ্যাঁক-ক'রে-ওঠা
একটা হা-হতোস্মি
শব্দ

সারবন্দী ছাদের ফাঁকফোকরে
আঠা দিয়ে সাঁটা
লালনীল কাগজের টুকরোর মতো
গোধূলির আকাশ

রাস্তার এক নিরাশ্রয় মৃত্যুপথযাত্রীকে
ট্যাঁকে ক'রে
নির্মল-হৃদয়ে ছুটে-যাওয়া
গায়ে-মাছি-পিছ্‌লানো
সাদা রঙের
যীশু-তুমি পরম-দয়ালু
অ্যাম্বুলান্স
ভেতরে নজরবন্দী বাসনার
ওস্কানো আগুনে
ঝাঁপ দেবে ব'লে
শো-কেসের স্বচ্ছ কাঁচে
মাথা-খুঁড়ে-মরা পতঙ্গের মতো
অগণিত চোখ

আধ-কপালে হওয়া পৃথিবীটাকে
একটা রমণীয় পরিণামের জন্যে
মাথার ওপর
দাঁড় করিয়ে রেখে

পাতাল বরাবর
আমি নেমে চলেছি
এরপর আর কোথাও
ভূমিষ্ঠ হব ব'লে ॥

পয়লা আষাঢ়ে

পানপাতাটা তোমার, বউ
এই হেতেরটা আমার।
তোমার সবই
আপ্‌গরজে আপনি হয়
আমারগুলোই
পিটিয়ে গড়ে কামার।

এই রঙটা তোমাকে টানে
এই রঙটা আমায়।
একটি তোমায় অবাধে ছোটায়
একটি আমায়
হাত দেখিয়ে থামায়।

গুচ্ছের ফুল দেখো, ও বউ
হাসছে তোমার খোঁপায়।
ফুলের মালা
কেবল আমার গলা জড়িয়ে
জানি না কেন কিসের জন্যে ফোঁপায়।

জানলা দাও, দরজা খোলো
কড়া নাড়ছে
বাইরে পয়লা আষাঢ়।
শুধু জ্বলুক একটি জোনাক
আমাদের এই
বাবুইপাখির বাসার॥

ঘরে না, বাইরে না

এক পক্ষে

তিন লক্ষ অক্ষৌহিণী

নারায়ণী সেনা—

প্রত্যেকে দুর্ধর্ষ যোদ্ধা

সংশপ্তক

ভয় কাকে বলে তা জানে না।

যে জন্যেই হোক

(এরাও কৃষ্ণেরই জীব !)

প্রাণ দেয় হেলায়।

দ্বারকায় ব'সে দুর্যোধন

চেটে নেয় জিভ—

আজ তার প্রাণে বড় সুখ।

অন্য পক্ষে

নিরস্ত্র একাকী

যুদ্ধপরাঙ্মুখ

শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং।

ভূভারতে একালে কেবা কী

তাকালেই বোঝা যাবে।

বোঝা যাবে অর্জুন কী চায়

কেন কে

নক্ষত্রলোকে

দাঁতমুখ সমানে খিঁচায়।

হেঁকে আজ বলুক সবাই :

মানুষ আমার ভাই !

বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না, বাইরে না ॥

দোহাই

হিপিপ্ হুরে, হিপিপ্ হুরে,
ঘিসিং !
বেঁধেছেন জোট, খুলেছেন জট
ত্রি সিং !

পেছনে থেকে ভুল আর
করবেন না খুল্লার।

দোহাই, নিজের কল্পরাজ্যে
ঘিসিং
যেন না হ'ন মিসিং ॥

শতকিয়া

চলে গেছে একশত বর্ষের
বহুপ্রার্থিত সেইদিন।
ফুরোয়নি কাজ—

এখনও এ নয়
হাত ধুয়ে ফেলে বিদায় নেবার
সময়।

যদিও কণ্ঠ ক্ষীণ,
দুপায়ে নেইকো আগের ক্ষিপ্র গতি,
স্মৃতি তবু দেয় উস্‌কে চোখের জ্যোতি

খড়ির গণ্ডি যতবার মোছে
মনের শিকল যতবার ঘোচে
ততবার তাকে কেটে ছোট ছোট করে
কোটরে কোটরে

ঘরের ক্ষমতালিপ্সু এবং
বাইরের শত্রুরা।

রক্তের রঙ
ত্রিবর্ণে বেঁধে রাখী
জয় ক'রে নেবে হাতে হাত দিয়ে

শান্তি মৈত্রী মুক্তির সব
অভ্রংলিহ চূড়া।

আকাশে আকাশে উড়ুক প্রাণের পাখি ॥

চোখের মাথা খেয়ে

রয়েছি আমি চোখ বন্ধ ক'রে—

মুখের সামনে সকালবেলার কাগজ
দুহাত দিয়ে ধ'রে।

সব মুখস্থ, সবই আমার জানা।

স্বপ্ন নাকে খৎ দিচ্ছে,
ধুলোয় মুখ ঘষে
ছিন্ন-পাখা রক্ত-মাখা
কল্পনার ডানা।

গায়ে বসলে তাড়াই মাছি।
চোখ বন্ধ ক'রে
দু হাত দিয়ে আঁকড়ে ধ'রে আছি
বুকের কাছে সকালবেলার কাগজ।

ঘড়ির কাঁটায় ঘুরে যাচ্ছে রোজ
কবে কোথায়
কাগজে দেয় টিক
নাম সংখ্যা
সময় সন তারিখ।

চায়ের কাপে ধোঁয়া উঠছে
চোখের জল গড়ায়
শুধু এ পোড়া ঠোঁটে।

সব মুখস্থ, সবই আমার জানা।

ব'সে রয়েছি, চোখ বন্ধ
টের পাইনি আলগা মুঠো খুলে
পায়ের কাছে লোটে
কখন কাগজখানা।

মাথার ওপর সমস্তক্ষণ
খাঁড়া রয়েছে ঝুলে
মুখ লুকিয়ে মেঘে
খুনীরা আছে জেগে।

থেকেও চোখ কানা
কারণ, আমার সব মুখস্থ
সমস্তই জানা ॥

সোজা নয়

চেনে বাঁধা থাকত কুকুল
চেন একবার খুললে
চোর বা সাধু যেই হোক সে
মাংস নিত খুবলে

যে ভাষাতেই করুক না সে
দিন রাত্তির ঘেউ ঘেউ
যার বোঝার সে ঠিকই বুঝত
ঘেঁষত নাকো কাছে কেউ

কেউ জানে না কোন্ গোত্রের
কোথায় আদি নিবাস তার
বাড়ির গিন্নী ভাঙতে চান না
কুকুরটি তাঁর রাস্তার

কুকুরের নাম কুকুল হলেও
নামটাই যা রুশ
নইলে তার গায়ের রঙটা
একেবারে আবলুশ

চোখ বুঁজল কুকুল যেদিন
গিন্নী-মার কোলে

ব'সে সবাই যার যা আছে
স্মৃতির ঝাঁপি খোলে

চোদ্দ বছর একসঙ্গে
ব্যাপারটা নয় সোজা
কে যে কাকে রেখেছিল
শক্ত হয় বোঝা ॥

এক দুই তিন

এক তাল দুই তাল তিন তাল
সাম্‌লিয়ে সুম্‌লিয়ে !
পড়েছে যা দিনকাল

এক টুক দুই টুক তিন টুক
ভাগ করে পিঠে খায়
কালনেমি হিংসুক

এক ডাক দুই ডাক তিন ডাক
পরমাণু-ব্রহ্মের
তাক্‌ তাক্‌ ধিন্‌ তাক্‌

এক ডুব দুই ডুব তিন ডুব দিয়ে
যম দেখে কালসাপ
নেয় তার চোখ খুব্‌লিয়ে ।

বদলাচ্ছে দিন

দুনিয়া ছিল কাল যেখানে,
আজ আর—
সেখানে নেই।

বদ্ধ স্রোতে ঢল নেমেছে
কূল-ছাপানো
বন্যার।

সামনেই
ভেসে যাচ্ছে রক্তে-জমাট
নিষ্ঠুরতার জবরদস্ত স্মৃতি।

খুলে যাচ্ছে দরজা জানলা
বন্ধ কপাট
সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি।

মাটি কাঁপছে, পায়ের নিচে
তোলপাড়।
রসাতলের হাঁ-মুখ থেকে
পিছিয়ে এলে বুঝিয়ে দেবে
সবার ওপর আজ সত্য
মনুষ্যত্ব।

নিজেকে খুব শেয়ানা ভেবে
উঁচিয়ে ধ'রে সঙ্গিন
অবিশ্বাসীর হাসি হাসছে
বেকুব।

বদলে যাচ্ছে দিন।
জানে না সে, এক নদীতে দুবার
দেওয়া যায় না ডুব॥

আন্না আখমাতোভা-কে

আলেকজান্দার ব্লক

হিস্পানী শাল ভালো ক'রে টেনে দিয়ে
কাঁধের দুপাশে, অলস উদাস চোখে
খোঁপায় গুঁজলে একটি রক্তগোলাপ
রূপে অনন্যা
দারুণ রূপসী বলবে তোমায় লোকে।

খ'সে পড়ে যাবে মেঝেতে রক্তগোলাপ
জড়োসড়ো হয়ে যখনই বাছার গায়
ঢেকে দেবে তুমি ফুল-তোলা সেই শাল
রূপে সাধারণ ব'লে ওরা দেবে রায়।

লোকে চারপাশে বলুক যার যা খুশি
ভাসা-ভাসা সব, যেটুকুও যায় কানে
নিজেই নিজের মনে আওড়াবে তুমি
ডুবে যেতে যেতে হঠাৎ গভীর ধ্যানে;

'অনন্যা যদি নাও হই, নই সাধারণ
সে নাই পুঁছুক খুব যার কাছে কিছু নয়—
এটুকু বোঝার ক্ষমতা রয়েছে ঘটে;
এ জীবন জুড়ে থাকে যা, সে শুধু ভয়॥

আহা রে

বেড়াতে তিনি যেতেন নিত্য
কমলে বায়ু বাড়ত পিত্ত
      ছিল না রুচি আহারে

মাথার চুল যতই শাসাক
এ বয়সেও পোশাক আশাক
      পরতেন বেশ বাহারে

ক'দিন আগে সাজিয়ে কুঁজোয়
ফোটানো জল, গেলেন পুজোয়
      সপরিবারে পাহাড়ে

ডান দিক, না বুকের বাঁদিক
ভালো ক'রে বোঝেননি ঠিক
      পেশিতে ব্যথা, না হাড়ে ?

ফিরেই গেলেন রেসকোর্সে
চেঁচালেন খুব ফুল ফোর্সে
      ঘোড়াটি তাঁর না হারে

কখন যে হয় কার কী ফন্দি
কাঁচের গাড়ির খাঁচায় বন্দী
      তিনিই নাকি ? আহা রে !

মজা দেখ

পুতিগন্ধ ঢেকে দিচ্ছে ধূপ
সমস্ত ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার
হয় যাতে। ভয়ে সব চুপ।

রাজায় রাজায় যুদ্ধ। কার
হাতে আছে রঙের তুরুপ?
দুপক্ষেই তা নিয়ে হুঙ্কার।

যৌবনকে ছেঁকে ধরছে জরা,
চাহিদার একমাত্র যোগান
জনপদে ভোটের পসরা।

সততার ভেক ধরে ভান।
দাঁড় করিয়ে পুতুল মুখরা
দুশমন ছুরিতে দেয় শান।

মজা লোটে বান আর খরা॥

রাজভিখারী

ধুনোর গন্ধে ঢেকে চারিধার
জাল বুনে মায়াকুহকে
ধূপের ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার ক'রে
লাগায় ধন্ধ দুচোখে।

হাটে মাঠে রটে মোসাহেবদের
সভায় খেউড়খিস্তি

সাধু সেজে রাজাসাহেব স্বয়ং
বড়ে ঠেলে হাঁকে কিস্তি।

নামাবলী গায়ে দিয়ে মন্দিরে
ঘণ্টা নাড়েন পূজারী
নায়েবমুন্‌শী খাসতালুকের
খিঁচে নেয় মালগুজারী।

সমানে ডান-বাঁ কলকাঠি নাড়া
চলেছে সব্যসাচীর
কামানের মুখে মাটি টলমল
ভাঙছে দুর্গপ্রাচীর।

মন্থরাদের কুমন্ত্রণায়
ভেকধারী রাজভিখারী
আগাছার জঙ্গল মাথা তোলে
মুখ টিপে হাসে শিকারী॥

বগাফোঁস

দাঁত নড়ছে, কোমর ভাঙা,
চোখে পড়েছে ছানি
মর্চে-ধরা অস্ত্রে আজ
হালে পায় না পানি

অন্ধকারে ছুঁড়ছে ঢিল
হাটে ভাঙছে হাঁড়ি
খাচ্ছে টোপ, গিলছে কই ?
সমস্যাটা ভারী—

চাকে জমেছে মধু
ঢাকে পড়েছে কাঠি
দেখ জাদু, ভানুমতীর
কেমন ধোঁকার টাটি

নন্দঘোষের শক্ত ঘাড়ে
চাপিয়ে সব দোষ
বুড়োধাড়িরা ক'রে চলেছে
সমানে বগাফোঁস ॥

এসো হে

আমাকে চিনবে না।
অনেকটা রাস্তা উজিয়ে
আজ এই পড়ন্ত বেলায়
আমি আসছি।

মাথাভর্তি মাঠ ভাঙা ধুলো,
দুটো পা-য়
কাঁটায় কাটাছেঁড়ার দাগ।

বলি, চেনা লোকেরা সব
গেল কোথায় গা ?

গোধূলির শূন্য দাওয়ায়
এমন কেউ নেই
যে তার মুখ ঘোমটায় ঢেকে
পিঁড়ি পেতে দেয়,

কন্নুই ছুঁয়ে এগিয়ে দেয়
এক ঘটি তৃষ্ণার জল।

উঠোনে খেলে বেড়ায়
একা একা
হাতের লাঠির ঠক ঠক
আর গাছের পাতার
টুপটাপ শব্দ।

কই, এসো হে—

ঘরে-ফেরা পাখির কলরবে,
দুরাগত শাঁখের আওয়াজে
দিনাবসানের আজানে

আমার সেই ডাক
আর কাউকে না পেয়ে
মাথা নিচু ক'রে
আবার আমার কাছেই ফিরে আসে॥

ভগ্নদূত

আমি চোখ বন্ধ ক রে আছি

মুঠো-করা দুটো হাতের মাঝখানে
সামনে
হাট ক'রে খোলা

কালি মেখে
মুখ চুন ক'রে থাকা
ভগ্নদূতের মতো
আজকের কাগজ

আমি চোখ বন্ধ ক'রে আছি

একবারও না তাকিয়ে
পাখি-পড়ার মতো ক'রে
আমি ব'লে যেতে পারি

কে কী কেন কোথায় কেমন ক'রে
পাতায় পাতায় হেঁটে চলেছে
কারো গর্দান নেবে ব'লে

শকুনের মুখে হাসি ফুটিয়ে
নতুন কার
লাশ পড়বে ভাগাড়ে

আমি চোখ বন্ধ ক'রে আছি

যখন ভগ্নদূতকে আড়াল ক'রে
সামনে এসে দাঁড়াবে
রুদ্রের দক্ষিণ মুখ

সজোরে
চোখের পাতা খুলে

শুধু তখনই আমি তাকাব ॥

ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে

ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে
শিশিরে শ্রাবণে
জলবৃষ্টিতে তুফানে ও ঝড়ে
সভায় বা নির্জনে

স্বচ্ছন্দে যে নিজের জন্যে পারে
ঘর বেঁধে নিতে
বটের ঝুরিতে
আলোয় অন্ধকারে

পান্থপাদপে
ভ'রে যাবে মরুভূমি
ফল্গুধারায় আপনাকে দেবে সঁপে
তার কাছে মৌসুমী ॥

দে-দোল

অবনী আছো ? অবনী আছো ? অবনী ?
অবনী আছে ?
অবনী নেই ?
অবনী ?

চুনবালির মূকবধির দেয়াল ছেড়ে
নিরুত্তর ধ্বনি
স্খলিত পায়ে টল্‌তে টল্‌তে ফেরে

স্মৃতিবিধুর পাষাণভাঙা পথে
নিঃশব্দে নিঃসঙ্গ একা
বিফল মনোরথে

চেয়ারগুলো টেবিলে-তোলা
মেঝের ওপর ছেঁড়া কাগজ
দরজা খোলা
চায়ের দোকান ফাঁকা

ঘরের কোণে দাঁড় করানো নিশান
আঠার-ভাঁড় কালির-কৌটো চাটাই
দেশলাইয়ের খোল
সিগারেটের ছাই
স্মৃতিকে দেয় দে-দোল

আগুন সাক্ষী
শূন্য পকেট
জীবনকে দেয় ভেট
কখনও বনে কখনও যৌবনে
কখনও রণে কখনও বা মরণে
মলাট ছেঁড়া বইয়ের পোকাগুলো
ধুলোমুঠিকে করেছে সোনা
সোনামুঠিকে ধুলো

আজ তো সব গাছের থেকে পড়া
কোঁচড়ে ভরা
শুধুই পাওয়া এবং শুধু নেওয়া
সবুরে ফলে মেওয়া

চোখে যাদের দেখেছিলাম
আলাদিনের আলো
দীনদরিদ্র বন্ধুরা সব
অখ্যাত নাম
তারা কোথায় গেল ?

বুকের মধ্যে ছিল যাদের ভালোবাসার খনি ?

অবনী আছো ? অবনী আছো ? অবনী ?
অবনী আছে ?
অবনী নেই ?
অবনী ?

সপ্তাহ প্রতিদিনই

শিব নেই। ছি! ছি!

সেই দুঃখে
দক্ষযজ্ঞে
যাননি দধীচি।

বৃত্রাসুর হানা দিলে
স্বর্গচ্যুত
হল দেবতারা—
খোদ ইন্দ্র রণে ভঙ্গ দেন।

তখন দধীচি ছাড়া
দেবগণ
অনন্ত উপায়।

দধীচি দিলেন প্রাণ।
তবে দেবতারা পায়
তাঁর অস্থি থেকে
বৃত্রনিধনের বজ্র—

যাঁর জন্ম
একদা শান্তির গর্ভে
অথর্ব মুনির ঔরসে

এবং প্রেমের গর্বে
সারস্বত পুত্রের পিতা যিনি।

বিনা নামে বিনা অর্থে
বিনা যশে
সে বজ্র বানিয়ে যায়
নিজের অস্থিতে

নেপথ্যে
সপ্তাহ
প্রতিদিনই॥

অনেকের গান

১

দেখ, দেখ দিন বদ্‌লায়—
ও আমার দেশের ভাই,
পুব আকাশে রং ধরেছে
আলো আসে, আঁধার যায়।

চোখ মেলো,
ও শহীদের মা,
ও বাছা, ও প্রিয়তমা।
যে খুনী সে পায় না ক্ষমা
রক্তের ধার আছে জমা
লক্ষ হাত আজ নখে ধার দেয়।
দেখো, দেখো…

স্বাধীনতার স্বপ্ন ছিল গানে গানে গল্পে গাথায়
ফোটে আজ কী বিচিত্র রঙ ফুলে ফলে পাতায় পাতায়
জাগো, জাগো, দেখ মা গো
কলের মজুর ক্ষেতের কিষাণ
শিকল ভাঙে, ওড়ায় নিশান
জগৎ জুড়ে নতুন বিধান
কোটি কণ্ঠে জীবনের গান গায়ঃ
দেখ, দেখ…

২
কাজে কথায় সমান হ' ভাই
ডাক দিয়েছে গুরুর গুরু
লম্বা চওড়া বলিস কী ছাই
কর্ এখনই যজ্ঞ শুরু।
গর্জে শুধু, বর্ষে না যে
লাগে না সে কোনো কাজে
যাত্রাতেই যা ভীমের সাজে
ভাঙে দুর্যোধনের উরু।
ডাক দিয়েছে…

মুক্তধারায় বাঁধ দিলে তো বিজ্‌লি পাবে
লাগাম ছাড়ো, অশ্বমেধের ঘোড়া যাবে।

যেখানে হয় সবাই সমান
সবার জন্যে সকলের টান
সেখানে হাত আপনি বাড়ান
আল্লা হরি মারাংবুরু।
ডাক দিয়েছে···

হে তরঙ্গরাশি! সুপ্রভাত

পারভেজ শহীদী

অসহায়তার কোলে মাথা গুঁজে নিদ্রিত ছিল মহাচীন।
বসন্ত শ্বাসরুদ্ধ সেদিন ধ্বংসের নাগপাশে
বাগানে বাগানে ফুলের সুরভি হা-হুতাশ ক'রে ফেরে
নিঃশব্দের বুকের পাঁজরে গুম্‌রিয়ে মরে গান
সকালের মুখ ঢাকা পড়ে অমানিশার অন্ধকারে।
শুধু ইয়াংসি নদীতে সেদিন
উঠেছিল জ'মে উত্তাল এক জোয়ার;
সে জোয়ার ক্রমে
মাও সে-তুঙের বিপ্লবে নিল রূপ
বহু স্রোত এসে মিশে গেল এক অপরূপ কল্লোলে।

২

ইয়াংসি নদীতরঙ্গ হ'ল ভল্লার হাতে বীণা
উচ্ছল সেই জলকলতান মিলে গেল মহাকালের মুখর গানে
ইয়াংসির সে জলকল্লোলে ধূলিধূসরিত স্বপ্ন ছড়াল পাখা
ইয়াংসির সে আরক্ত ঢেউয়ে নির্ভীক নিঃসঙ্কোচ সুর বাজে
জীবননৃত্য ইয়াংসির সে ঘূর্ণীতে ফেলে ছায়া
যার যা প্রশ্ন, নদীতরঙ্গে তার যথাযথ উত্তর পাওয়া গেল।
আজ ইয়াংসি নদীতে এ-যুগ দৃষ্টিবদল করে
ট্রুম্যানের দেওয়া চিয়াঙের ডিঙি ডুবে গেছে এরি জলে।

৩

ট্রুম্যানের দেওয়া চিয়াঙের ডিঙি ডুবে গেল, ডুবে গেল,
ট্রুম্যানি দোস্তি হালে পেল নাকো পানি
অত্যাচারীর সমাজকে আজ মৃত্যুই তাব গণ্ডুষে পান করে
মাথা নুয়ে পড়া জনতা গর্বে বুক টান ক'রে দাঁড়ায়
হিংস্র শাদা ঝটিকারা যত সাজসজ্জাই করুক
হাজাব অস্ত্র হাতে ওৎ পেতে দাঁড়াক না বোম্বেটে
জনতার ডিঙি থামেনি, চলেছে আগে—
ক্ষুব্ধ দাঁড়ের টানে টানে তার যত আবর্ত বুদ্বুদ হয়ে গতিপথে গেছে মিশে।

৪

ঝম্-ঝম্-ঝম্ ডলার আহা, ঝন্-ঝন্-ঝন্ অস্ত্রের ঝড়ঝঞ্ঝা!
সোনাচাঁদিব ষড়যন্ত্র! কল্‌জে-ছেঁড়া প্রাণ-উচাটন মন্ত্র!
চোখ রাঙানি, রোয়াব কিবা! ধমক, লম্ফ ঝম্ফ
পাঁয়তারা আর কেরামতি! বাঘা-মারা টিপ হায় রে!

আজও প্রত্যেকটি ঠোঁটে, আজও নিঃশ্বাসে নিঃশ্বাসে
জেগে আছে শুকনো ক্ষত।
রক্তে আর কাদায় গড়াগড়ি দিয়ে উঠে দাঁড়াল
সবুজ, উদ্ভিন্ন যৌবন
উষ্ণ রক্তে ডুব দিয়ে উঠে উদ্দীপিত হ'ল জীবন।

৫

জিম্ ক্রো-র সব চালই বেচাল
মাঠে মারা গেল জন্ বুলের জারিজুরি
শ্বেতাঙ্গ পেটমোটাদের চাঁদিপেটানো ধ্বংসের কারবার
টিকল না আর চীনের মাটিতে।
জনতাকে সামনে দেখে ভয়ে ঠক্ ঠক্ ক'রে কাঁপতে লাগল
চিয়াঙের বর্বরতা।
বজ্রগর্ভ মেঘের মত সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ল প্রেম

শত্রুর হাঁকডাক আষাঢ়ে গল্প হয়ে মিলিয়ে গেল
কেননা মৃত্যুই যোগায় জীবনের হাতে অস্ত্র।

৬

সারা চীন আজ নবজীবনের স্বরলোক
যৌবনমণ্ডিত শ্রমের মহিমান্বিত লীলাক্ষেত্র
স্ফীত, উৎক্ষিপ্ত সেখানে প্রত্যেকটি তাজা বুক
কুতূহলী প্রত্যেকটি চোখ, ভালোবাসায় ভরা প্রত্যেকটি হৃদয়
যেখানেই তাকাও দেখবে আরক্তিম আভা
যেখানেই যাও বসন্ত।
কোটি কোটি পোড়-খাওয়া হৃদয়ের স্পন্দনে জেগে উঠছে স্বর
ধানজমি আর বিশাল সরোবর
ভরে উঠছে সোহাগে।

৭

নাচ আর গানের যে জগৎ, তার মাঝখান দিয়ে গেছে জীবনের পথ
নতুন সাজঘরে সাজাচ্ছে নিজেকে জীবন
সবুজ ফসলের মাঠে মাঠে অঙ্কুরিত জীবন
নতুন সকালের লাল আভায় উদ্ভাসিত, আরক্তিম জীবন
আনন্দ দিয়ে ভ'রে নিচ্ছে তার আঁচল।
চোখে তার ধনুর্বাণ, নিঃশ্বাসে দড়ির ফাঁস
মৃত্যুকেও আজ সে মৃগয়া করে।
লোকপ্রিয় সরকার আজ আশার আনন্দধাম।

৮

নববধূ শান্তির হাতের লাল কাঁকনের রিণি রিণি শব্দ শোনো
বাজুবন্ধে তার মুখরিত লাবণ্যগাথা
কামনার উদ্যান ভুর ভুর করছে তার মিষ্টি গন্ধে
সিঁথিতে পুজোয় বসেছে ছায়াপথ।
আকাঙ্ক্ষা তার একাগ্র আর যৌবনোদ্দীপ্ত অভিলাষ

অসঙ্কোচ চিরবসন্ত তার শোভা
জিম্ ক্রো-র চক্রান্তে বিহ্বল হবে না সে
শান্তির সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় রাখবে
ভার নিয়েছে জনসাধারণ।

৯

বদ্‌লে যাচ্ছে এশিয়ার শোকাবহ অবস্থা
বলিষ্ঠ আকাঙ্ক্ষা দিয়ে এশিয়া ক্ষালন করছে তার পাপ
সেনাদলে নাম লিখছে তার নতুন উদ্যম
প্রাণোচ্ছল হাসি হয়ে ফুটে উঠছে তার দীর্ঘশ্বাস
এশিয়ার মাটিতে টলোমল সিংহাসন সাম্রাজ্যবাদের
চীনের রাস্তা দেখতে দেখতে গোটা মহাদেশেরই রাস্তা হয়ে উঠল।
যদিও পথে পদে পদে আছে বিপজ্জনক বাঁক
তবু বিপ্লবই শান্তিরক্ষার উপায়।

১০

এই জরাজীর্ণ সমাজকে জাহান্নামে পাঠাবে যৌবন
প'চে-যাওয়া প্রাচীনত্বের ঠাঁই হবে না এশিয়ায়
বিতাড়িত অন্ধকার সাহস পাবে না ফিরে আসতে
নতুন সকালের মাধুর্যে শ্রীমণ্ডিত হবে নতুন বাগান
নতুন বসন্তের সুরে সুর মেলাবে বাতাস
গেয়ে যাবে, তারা গেয়ে যাবে আর সমস্ত চরাচর ঝঙ্কৃত হবে সেই গানে
চেতনা আরক্ত আজ, চোখ মদির আজ
পদচিহ্নের লাল আলোয় আরক্তিম আজ সারা পথ।

১১

অতীত বিদ্রোহের ঐতিহ্য আজও তাজা
স্মৃতির মধ্যে আজও তাজা আমাদের বলিষ্ঠ আশা
সে সব নাম, সে সব ইতিবৃত্ত আজও আমাদের জাগায়
যৌবনের রক্তে লেখা সেই ইতিহাস আজও মৃত্যুহীন

যৌবনোদ্দীপ্ত আমাদের বুদ্ধি, যৌবনোদ্দীপ্ত আমাদের হৃদয়
আর যৌবনোদ্দীপ্ত আমাদের শ্রম
শিরায় শিরায় উষ্ণ রক্তের ঢেউ তুলে
জনতা দৃপ্ত পদক্ষেপে এগিয়ে যাবে।

১২

সেই একই যাত্রায় চলেছি আমরা, সেই একই মিছিলে
ছদ্মবেশ আলাদা হলেও এখানেও সেই একই স্বর্ণ-লোভাতুরের দল
ঘৃণ্য সাম্রাজ্যবাদের চিহ্নফলক এখানেও পাওয়া যাবে
আমাদের ঢেকে আছে একই দুঃখের রজনী
একই সূর্যোদয়ের কামনা আমাদের বুকে
এখানেও প্রত্যেকটি চোখ একই লক্ষ্যসন্ধানে ফেরে
চীনের পদাঙ্ক যেন বিপ্লবের রক্তশতদল
যৌবনের সমস্ত উন্মুক্ত পথই আজ সুরভিত।

১৩

নতুন যুগকে আমি দীপান্বিত করব আমার লেখায়
কাব্য আর গানের জগৎ আনন্দে ভ'রে তুলব আমি
যুদ্ধের অগ্নিশিখার হাত থেকে বাঁচাব আমি জীবনের হাসি
পৃথিবীর পায়ের নিচে নুইয়ে দেব আমি আকাশের মাথা
আমি গঙ্গার তরঙ্গবীণার তালে তাল দিয়ে রক্তিম সূর্যোদয়ের গান গাইব।
ইয়াংসির হে আমার প্রিয়তম তরঙ্গরাশি!
তোমাদের বাণী আমার কাছে পৌঁছে গেছে।
সুপ্রভাত, সুপ্রভাত হে তরঙ্গরাশি! হে তরঙ্গরাশি—সুপ্রভাত!

(উর্দু থেকে অনুবাদ)

গাথা সপ্তশতী

গৌরী ধর্মপাল

কল্যাণীয়াসু

অনুবাদ প্রসঙ্গে

আজ থেকে প্রায় বছর চল্লিশ আগে বন্দীশালায় ছাড়া-ছাড়াভাবে তর্জমায় কিছু প্রাকৃত আর কিছু সংস্কৃত কবিতা প'ড়ে কী যে মজেছিলাম বলার নয়। ঠিক করেছিলাম বেরিয়েই অনুবাদে হাত দেব।

চেষ্টা করিনি তা নয়। কিন্তু সংস্কৃতে ঈশানস্কলার যে অধ্যাপক বন্ধুর দ্বারস্থ হয়েছিলাম, ইতিমধ্যে তিনি যে পদান্তরিত হয়ে তখন সদ্য পুলিশের শশব্যস্ত কর্তাব্যক্তি হয়েছেন আমার সেটা জানা ছিল না। ফলে, বাঞ্ছিত কবিতার অনুবাদের বদলে বাঁচার লড়াইতে ফেঁসে যেতে হলো। কিন্তু মরতে বসেও সেই ইচ্ছেগুলো ম'রে যায়নি। হারিয়ে যাওয়া খেই নতুন ক'রে ধরেছি। তবে নানা কাজ আর ঘোরাঘুরিব ফাঁকে ফাঁকে। ফরমা'য়শহীন নিজের আনন্দে। জানি আপ্তগরজের এ কাজ শেষ হওয়াব নয়।

আমি প্রাকৃতে তো বটেই, সংস্কৃতেও পরনির্ভর। ফলে, 'গাথাসপ্তশতী' অনুবাদে আমার ভরসাস্থল ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের বাংলায় আর ইংরিজিতে কৃত গদ্যানুবাদ। বাংলা বইটা ছিল বিদুষী গৌরী ধর্মপালের যোগানো। রাস্তায় সেটা খুইয়ে আমি বিশ্বাসভঙ্গ করেছি। অবশ্য এ সবই মূল প্রসঙ্গের বাইরে। সাফাই মাত্র। মহারাষ্ট্রী প্রাকৃতে লেখা এই সংকলনেব নাম 'গাহাসত্তসঈ'। সংস্কৃতে 'গাথাসপ্তশতী'। এর সংকলক শালিবাহন বা সাতবাহন রাজবংশের সপ্তদশতম রাজা হাল। কবিদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন ব'লেই বোধহয় তাঁকে 'কবিবৎসল' বলা হতো। তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদের দক্ষিণ-পশ্চিমে কুন্তলরাজ্যের অধিপতি। মাত্র বছর পাঁচেক তিনি রাজত্ব করেছিলেন।

কবি হালের আবির্ভাবকাল, তাঁর ব্যক্তিপরিচয়, 'গাথাসপ্তশতী'র সংকলন-কাল, আদি গাথাসংখ্যা—এসব নিয়ে নানা মুনির নানা মত।

ডক্টর সুকুমার সেনের অনুমান, খৃষ্টীয় ৪র্থ থেকে ৮ম শতকের মধ্যে এইসব চূর্ণ কাব্য লেখা হয়েছে। এ-বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, প্রকীর্ণ প্রাকৃতকাব্যের এটিই প্রাচীনতম সংকলন।

বাঙালির মনে এসব কবে প্রথম ঠাঁই পায় সেটা স্পষ্ট নয়। তবে অন্তত দ্বাদশ শতকে গোবর্ধন আচার্যের 'আর্যাসপ্তশতী', জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ',

ধোয়ীর 'পবনদূত' এবং বিশেষ ক'রে, বৈষ্ণব পদাবলীতে অনেকেই এইসব প্রাকৃত কবিতার প্রভাব আর সাধর্ম্য আবিষ্কার করেছেন।

অনুবাদে আমি মূলের পায়ে পায়ে চলার পক্ষপাতী। যদি কোথাও বিচ্যুতি ঘটে থাকে, তাহলে তার একমাত্র কারণ অনুবাদকের ভুল বোঝা, নিরুপায়তা আর অক্ষমতা। মূলের ছন্দ বা মাত্রা অনুসরণের আমি চেষ্টা করিনি। আমি প্রতিধ্বনি করার চেষ্টা করেছি আজকের ভাষায়। শ্রুতিসুখের খাতিরে অন্ত্যমিল দিয়েছি। অনভ্যস্ত প্রাকৃতের বদলে কবিদের সংস্কৃত পোশাকী নাম ব্যবহার করেছি।

এই একই পদ্ধতিতে আমি 'চর্যাপদে'রও বাংলা অনুবাদ করেছি এখনকার ভাষায়।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা না ব'লে পারছি না। আজকের বাংলা কবিতাকে তার মাটির দিকে মুখ ফেরাতে হবে। চূর্ণ কবিতার দৃঢ়বদ্ধ শৃঙ্খলায় 'সহস্র বন্ধন মাঝে মহানন্দময়' মুক্তির স্বাদ খুঁজতে হবে।

—অনুবাদক

প্রথম শতক

১

নমো নমো পশুপতির সান্ধ্য

সলিলাঞ্জলি, নমো

গৌরীর রাঙা মুখ চন্দ্রমা

ভাসছে পদ্ম সম ॥

— হাল

২

শোনে না অমর প্রাকৃতকাব্য,

ওল্‌টায় না কো পাতা

কোন্‌ মুখে কামতত্ত্বে সে সব

লোকেরা গলায় মাথা ॥

৩

কোটি থেকে বেছে নিয়ে সাকুল্যে

সাত শো-টি গাথা

কবিবৎসল হালের এ মালা

স্বহস্তে গাঁথা ॥

—হাল

৪

নিশ্চল নিঃস্পন্দ-বলাকা

দেখ, পদ্মের পাতায়

সবুজ পান্না ধ'রে আছে যেন

শুভ্র ঝিনুক মাথায়।

—ব্যপদিশ

৫

ততক্ষণই রতিকালে চলে

রং-ঢং চপলতা মেয়েদের

যতক্ষণ না মুদে আসে আঁখি

যেন বা পাপড়ি নীলপদ্মের ॥

—ক্ষুদ্রৌষ

৬

সাধো তুমি কুরুবকের জন্যে, প্রিয়,

নিজের জন্যে তো নয়—

পদ্মমুখটি ঘুরিয়ে তোমার বউ

হেসে ফেলে সেই সময় ॥

—মকরন্দ সেন

৭

প্রিয় দূরে গেলে বিদগ্ধারাও

অশোক ফুটলে মনে ব্যথা পায়

কারো যদি থাকে তেমন মুরোদ

সে কি অন্যের লাথিঝাঁটা খায় ?

—প্রবারক

৮

শাশুড়ী, ওখানে আমাদের গাঁয়ে

শীতের তীব্র কশা

বিনষ্ট তিলক্ষেত, রমণীয়

মৃণালেরও সেই দশা ॥

—কুমারিল

৯

মুখ নিচু ক'রে কেন তুমি কাঁদো

মাঠের আমন পেকে যায় দেখে

নটীর মতন এখনও তো আছে

শণক্ষেত সুখে হরিতাল মেখে ॥

—মহেন্দ্র

১০

কচি কাঁকুড়ের তন্তুর মত

প্রেমের কুটিল ধারা

কেন মিছে মুখচন্দ্রকে ভেঙে

কেঁদে কেঁদে হও সারা ?

—অলক

১১

ছেলেটি বাপের পিঠে চড়তেই

স্বামী এসে পড়ে পা-য়

তাই দেখে পোড়াকপাল বউয়ের

দুঃখেও হাসি পায় ॥

—দুর্গস্বামী

১২

সখী ঠিকই জানে, প্রেমের রাজ্যে

সমানে সমানে পটে

মরুক, তোমাকে বলব না, ওর

মৃত্যুই ভালো বটে ॥

—দুর্গস্বামী

১৩

রান্নার কালিঝুলি মাখা হাত

মুখে উঠে এসে

গিন্নীর হল চন্দ্রের হাল—

স্বামী বলে হেসে ॥

—হাল

১৪

রসবতী, রাঙা পারুলের ঘ্রাণ
ও-মুখের ফুৎকারে
আক্ষেপ বৃথা, জলে না কো শিখা
কেবলি সে ধোঁয়া ছাড়ে ॥

—ভীমস্বামী

১৫

সখীরা জানতে চায় বার বার
কী খেতে বধূর সাধ যায়
চোখে চোখ রেখে প্রথম পোয়াতী
দয়িতের দিকে খালি চায় ॥

—গজসিংহ

১৬

রাতের মুখের তিলের মতন
ওগো সুধাকর গগনশেখর
প্রিয়কে যে-হাতে ছুঁয়ে আছ তুমি
আমার গায়েও রাখো সেই কর ॥

—হাল

১৭

সে ফিরে আসবে, আমিও দেখাব রাগ
ও শুরু করবে মানভঞ্জন পালা
কে আছে এমন সোহাগিনী গাঁথে না যে
দয়িতকে নিয়ে বাসনার এই মালা ॥

—শ্রীধর্মক

১৮

যদি আছ, ডাও, কুটুম বেচারী
টানলে সইব কী ক'রে

—এই বলে কাঁদে শাড়ির আঁচল
নিংড়ানো ভিজে কাপড়ে ॥

—শ্রীধর্মক

১৯

আমের কুশির রং তোমার তো
উঁচানো কান, গোবৎস
হৃদয়কক্ষে ঢুকে পড়লেই
পাও তুমি বলদত্ব ॥

—গজ

২০

বুঁজে আছ চোখ নিদ্রার ভান ক'রে,
অথচ চুম্বনেরই
পুলক অঙ্গে ; স'রে শোও, প্রিয়
আর হবে না কো দেরি ॥

—চন্দ্রস্বামী

২১

প্রসাধন ফেলে এখুনি যা ওর ঘরে
ও তোর আশায় করে চুলবুল
এ ঔৎসুক্য একবার চ'লে গেলে
হাজার সেজেও পাবি না কো কূল ॥

—কলিরাজ

২২

ঠেকাওনি নাকে নাক, বা কপালে কপাল
মুখের রং-ঘি পাছে যায় লেগে
তোমার নামানো ঠোঁটের সে-চুম্বনটি
স্মৃতিতে আমার আজও আছে জেগে ॥

—বঙ্গবিকার

২৩

রাত্তিরে যেন রায়বাঘিনী সে

ভেড়ুয়া বানিয়ে রাখে

সকালে সে মুখ নিচু ক'রে থাকে

চেনাই যায় না তাকে ॥

—মকরন্দক

২৪

প্রিয়ের বিরহ, দরশন অপ্রিয়ের

দুটোতেই ভারী জ্বালা

গড় করি সেই আভিজাত্যকে

যা তোমাকে দেয় ঠেলা ॥

—বসুকারী

২৫

যাওয়াই বন্ধ পথ আটকালে

একটি কৃষ্ণসারে

দুচোখেই জল থাকলে প্রিয়ার

ছেড়ে কেউ যেতে পারে ?

—কালসার

২৬

রাতে সকলেই সুখে নিদ যায়

বিপ্রলব্ধা একা থাকে জেগে

তার ব্যথা এতটুকুও বুঝলে

আমার ওপর যেতে না কো রেগে ॥

—অর্ধরাজ

২৭

রাগ অভিমানে দুজনেই চুপ

আছে তবু কান পেতে

মানভঞ্জনে কার বেশি দম

দেখে কে হারে কে জেতে ॥

—কুমার

২৮

কচি লতা দিয়ে বৌদিকে মারে

দেওরের শখ যায়

যেখানেই চায় সেখানে বধূর

গায়ে যেন কাঁটা দেয় ॥

—প্রণাম

২৯

আজকে সে নেই, মনে পড়ে খালি

সেদিন ছিল কী সুখ

মেঘে মেঘে বাজে বলির বাজনা

হাহাকারে ভরে বুক ॥

—কল্যাণ

৩০

মোড়লের বেটা বেদিল্ ভেড়ুয়া

ডুমুরের ফুল যে হে !

তোমাকে না পেয়ে শুকিয়ে যাচ্ছে

হায়, গাঁসুদ্ধ মেয়ে ॥

—হরিতাল

৩১

প্রহারের ক্ষতচিহ্নিত বুকে

মোড়লের পো-র

কষ্টে ঘুমোলে বউ, সে পাড়ায়

সুখে হয় ভোর ॥

—অঙ্গরাজ

৩২

হে সুভগ, খালি তোমাকেই দেখি

মনে মুখে নেই ফারাক

ইদানীং, লোকে ভাবে এক কথা

প্রকাশ্যে বলে আর এক ॥

—ভোজক

৩৩

অনুশোচনার জ্বালা নিয়ে বুকে

ফিরে শুলে এক পাশে

কেন তুমি পিঠ পোড়াও আমার

আগ্নেয় নিশ্বাসে ॥

—অনঙ্গ

৩৪

তোমার দেরিতে সে বিরহিণীর মুখ

অশ্রুতে ম্লানকায়া

যে রকম রবিরথশিখরের ধ্বজা

ফেলে না কো কোনো ছায়া ॥

—অনঙ্গ

৩৫

কলুষচিত্ত দেওরকে বলে

কুলবধূ সারা দিনমান

কুটিরগাত্রে আঁকা অনুজের

রামভক্তির আখ্যান ॥

—হাল

৩৬

রাঙা কচি বউ, স্বামী পরবাসে,

অসতী পড়শী, অভাব—

এক চত্বরে বাস করলেও

নষ্ট হয় নি স্বভাব ॥

—মহিল

৩৭

পাহাড়ী নদীর দ'য়ে প'ড়ে খণ্ডিত

কদম্ব ভেসে যায়

ডোবা আধডোবা ডুবন্ত অলি তার

কেশরে নিয়েছে ঠাঁই ॥

—অবটঙ্ক

৩৮

মান যায় পাছে বনেদী স্বামীর

ভাগ্যের এই ফেরে

বন্ধুরা টাকা নিয়ে এলে বউ

ধুড়ধুড়ি দেয় নেড়ে ॥

—ক্ষুদ্রৌঘ

৩৯

প্রিয়তম কাছে, নিজেও স্বাধীন

মোটে তবু সাজে না সে

যাতে ঠিক থাকে পড়শিনী, হায়,

স্বামী যার পরবাসে ॥

—রবিরাজ

৪০

তুমি থাকো তার অন্তর জুড়ে

নয়নে তোমারই ছবি

তোমার বিরহে শুকায় অঙ্গ

তার প্রিয় এই সবই ॥

—মুদ্র

৪১

সদ্ভাবে-স্নেহে অনুরাগ জাগে

যুক্তিতে এটা আসে

হৃদয়হীনকে হৃদয় যে দেয়

তাকে দেখে লোকে হাসে ॥

—হাল

৪২

কাজে নেমে কেউ মরতেও পারে,

লক্ষ্মীর নেই মার

ব'সে থেকে কারো মেলে না লক্ষ্মী

শুধু জান্ যায় তার ॥

—বল্লভ

৪৩

প্রিয়ের বিরহ অনল যেত না সওয়া

আশা ও ভরসা ছাড়া

একই গ্রামে থেকে তার এ প্রবাস, মাগো

যেন মৃত্যুরও বাড়া ॥

—অমৃত

৪৪

প্রিয়াকে চকিতে মনে পড়ে তার, যখন

সম্ভোগ করে আর কোনো মহিলাকে

প্রিয়ার সদৃশ গুণগুলো পড়ে নজরে

অসদৃশ গুণ চোখের আড়ালে থাকে ॥

—রতিরাজ

৪৫

যৌবন যেন কোটালের বান

দিনগুলো চলে যায় চিরতরে

রাতগুলো, বাছা, ফেরে না কো আর
কিবা লাভ পোড়া অভিমান ক'রে ?
—পবনরাজ

৪৬
শুনছি, কঠিনহৃদয় আমার প্রেমিক
কাল চ'লে যাবে প্রবাসে
ভগবতী নিশা, নিজেকে বাড়াও এমন
তার কাল আর না আসে ॥
—নিষ্পট

৪৭
স্বামী যার যাবে প্রবাসে সে যত
প্রোষিতভর্তৃকাকে
বাড়ি বাড়ি গিয়ে শুধায় কী ক'রে
পতি ছেড়ে তারা থাকে ॥
—সিংহ

৪৮
হে ঠাকুর, দাও প্রিয়কে আমার
মহিলা অন্য প্রকার
একই রসে ম'জে হারায় পুরুষ
ভালোমন্দের বিচার ॥
—অনিরুদ্ধ

৪৯
দুপুরে দেহের মধ্যে লুকোয়
ছায়া রৌদ্রের ভয়ে
হে পথিক, কেন জিরোও না তবে
আমার এ আশ্রয়ে ?
—সুরভিবৎস

৫০

তোমার কৃপায় দূর থেকে এসে

দুর্লভ জল শুধায়, 'কেমন আছ ?'

হে জ্বর, জীবন কাড়তেও যদি

কোনো অপরাধ হত না কো তত্রাচ ॥

—স্বর্গবর্মণ

৫১

সুবাসিত হয়ে জানতে চাইছ

জ্বরের মন্দামন্দ

জেনে বা কী হবে ? ছুঁয়ো না কো যার

আমজ্বরে গায়ে গন্ধ ॥

—কাল

৫২

পুরুষালি কাজ একটু ক'রেই হাঁপাও,

ময়ূরের মত এলোচুল পিঠে ফেলা

কাঁপে দুই উরু, আধবোঁজা দুই চক্ষু

এ থেকেই বোঝো পুরুষ হলে কী ঠেলা ॥

— যেসর

৫৩

ভেঙে গিয়ে প্রেম যদি জোড়া লাগে আবার

চোখের ওপর ভাসে অপরাধ

ফুটন্ত জল জুড়োলে যেমন বিরস

তেমনি সে প্রেম হয় বিস্বাদ ॥

—মন্মথ

৫৪

বজ্রের চেয়ে জোরালো আওয়াজে পতি

জ্যা বাঁধে যখন

বন্দিনী তার সহবন্দিনীদেরও

মোছায় নয়ন ॥

—কর্ণ

৫৫

যা-তা ভাবে মূঢ় লম্পটদের

রতিক্রিয়া স'য়ে স'য়ে

ম্লান শিরীষের মতো গেছে তার

সকল অঙ্গ ক্ষ'য়ে ॥

—কুসুমায়ুধ

৫৬

বাছা, সে কেয়ার না ক'রে অন্য যুবাদের

যা বলে বলুক লোকে

এদিক ওদিক ঘুরে ফিরে খালি তোমাকেই

খুঁজছে ব্যগ্র চোখে ॥

—গতলজ্জিত

৫৭

বন্দি, ওটা তো অবেলার মেঘে কড়্‌কড়্‌ ক'রে

বাজের আওয়াজ

পতির ধনুষ্টঙ্কার ভেবে পুলকিত হও ?

ভুল আন্দাজ ॥

—মকরন্দ

৫৮

সদ্য সে গেছে প্রবাসে, হয়েছে শুরু

ওদের জাগার পালা

আজকেই গোদাবরী তীরে ব'সে গেছে

গায়ে হলুদের মেলা ॥

—অসদৃশ

৫৯

শ্বশুরবাড়িতে ঘোঁট হয় পাছে, কোনো কথা তাই
বলে না কো, রাখে লুকিয়ে
দেওর বেয়াড়া, স্বামী বদ্‌লোক, শুদ্ধমনা যে
দিনে দিনে যায় শুকিয়ে ॥
— মুগ্ধাধিপ

৬০

প্রিয়কে ভাবলে সে সব দুঃখ
পারে না স্মরণে না এসে
বৃথা কলহে সে মাতলে বরং
সখীরা কাঁদবে, না হেসে ॥
—মুগ্ধাধিপ

৬১

শেষ না ক'রেও সুখ আছে ঢের
হলে সে অন্তরঙ্গ
অন্য পুরুষে সে মজা মেলে না
সেরেও কর্মযজ্ঞ ॥
— মুগ্ধাধিপ

৬২

ঝিনুকে ব্রহ্মসর্পের পুচ্ছাগ্র
থাকে যে রকম জেগে
সেই মতো পাকা আঁটির গায়েতে আমের
অঙ্কুর থাকে লেগে ॥
—ব্রহ্মরাজ

৬৩

পর্দার মতো টাঙানো নিজের জালে
মাকড়সা এক ঝুলছে ঊর্ধ্বপাদে

সূক্ষ্ম সুতোয় বোনা বকুলের মতো
কেউ যেন তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধে ॥
—পালিত

৬৪

পায়রার দল ফোঁপায় কচিৎ
ছাদের কোণায়
শূলের খোঁচায় যেন বিদীর্ণ
দেউল গোঙায় ॥
— প্রবরসেন

৬৫

সে যদি তোমাকে ভালো না বাসবে, তুমি ধবো-ধরো
অঙ্গে কী ক'রে
দুগ্ধপোষ্য মোষের ছানার মতো বুঁদ হয়ে
ঘুমোও অঘোরে ?
—মুখরাজ

৬৬

শীতের দীর্ঘ রাতেও ঘুমোতে
বাধে না তোমার পক্ষে
স্বামী পরবাসে, দিনে নাক ডাকা
ভালো নয় লোকচক্ষে ॥
—কান্তেশ্বর

৬৭

যদি সে আয়েস্বী কাদার ভয়েই কেবল
পা রাখে তোমার পা-য়
কেন ইদানীং তোমার অঙ্গে, সুভগ
থেকে থেকে কাঁটা দেয় ?
—ঋতুরাজ

৬৮

ভোরের আকাশে পূর্ণিমা-চাঁদ
টানে না কো আর পার্বণ এলে
কামনা ফুরোলে ম'রে যায় রস
দিল্‌খুশ হয় পার্বণী পেলে ॥
—কালদীপ

৬৯

পার্বতীর যে কী সৌভাগ্য, জেনেছে সখীরা
পাণিপীড়নের সময়টিতেই
স্বয়ং নিজের হাতে পশুপতি ছুঁড়ে ফেলেছেন
বাসুকি-জড়ানো কঙ্কণ যেই ॥
—অনুরাগ

৭০

বিন্ধ্যশিখরে ধরেছে কালিমা, দেখ
গ্রীষ্মের দাবদাহে
বর্ষার নবজলধর নয় ওটা,
প্রোষিতভর্তৃকা হে ॥
—বদ্ধাবধি ?

৭১

বইতে পারি যা, নিঃশেষে
আমাকে প্রেমের সেই ভার
পিরীত ছুটলে দুঃখ সওয়ার
ক্ষমতা থাকে না সবাকার ॥
—মুগ্ধশীল

৭২

বাজিয়ে দেখবে পাঁচদিন কোনো মেয়ে
বহুবল্লভ পুরুষ নাগালে পেলে

ষষ্ঠদিনেও ঘেঁষবে কি তার কাছে?

মিষ্টি জিনিস গুচ্ছের কেউ গেলে?

—অলক

৭৩

আমার যেসব অঙ্গ লক্ষ্য ক'রে

সে চায় নির্নিমেষে

এমন ক'রে তা ঢাকা দিই আমি যাতে

চোখে তার ওঠে ভেসে॥

— বসন্তক

৭৪

দয়িতের প্রতি রাগে ও দুঃখে

ঈর্ষ্যায় মন ভরে

দেখ, একমুঠো বালি হয়ে সব

ঝুরঝুর ক'রে পড়ে॥

—মুক্তাফল

৭৫

আকাশের বুক থেকে দেখ ঐ নামে

পাখা মেলে দিয়ে শুকপাখি একসার

নভোলক্ষ্মীর গলা থেকে খ'সে-পড়া

পদ্মরাগ ও মরকতে গাঁথা হার॥

৭৬

কষ্ট পাবো না কোনোদিন ভিন্‌দেশে চ'লে গেলে

অথবা পড়লে ফেরে

দুঃখের হবে প্রিয় যদি ঈপ্সিতের জন্যে

আনমনা হয়ে ফেরে॥

৭৭

বনে গুঁড়ি জ্বেলে বাঁচে পথচারী

গাঁয়েতে খড়ের তাপে

নগরে সে কড়া শীতে অনুতাপে
ঠকঠক ক'রে কাঁপে ॥

৭৮

ধরলে অধর মৃদু মাথা নেড়ে চুল ঝাঁকানোর
দৃশ্যটা মনে পড়ে
পরিমললোভী ভ্রমরের দল সে-মুখকমলে
যেন এসে ভিড় করে ॥

৭৯

স্নান প্রসাধনে সতীনেরা মাতে
উৎসবে রেখে মতি
আর্যা নামে না জলে, বোঝা যায়,
সে সৌভাগ্যবতী ॥
—কটিল

৮০

স্নানের সময় হলুদের গুঁড়োগুলো
লেগে গেছে ফাঁকে ফাঁকে
কবরীর জাল সাফ ক'রে কাঁটা দিয়ে
কৃতার্থ করো কাকে ?
—মকরন্দ

৮১

প্রেম ছুটে যায় অদর্শনে তো বটেই
তদুপরি অতিদর্শনেও তা ঘটে
হিংসুটেগুলো কানভারী করে যখন
কখনও আবার এমনিই প্রেম চটে ॥
—স্বামীক

৮২

চোখ ছাড়া হলে মহিলার যায়
বেশি দেখা হলে ইতরের যায়
মূর্খের যায় কানভাঙানিতে
অকারণে যায় খলের বেলায়॥

—স্বামীক

৮৩

আজ উঁচু, কাল পেটে যদি ঠেকে
কপালে দুঃখ আছে
ভেবে ভেবে তাঁর স্তনযুগলের
মুখ কালো হয়ে গেছে॥

—কৃতজ্ঞশীল

৮৪

দেখ সুন্দরী, তোমার জন্যে চাষীর ছেলেটি আজ
হেদিয়ে মরছে খালি
ঈর্ষ্যাকাতর হয়েও স্ত্রী তার উপায় নেই কো ব'লে
নিজে করে দূতিয়ালি॥

—ঈশান

৮৫

হে ভদ্র, তুমি দয়া ক'রে আসো, তাতেও
আমাদের কত সুখ হয়
বিনা শঠতায় দ্বারস্থ হও যাদের
তারা আরো সুখী নিশ্চয়॥

—আদিবরাহ

৮৬

প্রহারোদ্যত আমার একটি হাত
ব্যজন করে সে ফুঁ দিয়ে

হাসতে হাসতে জড়াই কণ্ঠ তার
অন্য হাতটি উঠিয়ে ॥

—পৃথিবী

৮৭

হে অভিমানিনি, ফিরিয়ে নিয়েছ মুখ
প্রিয়কে আসতে দেখে
হৃদয় রেখেছ সমুখে তা বোঝা গেছে
পিঠের পুলক থেকে ॥

—রেবা

৮৮

অনুনয়ে দূর হলে অভিমান
বিজনে বিনয়ভরে
সেই শুধু জানে উপসংহার
টানতে হয় কী ক'রে ॥

—গ্রামকূট

৮৯

রাধিকার চোখে ফুঁ দিয়ে যে এই
ধুলোবালি ঝেড়ে ফেলো
হে কৃষ্ণ, এতে গোপিনীরা ভাবে
তারা হয়ে যায় খেলো ॥

—পোট্টিস

৯০

ইদানীং তুমি করেছ করছ করবে, সুভগ,
অপরাধ যাবতীয়
কোন্‌টা কোন্‌টা করে দেব মাফ, হে নির্লজ্জ,
আমাকে তা ব'লে দিও ॥

—রেবা

৯১

প্রভুত্ব ঢেকে নিজেরা নফর সেজে
　　　যারা সর্বদা মানিনীকে রাখে খুশী
মহিলামহলে তাদেরই কদর বেশি
　　　স্বামী নামধেয় বাদবাকি সব ভূষি ॥

—মাধবী

৯২

সেদিন তো কই অকৃতজ্ঞের মতো
　　　তুমি মধুকর, বেড়াও নি ফুলে ফুলে
ফলভারে অবনত মালতীকে ছেড়ে
　　　আজকে যে বড় চলে যেতে চাও ভুলে ॥

—মাতঙ্গ

৯৩

যাকে চেয়ে দুই চক্ষু চাতক, তাকে
　　　শুধু ক্ষণকাল পাওয়া
সে যেন স্বপ্নে-দেখা-দেওয়া জলে, মামী
　　　তৃষ্ণা মেটাতে চাওয়া ॥

--বজ্র

৯৪

থাকলে সুজন সে দেশের শোভা
　　　সে যদি প্রবাসে যায়
সে দেশের দশা হয় ওপড়ানো
　　　বটবৃক্ষের প্রায় ॥

—হরকুন্ত

৯৫

তক্ষুনি হয় স্মরণযোগ্য
　　　মন থেকে যেই সরে

স্মরণ করার কথা ওঠে, প্রেম
হাতছাড়া হলে পরে ॥
—বাক্‌পতিরাজ

৯৬

তোমার দাঁতের গোল দাগ আজও গালে
গচ্ছিত ক'রে রেখে
বেচারা সে মেয়ে পুলকের বেড়া দিয়ে
চারপাশ দেয় ঢেকে ॥
—স্বামীক

৯৭

দেখেছি আমের মুকুল, শুঁকেছি সুরা
সয়েছি দখিনা মলয়
তার কাজটাই ভারী হলে, মামী
কার কাছে প্রিয় কে হয় ?
—কুন্তক্ষুর

৯৮

সঙ্গমশেষে একপা গিয়েও যখন
সে টানে বক্ষে ফিরে এসে তাড়াতাড়ি
সে-সময়ে ঠিক সে যেন প্রবাসী, আমিও
এমন রমণী স্বামী যার নেই বাড়ি ॥
—মকরন্দ

৯৯

সুখে দুখে সাথী, দেখে মেটে না কো আশ,
সবার মধ্যে ছড়ায় যে সদ্ভাব,
দুঁহু দোঁহাকার হৃদয়ে এমন স্বামী
অনেক পুণ্যে স্ত্রীলোকেরা করে লাভ ॥
—শ্রীশক্তিক

১০০

প্রিয়তম যদি হয় তাহলে সে
দুঃখ দিলেও সুখ
দয়িতের নখে দীর্ণ হলেও
পুলকিত হয় বুক ॥

—শ্রীশক্তিক

১০১

কবিবৎসল প্রমুখ কবির লেখায়
রসিকেরা খুশী বেশ
সাত শো গাথার মধ্যে প্রথম শতক
এইখানে হয় শেষ ॥

—হাল

দ্বিতীয় শতক

১

মদনের বাণে তার অন্তর
ঝাঁঝরা হয়েছে ব'লে
প্রিয়সখীদের উপদেশ ঠাঁই
পায়নি, পড়েছে গ'লে ॥
—মাণ

২

পাড়ভাঙা নীড়ে ব'সে একমনে কাকী
আগ্‌লায় তার ছানা
মরণের ভয় না ক'রে খরস্রোতে
ভেসে যায় একটানা ॥
—মাণ

৩

গোদাবরীতীরে ফুলভারে নত
মহুয়ার গাছ, শোনো
একে একে খালি হবে সব ডাল
থাকবে না ফুল কোনো ॥
—মাণ

৪

কাঁদতে কাঁদতে শেষ মহুয়ার ফুল
কুড়িয়ে নিচ্ছে অসতী
দেখে ফাটে বুক, বন্ধুর চিতা থেকে
তোলে যেন কেউ অস্থি ॥
— সিরিবল

৫

অল্প জলেও ক্ষুরধারা লেগে লেগে

লম্বা কাঠও হ্রাস পায়

এখানে ওখানে ঠেকে ঠেকে, ওগো মন,

তোমারও তো একই দশা প্রায় ॥

—মহাদেব

৬

তুলে নিয়েছিল প্রিয়তম কাল রাতে

তার যে ওষ্ঠরাগ

সপত্নীদের রাঙা চোখে আজ ফোটে

ঈর্ষার সেই দাগ ॥

—দামোদর

৭

চাষীর ছেলের বউ দেখে আছে খাড়া

গোদাতটে গৃহকর্তার বেটা

জলে নামা শুরু ক'রে দেয় তক্ষুনি

অতিকষ্টে সে মাড়িয়ে আঘাটা ॥

—অবিঅকণ

৮

মনে পড়ে তার সুখকেলি, বসেছিল

সে আমার পদপ্রান্তে

পাদাঙ্গুষ্ঠে চুল পাকড়িয়ে ধ'রে

বলেছিল জোরে টানতে ॥

—ভমর

৯

ঐ কুগ্রামে মন্দিরে দেখ কে এক

আগন্তুক এ হিমে

ভালুকের মত তুঁষের আগুন খোঁচায়
আঁচ হয়ে এলে ঢিমে ॥
—কালসীহ

১০
ও পিসিমা, দেখ গাঁয়ের দীঘিতে কে যেন
ক্ষেপে গিয়ে ছুঁড়ে ফেলেছে আকাশ
কোনো পদ্মই তার নিচে চাপা পড়েনি
উড়ে পালায়নি একটিও হাঁস ॥
—মিঅঙ্ক

১১
ভগ্নহৃদয়ে প্রবাসের কথা
কে বলেছে, হায়
বউটি দিয়েছে গা এলিয়ে তার
বিষক্রিয়ায় ॥
—মিঅঙ্ক

১২
যশোদা বলেন, 'গোপাল আমার
এখনও বালক',
গোপীরা নিভৃতে টেপে সহাস্যে
কৃষ্ণকে চোখ ॥
—বিধিবিগ্‌গহ

১৩
স্নেহের মুখটি বদ্‌লায় না কো রং
হেন সজ্জন কম
পুত্রেও পড়ে প্রভাব, দিনকে দিন
ঋণ বাড়ে যে রকম ॥
—ইন্দ

১৪

সখীদের গালে কৃষ্ণের মুখ

প্রতিবিম্বিত দেখে

যেন নাচে ম'জে চতুর গোপিনী

চুম্বন দেয় এঁকে ॥

—গুবর

১৫

গিরিনিতম্বে লগ্ন মেঘেরা

দিগ্‌দিগন্তে নিজেদের মেলে

দেখে মনে হয় বিন্ধ্যপাহাড়

নিজের গা থেকে ছাল তুলে ফেলে ॥

—কমল

১৬

পাহাড়চূড়ায় আসীন ধনুর্ধারী

পুলিন্দদের চোখে

নবমেঘ যেন হাতির পালের মতো

ছেঁকে ধরে বিন্ধ্যকে ॥

—হালিক

১৭

সাদা সাদা মেঘ ঢাকে বিন্ধ্যের

দগ্ধ বনের মসিকালো রং

ক্ষীরসমুদ্রমন্থনে ওঠা

দুধে-ধোয়া যেন বিষ্ণু স্বয়ং ॥

—হাল

১৮

হত বান্ধব, বিমর্ষ বন্দিনী

নেকনজরে সে দেখে

চোর-যুবা বীর, গুণের প্রতি কি কেউ
শত্রুর ভাব রাখে ?

—হাল

১৯

আজ কিছুদিন যাবৎ ব্যাধের বউ
রূপযৌবনে মত্ত হয়ে কী করে
ধনুক চাঁছার ছল ক'রে কোনোমতে
সোহাগ বিলোতে রাস্তায় নেমে পড়ে ॥

—হাল

২০

ব্যাধের বউয়ের বাড়ির উঠোন থেকে
সৌভাগ্যের ধ্বজাপতাকার মতো
দেখ, ধনুকের গা থেকে চটানো আঁশ
ঘূর্ণি হাওয়ায় উড়ছে ইতস্তত ॥

—গন্ধরাঅ

২১

মা-র বাড়ি থেকে ফেরবার পথে ব্যাধের বউয়ের
করমচা-বনে চোখ পড়ে যেই
ডালে গাল-ঘষা পাগলা হাতির দাগ দেখে ধরে
স্বামী তার আর ইহলোকে নেই ॥

—গন্ধরাঅ

২২

নববধূপ্রেমে হীনবল, তবু যাতে
প্রথমাও রাখে মনে
তার কাজ-করা ভারী ধনুকটি ব্যাধ
টেনে নিয়ে যায় বনে ॥

—কণ্ণউত্ত

২৩

'কাজ কী, আমার স্বামীর কথায়'—

যে কালো মেয়েটি বলত প্রায়শ

সে নাকি বিয়োতে যাচ্ছে প্রথম,

শুনে লোক করে উচ্চ হাস্য ॥

—অনুরাঅ

২৪

মামী, বুঝি প্রেম ব'লে কিছু নেই

মনুষ্যলোকে ছলব্যতিরেকে

না হলে কি কারো বিরহ থাকত

বিরহে পুড়ত কেউ বেঁচে থেকে?

—রাম

২৫

সেই মুহূর্তে মনে হল তাকে দেখে

নগ্ন অনাবৃত

কী আশ্চর্য নিধি, কী অমরাবতী,

সাক্ষাৎ অমৃত ॥

—রাম

২৬

সে তোমার, তুমি আমার মনের মানুষ

আমাতে তোমার, তোমাতে বিরাগ তার যে

শোনো হে বালক, খুলে বলা ভালো তোমাকে

রকমারি ঢং রয়েছে প্রেমের রাজ্যে ॥

—উজ্জ

২৭

আমি যা লাজুক, প্রেমে ও যা গায়ে-পড়া—

সখীরাও সব স্যায়না

উঠেই তো যাবে, এই ভেবে ওরা পায়ে
আলতা পরিয়ে দেয় না ॥

২৮

চৈত্রের হাওয়া পিটেছে সজোরে মৌমাছিদের
তার ঝঙ্কারে ভরে সারা বন
গোপিনী গাইছে আখরযুক্ত বিরহের পদ
শুনে যাতে ভোলে পথিকের মন ॥

—সালিক

২৯

মানিনীর ঝাঁঝ বাড়তে বাড়তে
হল এত বেশি
ক্ষ্যামা দিয়ে প্রিয় একই গাঁয়ে থেকে
হয় পরবাসী ॥

—সালিক

৩০

সূর্যের আলো থাকতে থাকতে
পাকড়িয়ে ধ'রে
নারাজ স্বামীর পা ধুইয়ে দেয়
হাসাহাসি ক'রে ॥

—হাল

৩১

আর কারো নামে আমাকে সে যদি ডাকেই
ডাকুক না, সখি, আমারই বা তাতে কী ক্ষতি ?
অন্য কোথাও প্রেমে ঠায় বাঁধা পড়ুক
ওকে যেন কিছু ব'লো না, আমার মিনতি ॥

—কুসুমরাঅ

৩২

চক্ষে যে রূপ, অঙ্গে যে ছোঁয়া

কর্ণকুহরে থেকে গেছে যত কথা

হৃদয়ে নিহিত হৃদয় যে তার

দৈব কি পারে কেড়ে নিতে কখনও তা ॥

—বসুংহগতি

৩৩

একা শয্যায় চোখ যেই বোঁজে

প্রিয় তার মনে আসে

শিথিল বলয়ে বাঁধে সে তখন

নিজেকেই বাহুপাশে ॥

৩৪

সারা দিন গেছে খেটে বাড়ি বাড়ি

পরের বেগার

এ পোড়া শরীরে দীর্ঘ জীবনে

অশেষ খোয়াব ॥

—বিক্কমরাঅ

৩৫

দুষ্টু লোককে পুষে রেখে যদি

তেল দাও খালি

সল্‌তের মত অচিরে ঘরটা

সে করবে কালি ॥

—কিত্তিবাঅ

৩৬

কারো কোনো ভোগে লাগে না কখনও

টাকা করলেও কৃপণ

গ্রীষ্মের ঠা-ঠা রোদে পথিকের
নিজের ছায়াটি যেমন ॥
—কুন্দপুত্ত

৩৭

হে বাঁ-চোখ, নেচে উঠেছ যখন
দেরি নেই আর তার আসবার
ডান চোখ বুঁজে তোমাকে দিয়েই
হবে আমাদের সাক্ষাৎকার ॥
—সত্তিহন্থি

৩৮

মেয়েটি তোমাকে বাড়ি বাড়ি খোঁজে
কুকুরবহুল গাঁয়
ভয় হয় তাকে শালিকের মত
ফাঁসিয়ে কেউ না খায় ॥
—দেবরাঅ

৩৯

তার এত টান অন্য ফুলের
রসের ওপর
নীরস কুসুম দায়ী সে জন্যে,
নয় কো ভ্রমর ॥
—অনুরাঅ

৪০

রাস্তায় পেতে আঁখিপদ্মের পাতা
তোমার অপেক্ষাতে
মঙ্গলকলসের মতো স্তনদুটি
রেখেছে সে ঝনকাঠে ॥
—হাল

৪১

যতদূর কাঁদা যায় সে কেঁদেছে

অতিশয় ক্ষীণ তনু ওর

ফেলেছে অভাগী খালি নিশ্বাস

যতটুকু তার ছিল জোর।

—বেরসত্তি

৪২

সুখে ও দুঃখে একইভাবে বেড়ে উঠে

প্রেমে দোঁহে বাঁধা পড়ে

জোড় ভেঙে গিয়ে একের মৃত্যু হলে

যে বাঁচে সেও যে মরে॥

— বড্ঢরঙ্ক

৪৩

রাখো প্রস্থানকলসের মুখে

আমের মুকুল, নব পল্লব

চোখ মুছে দেখ, যাত্রাভঙ্গ

করেছে তোমার প্রাণবল্লভ॥

—বড্ঢরঙ্ক

৪৪

সখীরা আমার মনের মধ্যে রাগ

ভরেছিল এক ফাঁকে

প্রিয় এলে পরে চোরা-কামুক কি আর

তিলেক সেখানে থাকে?

—বালাইচ্চ

৪৫

কুসুমফুল কি লেগেছে লো স্তনে?

শুনে বোকা-বউ সখীদের জেরা

ওঠাতে চাইলে নখের আঁচড়

খিল খিল ক'রে হাসে অন্তেরা ॥

—বালাইচ্চ

৪৬

আমার ওপর তোমায় বিরাগ

দেখেও না দেখে. না ক'রে কেয়ার

ও-আড়চোখের চাহনি তোমার

উপ্‌ড়িয়ে ফেলে হৃদয় আমার ॥

—বিজঅগই

৪৭

তুমি প্রিয় নও যাদের, হে বহুবল্লভ

জগতে তারাই সুখী হে

দীর্ঘশ্বাস ফেলে না, কাঁদে না তারা খুব,

বিরহে যায় না শুকিয়ে ॥

—হাল

৪৮

নামে ঘুরে ঘুরে ঘুরে ঢুলু ঢুলু

বাঁকা আধো আঁখি-তারকার আলো

চাঁদবদনীর আড়চোখে চাওয়া

তা দেখে মদন নিজেকে হারালো ॥

—হাল

৪৯

জীবনটা গেল দুঃখকণ্টকিত

প্রেমডোরে বাঁধা প'ড়ে

হে পোড়া হৃদয়, নিজেকে কোথাও আর

বেঁধো না নতুন ক'রে ॥

—অবণ্ণাঅ

৫০

যুবতী যখন পীনপয়োধর উঁচিয়ে

নখের নতুন ক্ষত দেখে একদৃষ্টে

পুজো করে নিজে নয়নোৎপল-প্রতিমা

যা প্রতিফলিত হয় তার স্তনপৃষ্ঠে ॥

—কেসবরাঅ

৫১

সূর্যের প্রতিবিম্বে চাঁদের নিষ্কলঙ্ক তনু

দেখ, কি রকম লাগসই

যাঁর বক্ষের কৌস্তভে মুখ দেখেন লক্ষ্মী, তাঁকে

নমো হে, নমস্তস্মৈ ॥

—ণিকলঙ্ক

৫২

প্রতিপক্ষকে তুষ্ট না ক'রে, বরং

করো হে প্রসাদপ্রার্থী প্রিয়কে তোয়াজ

পাল্লায় ভার কমবে বেজায়, কন্যা!

যদি খুব বেশি চড়াও তোমার মেজাজ ॥

—মাঅঙ্ক

৫৩

যেন দুঃসহ বিরহ-করাতে

আছড়িয়ে পড়ে দীর্ণ হৃদয়

চোখের কাজলকালো অশ্রুকে

কাঠুরের মাপসুতো মনে হয় ॥

—সাহিল্ল

৫৪

হঠকারী হয়ে দিও না, বৎস

হৃদয় খবরদার

ওখানে হৃদয় একবার দিলে

ফেরত পাবে না আর ॥

—সাহিল্ল

৫৫

হলে নিবৃত্তি তবুও বোঝে না বধু

হয়েছে সুরতাবসান

এরপর বুঝি আরও কিছু আছে ভেবে

সে থাকে অপেক্ষমাণ ॥

—সদ্দুণকলস

৫৬

বারবধূদের ছলনায় গড়া যে প্রেম

অবাধে সবার জন্য

যাতে মিটে যায় রতিসুখরসতৃষ্ণা

সেই প্রেম হোক ধন্য ॥

—হাল

৫৭

হেসে শুধাচ্ছ, 'কেন হলে এত কৃশ ?'

কারণ, তুমি তো পাওনি দুঃখশোক

সেদিন বলব যেদিন তোমার মন

কেড়ে নেবে কোনো চপলচিত্ত লোক ॥

৫৮

সখীদের কথা গ্রাহ্য না ক'রে

রমণ করেছ যেভাবে আমায়

তাতে এত সুখ ভাবিনি কখনও

আমার এখন প্রাণ রাখা দায় ॥

—দেব

৫৯

রাত্রে মহুয়া কুড়োতে দেয় না স্বামী

মাগো, ঈর্ষ্যার বশে

ও আবার বড় বেশি সাদাসিধে ব'লে

সারা বন একা চষে ॥

—অরিকেসরি

৬০

অর্ধেক শাড়ি টেনেটুনে ঐভাবে

ছুটো না শশব্যস্তে

স্তনভারে পাছে মাজা ভাঙে, সাবধানে

পা ফেলো আস্তে আস্তে ॥

—গুণদ্ধ

৬১

উর্ধ্বে নজর পথিকের, খায় আঙুলে একটু ক'রে

নেই তার কোনো তাড়া

জলসত্রের পালিকাও সরু ক'রে আনে সেইমত

ক্রমশ জলের ধারা ॥

—ভাড্ডক

৬২

ভিখারী হাঁ করে নাভিমণ্ডল দেখে

গৃহিণীও দেখে চাঁদমুখ তার

কাকেরা সমানে সেই ফাঁকে নেয় লুটে

দানপাত্র ও ভিক্ষার ভাঁড় ॥

—সসিরাঅ

৬৩

যাকে ছাড়া বাঁচা যায় না সে দোষী হলেও

অবশ্য বরণীয়

শহরগঞ্জ দগ্ধ করে যে আগুন
বলো সে কার না প্রিয় ?
—রোহান

৬৪
কার দিকে চোবা চাহনিতে চাই আমি
কাকে বলি সুখদুঃখের কথা
নরাধমে ভরা এ হতচ্ছাড়া গ্রামে
কার সঙ্গে যে করি রসিকতা ?
—মেহণাঅ

৬৫
কার্পাস ক্ষেতে হলকর্ষণ
লাঙলে মাখাবে সে তেলসিঁদুর
পেটের কথায় হাত কেঁপে ওঠে
করে অসতীর বুক দুরদুর ॥
—কহিল

৬৬
পথিকেরা ছিঁড়ে মাটি করে পাছে
ছায়াঢাকা বটতলা
অসতীরা দেয় গোপনে মাগিয়ে
পাতায় পিটুলিগোলা ॥
--অহরাঅ

৬৭
নদীতীরস্থ বরমচাডাল ভেঙে
যদি স্বর্গের সিঁড়ি বানাও হে,
ধার্মিক, তবে পা দুটো তোমার আজো
মাটি ছুঁয়ে আছে, বলো, কোন্ মোহে ?
—হাল

৬৮

দেখা তো পরের কথা, প্রেয়সীর
সেই দুর্লভ মনোরম মুখ
দূরে তার গ্রামক্ষেত্রের সীমা
দেখামাত্রই হয় মহাসুখ ॥

৬৯

দুঃখে বেচারা মাঠ থেকে আর
ফেরে না একলা ঘরে
ফিরে কী করবে, মৃত প্রিয় বধূ
সারা বাড়ি খাঁ খাঁ করে ॥

—পুণ্ডরীঅ

৭০

ঝড়ে-খসা চাল, বৃষ্টির জল
ঘরে ঢোকে সেই ফাঁকে
স্বামীর ফেরার লেখা তারিখ সে
হাত চাপা দিয়ে রাখে ॥

—জঅসেণ

৭১

গোদাবরীতীরে এক মর্কট
খেয়ে ফেলে রাইসর্ষের শাক
পেট চাপড়িয়ে দাপাদাপি করে
'খোক্‌খ' আওয়াজে করে হাঁকডাক।

—ণরবাহণ

৭২

মৃত বলদের বৃহৎ ঘণ্টাদড়ি
বয়ে বেড়ানোর পরে
গৃহস্থ শেষে আরো কয়েকশো এনে
বাঁধে চণ্ডীর ঘরে ॥

৭৩

সতীনদের কী সাজ আহামরি

গজমোতি সারা অঙ্গে

ব্যাধের বউটি বেড়ায় গর্বে

শুধুই ময়ূর পঙ্খে ॥

—পোট্টিস

৭৪

আড়চোখে চায়, কথা কয় ঠারেঠোরে

কোমর ঘুরিয়ে চলে

হাসে মুচকিয়ে, তার প্রিয় হয়, বাছা

লোকে পুণ্যের বলে ॥

—বপ্পসাসি

৭৫

ধার্মিক, তুমি চ'লে যাও চোখ বুঁজে

নদীতীরে ভয়ানক ঝোপঝাড়

এইতো আজকে ডাকাবুকো সিংহটা

সেই কুকুরের মট্‌কেছে ঘাড় ॥

৭৬

হাওয়া লেগে তার চোখে এসে পড়ে

কানের পদ্মফুলের পরাগ

কে তুমি দেবতা ফুঁ দেওয়ার নামে

চুম্বনে মোটে নও বীতরাগ ?

—পালিত

৭৭

সখি হে, আমার কণ্ঠের মূলে

সব ছেড়ে ঐ কদম ফুলটি

উঠেছে এখন মদনের হাতে

দেখি ধনুকের বদলে গুলতি ॥

—অম্বুলক্ষ্মী

৭৮

আমি দূতী নই, তুমি নও ওর প্রিয়

আমাদের কিছু নেই কো করার

এ ব্যাপারে তবু বলি ধর্মত

ও মরলে হবে অযশ তোমার ॥

—অম্বুলক্ষ্মী

৭৯

তার মুখ থেকে তোমার শ্রীমুখ

তোমার শ্রীমুখ থেকে এসে ধরে পা আমার

সমানে কেবল হাত বদলায়

তিলক নামের বস্তুটি অতি নচ্ছার ॥

—হাল

৮০

চাষীর ছেলের কানে গোঁজা জামপাতা

যেই দেখা গেল

কটাক্ষ-হানা শ্যামাঙ্গিনীর মুখ

তক্ষুনি কালো ॥

৮১

তোমার বলার গুণে দেখ, দূতী

কটুবাক্যও শোনায় মধুর

তুমি বোঝালে সে হবে না আদৌ

নখের আঁচড় দেখে পাণ্ডুর ॥

—অহবসন্তি

৮২

হাজার মহিলা মনে ধরো তুমি

করো ওকে অবহেলা

শুকিয়ে যায় সে, সমস্ত কাজ

প'ড়ে থাকে সারা বেলা ॥

—হাল

৮৩

গুপ্তপাপের ভয়ের মতন

মনের মধ্যে

চেপে ব'সে থেকে কেবলি আমায়

সে মারে দগ্ধে ॥

—হাল

৮৪

রাগ তো করিনি, তোষামোদ ছেড়ে, বোকা

বুকের মধ্যে টানো

রাগ করা মানে তোমাকে দুঃখ দেওয়া

তা আমি করব কেন ?

—মিঅঙ্ক

৮৫

দীর্ঘশ্বাস দগ্ধায় যত

অশ্রুও জলে ভেজায় তত

তুমি নেই, সাধে প্রিয়ার অধর

এইভাবে শ্যাম-শবল ব্রত ॥

৮৬

শরতে দেখবে বড় বড় হ্রদ

ভেতরে ঠাণ্ডা, ওপরে গরম.

যাঁরা সজ্জন তাঁদেরও হৃদয়

ক্রোধ হলে হয় একই রকম ॥

—বিগ্‌গহরাজ

৮৭

কী করি, কী বলি, কী হবে সে এসে গেলে

ভেবে ভেবে ছাড়ে নাড়ি

গোড়ায় যখন শুরু করে সাহসিকা

এ কথা তখনকারই ॥

৮৮

সে বলে, দয়িত পড়েছিল এসে

পায়েতে সটান

নূপুরে জড়ানো তার চুল তুলে

ভুলি অভিমান ॥

—অণঙ্গ

৮৯

গোদাবরী নদীতীরে যতটুকু

তোমার অঙ্গরাগ প'ড়ে থাকে

জাম-রস দিয়ে স্নান-করা সেই

সুন্দরী নাকি তার গায়ে মাখে ॥

৯০

সে চ'লে যেতেই উঠোন, দেউল,

রাস্তার মুখ

খাঁ খাঁ করে সব, ফাঁকা আমাদেরও

সকলের বুক ॥

—অমিত্র

৯১

যে নিরক্ষর লোকে তাকে নিয়ে

ধন্য ধন্য করে

স্যাকরার তুলাদণ্ডে যেমন
নিরক্ষরাই* চড়ে ॥
—পাবচ্ছীল

৯২

আরক্ত গাল, স্ফুরিত অধর
ক্ষীণ অস্ফুট স্বরে
'ছুঁয়ো না আমাকে' ব'লে স'রে যাওয়া
প্রেয়সীকে মনে পড়ে ॥

৯৩

গোদাবরীতীরে পা পিছলানোর ছলে
যেই সে উল্টে পড়ে
করুণাবশত প্রিয় নির্দোষভাবে
বাঁধে তাকে বাহুডোরে ॥

৯৪

কবে স্বহস্তে দিয়েছিলে তুমি তাকে
আজো ভোলে নি সে বালা
হাঘরে নগরলক্ষ্মীর মতো রাখে
গন্ধ-ফুরানো মালা ॥

৯৫

রাগতে পারি না, যখন শিষ্ট
আবরণ তার খসে
ধার-করা যেন এই দেহ, মাগো
থাকে না আমার বশে ॥
—পাবচ্ছীল

---

* নিরক্ষ=এক অক্ষও (১ অক্ষ=১৬ মাসা) নয়।

৯৬

ক'রো না বারণ, ঘুম্বু-সই ও যে করে
মেদ কমানোর গরজে
লঘু নিতম্বে পুরুষের স্থান নিলে
ক্লান্ত হবে না সহজে ॥

—বচ্ছ

৯৭

গাঁ-ময় যুবক, কাল মধুমাস,
স্বামী অথর্ব, বয়েসটাও তো কাঁচা
জরানো মদ্য, স্বাবলম্বী যে
সম্ভব তার অসতী না হয়ে বাঁচা ?

—হাল

৯৮

কানে শোনেন না জানিয়ে ভদ্রমহিলা
ঘ্যানঘ্যান ক'রে ব'লে যান একই কথা
'আমি নিজে হাতে পৌঁছে দিয়েছি খবর'
বলতে বলতে হয়ে গেল মুখব্যথা ॥

—সুরহিবংস

৯৯

প্রকাশ্যে ভাব-ভালবাসাভরা চক্ষে
দেখে সে যেমন তোমায়
অন্য জনকে দেখে সে এমন কেতায়
যাতে ধরা প'ড়ে না যায় ॥

—মণিরাঅ

১০০

বউ হেসে 'এই দেখ' ব'লে দেয়
পেয়ারা স্বামীর হাতে
পুত্রের সবে ওঠা একজোড়া
দুধে-দাঁত আঁকা তাতে ॥

—হরিতঅ

১০১

কবিবৎসল প্রমুখের লেখা
রসিকের মনোমত
মোট সাতশোটি গাথার মধ্যে
পুরো হল দুই শত ॥

তৃতীয় শতক

১

যে যাই বলুক, বিচারে আপন
হৃদয়ের নেই জুড়ি
সেই স্নেহ আর নেই, থাকলে তো
নেড়ে দিতে ধুড়ধূড়ি ॥

—বাহব

২

যে দুষ্প্রাপ্য তার পশ্চাতে ধেয়ে
আকাশমার্গে উড্ডীন
নিজস্ব চালে, হে হৃদয় ! যেন ভেঙে
প'ড়ো না মাটিতে একদিন ॥

—পবরসেণ

৩

তেমন গুণের নই আমি, অথবা সে
বোঝে না কী গুণ যে কার
আমি নির্গুণ হয়তো, অথবা যে তার
সে বহু গুণের আধার ॥

—চন্দহথি

৪

বিদীর্ণপ্রায় হৃদয় আমার কোন্ প্রাণে, মামী
তাঁকে করি নিবেদন
দর্পণে প্রতিবিম্বের মতো দুঃখ আমার
ছোঁবে না কো তার মন ॥

—রাঅবগ্‌গ

৫

প্রবাসীর বউ বালা-পরা হাতে

ধ'রে থাকে যদি ভাত একদলা

ফাঁদে পা দেবার ভয়ে কোনো কাক

সেখানে কিছুতে বাড়াবে না গলা ॥

—ভোজক

৬

সখীদের ভয় পাছে বিরহের

দিন যায় তার ঘুচে

দেয়ালের গায় দু-তিনটে দাগ

চুপিসাড়ে দেয় মুছে ॥

—পুন্নভোজঅ

৭

ষোলআনা গোল ক'রেও যখন

হয় না কো ঠিক তোমার মুখের মতো

চাঁদকে তখন কেটেছেঁটে বিধি

বদলে দেখেন প্রত্যহ অংশত ॥

—রাঃহখি

৮

প্রথম দিনেই গোনা শুরু ক'রে

দেয়ালে সে লেখে :

'নেই আজ থেকে' 'নেই আজ থেকে'

'নেই আজ থেকে।'

—পবরসেণ

৯

প্রথম দিনেই সঙ্গমসুখ

মিলেছে তোমাকে পেয়ে

পরে মন ভ'রে গিয়েছে তোমার
কমল আননে চেয়ে ॥
—ভানুমতি

১০
এগিয়ে পিছিয়ে ঘুরে ফিরে প্রিয়
আমাদের দিকে যে চাহনি হানে
যার কাছে যাই মনে হোক, মরি
আমরা কিন্তু মদনের বাণে ॥
—বাহবরাজ

১১
তোমার জঘনে উঠে কেলিসুখ কী যে
কে আর সে খোঁজ রাখে ?
অগ্নি-বরুণ, এর মাহাত্ম্য শুধু
কনকসূত্রে থাকে ॥
—বাহবরাজ

১২
কী আশ্চর্য, যার যা রয়েছে সম্বল, সে তো
তা থেকে দেবেই
সতীনদের যে দাও অকাতরে, সে দুর্ভাগ্য
তোমার তো নেই ॥
—বাহবরাজ

১৩
চাঁদের সদৃশ মুখ তার, আর মুখরস
সেও অমৃতের মতন
খোঁপা ধ'রে তাকে আবেগে চকিতে চুম্বন
আহা, সে না জানি কেমন ॥
—বাহবরাজ

১৪

যে পুরুষ ফলোদয়ের ক্ষেত্রে
　　　গুণাগুণে খুব বেশি জোর দেয়
মন্দটা বেশি ধ'রে ধ'রে দেখে
　　　তার সব কাজ মাঠে মারা যায় ॥

—মাণইন্দ

১৫

হে বালক, জেনো, তোমার চেয়েও
　　　জীবন আমার কাছে বেশি দামী
তোমার বিহনে বাঁচব না ব'লে
　　　তুমি প্রসন্ন হও, চাই আমি ॥

—হাল

১৬

সে পর্যন্ত বিশ্বাস রেখো
　　　যখন দেখবে অশ্রু তোমার
আমার পিঠের ওপর পুলক
　　　আগের মতন ফোটায় না আর ॥

—পবরসেণ

১৭

বন্ধু তাকেই ক'রো, যে হঠাৎ কোথাও
　　　কখনও বিপদ ঘনালে
মুখ ফেরাবে না, আঁকা ছবি ক'রে নিজেকে
　　　সেঁটে রাখবে না দেয়ালে ॥

—পালিত

১৮

নদী-নিকুঞ্জে প্রথম যখন বধূর
　　　সতীত্ব যায় চ'লে

উড়তে উড়তে পাখিরা ডানার ঝাপটে
হা-হা রব যেন তোলে ॥
—অঙ্করাজ

১৯
কিছুই অসম্ভব নয়, এটা ঠিক
আজ এই মধুমাসে, হে বৎস
নয় কুরুবক ফুলের গন্ধ ওর
অসতী হওয়ার মূলে অবশ্য ॥
—দেবরাজ

২০
তুমি পাশ দিয়ে গেলে সে, বৎস
পিঞ্জরে থাকা পাখির মতন
বেড়ার প্রতিটি ফাঁকে মুখ রেখে
মেলে ধরে তার চটুল নয়ন ॥
—অরিকেসরি

২১
এত ক'রেও সে না যদি তোমার দেখা পেয়ে থাকে
তার আর কিছু ছিল না কো করবার
পাদাঙ্গুষ্ঠে দিয়ে দুঃসহ শরীরের ভর
বেড়ার গায়ে সে রেখেছিল স্তনভার ॥
—বম্হচাবি

২২
প্রবাসীর বউ সাঁঝবাতি দেয়
ঘাড় নিচু ক'রে ভরসন্ধ্যায়
প্রিয়াকে স্মরণ ক'রে পাছে তার
চোখে অশ্রুর ধারা বয়ে যায় ॥
—বম্হচারি

২৩

হে বৎস, তুমি চলে যেতে তার

সর্ব অঙ্গ গিয়েছিল ঘুরে

অশ্রুর ধারাপাতের চিহ্ন

দেখা গেল তার সারা পিঠ জুড়ে ॥

—হাল

২৪

কু নয়, সু নয়—আমাদের চাই বরং যারা

মাঝখানে থাকে

প্রকাশ্যে খল জ্বালায়, সুজন আড়ালে থেকে

বাঁধে সাত পাকে ॥

—হাল

২৫

আড়চোখে তাকে না দেখে বরং স্বাভাবিক

ভাবে চাও তার প্রতি

তাতে তাকে ভালো দেখতেও পাবে, তোমাকেও

দেখাবে সরলমতি ॥

—মকরন্দ

২৬

দিনে গোঁজ হয়ে থেকে সন্ধ্যায়

ঘরকন্নার পরে

সখেদে আমার পায়ের কাছে সে

এসে শুত, মনে পড়ে ॥

—বিচ্ছম

২৭

মদের ভাটিতে যে আগুন জ্বলে

হোমকুণ্ডেও স্থিতি তার

পুরুষ পড়লে বিষম দশায়

তাকে ক'রো নাকো পরিহার ॥

—হাল

২৮

তোমার স্ত্রী সতী কী হেতু, সুভগ

আমরা অসতী, কী কারণ তার?

তোমার তুল্য ফুটন্ত বীজ

এ যুবসমাজে খুঁজে পাওয়া ভার ॥

—অণুলচ্ছী

২৯

পুড়ে গেছে বটে গ্রামদাহে সব

মন তবু গেছে ভ'রে

ঘড়া ঘড়া জল বয়েছি দুজনে

হাত ধরাধরি ক'রে ॥

—ভৈচ্ছুল

৩০

ডালহীন নিষ্পত্র কুঞ্জ

থাকে বটে জঙ্গলে

দাতা ও রসিক যেন দরিদ্র

হয় না কো তাই ব'লে ॥

—অসমসাহ

৩১

পুরুষের যে কী কপালের গুণ এবং অনারীসুলভ

আমার কী সাহসিকতা

ভরা গোদাবরী, রাত ও মধ্যরাত্রি বর্ষাকালের

ওরা সব জানে সে কথা ॥

—মকরধ্বজ

৩২

বাগানে গাছের গুঁড়ি প'ড়ে আছে
বন্ধুরা গেছে ছেড়ে
প্রেম নির্মূল, আমাদেরও দেখ
বয়েস গিয়েছে বেড়ে।

—নিরুবম

৩৩

বুড়ী মেয়েদের স্তনে নিতম্বে জঘনে
নখের আঁচড়ে
মনে হয় যেন মদনদেবের ভিটেয়
আজ ঘুঘু চরে ॥

—সচ্চসেন

৩৪

যে অঙ্গে যার চোখ পড়ে গেছে প্রথমে
সে বাঁধা পড়েছে সেখানেই
ফলে, তার সর্বাঙ্গ কেমন সেকথা
একজনও কারো জানা নেই ॥

—অন্তরাঅ

৩৫

সঙ্গমে যেন অমৃতকেও সে ছাড়ায়
বিরহে বিষম বিষ সে
প্রিয়াকে বিধি কি সমানে এ দুইযে সৃজন
করেছেন এই বিশ্বে ?

—হাল

৩৬

প্রেমের বাঁধন শক্ত হলেও অদর্শনে
একদা হারায়

এক গণ্ডূষ জল হাত থেকে যেমন, বাছা
গ'লে প'ড়ে যায় ॥

—বহুবস

৩৭

বিছে কামড়েছে ব'লে তাকে তার ধূর্ত সখীরা
স্বামীর সামনে চ্যাংদোলা ক'রে
নিয়ে যাচ্ছিল যে সময়ে রাজ-বৈদ্যের কাছে
মেয়েটি সমানে দুই হাত ছোঁড়ে ॥

—মল্লসেন

৩৮

বলদ কেনার জন্যে মূর্খ মাঘের শীতেও
আলোয়ান বেচে
নির্ধূম তুষানলের মতন শ্যামলীর স্তন
মনে মনে যাচে ॥

—হাল

৩৯

সত্যি বলতে, মরতে চলেছি তবু
আজও প'ড়ে আছে মন
তাপ্তীনদীর পূতপবিত্র তটে
যেখানে কুঞ্জবন ॥

—বিঅড্ঢ

৪০

মা সকল, যেন ফুলের মাল্‌সা অন্ধের হাতে
আমার স্বামীকে সেইভাবে লুট করে
আমাকে ঈর্ষ্যা ক'রে থাকে ওরা ততটাই যেন
ওদের লাঙুল সাপ হয়ে ফণা ধরে ॥

—অণুরাজ

৪১

পাবে ব'লে যা সে আশাও করেনি

দেখ সে তন্বী হালিকের মেয়ে

মাটিতে পড়ে না পা তার গর্বে

নবরঙা সেই বসনটি পেয়ে ॥

—মউহ

৪২

কম লোকই জানে কী কথা তুললে

কোথায় বা কোন্ সময়

নিন্দার ছলে প্রিয়প্রসঙ্গ

জুড়ায় পরের হৃদয় ॥

৪৩

প্রভুর ধমক, শক্তের ক্ষমা,

প্রেয়সীর মান,

জ্ঞানীর ভাষণ, মূঢ়ের মৌন

যার যথা স্থান ॥

—সুন্দর

৪৪

স্বস্তিও শেষ করতে পারি না, সখি

তাকে আমি প্রেমপত্র লিখি কী ক'রে

ঘেমে নেয়ে উঠি, থরথর ক'রে কাঁপি

হাত থেকে, হায়, লেখনীও যায় প'ড়ে ॥

—অন্ধ

৪৫

দৈব বিমুখ হলে একবার

যা করবে তাই মাটি

বালি দিয়ে রোখা যাবে না, যতই
বাঁধ হোক পরিপাটি ॥

—অন্ধ

৪৬

সেই কটু জল খায় যুবকটি যে-স্রোতে
হলুদে গা ধুই আমি
গণ্ডূষে পান করে সে আমার হৃদয়
মিছে রাগ করি, মামী ॥

—বোলদেঅ

৪৭

যৌবন গেলে ফেরে নাকো আর
জীবনটাও তো শাশ্বত নয়
দিনের সঙ্গে দিনের তফাত
তবু কেন লোকে নিষ্ঠুর হয় ?

—হাল

৪৮

দুষ্টের উৎপাদিত দ্রব্যে শুধু
দুষ্টেরই ভাগ থাকে
গাছে নিমফল পাকা টসটসে হলে
তা খায় কেবল কাকে ॥

—পালিত

৪৯

আজকে রাতের আঁধারে যাবে সে
প্রেমাস্পদের ঘরে
বাড়িতে আর্যা চোখ বুঁজে তাই
হাঁটা অভ্যেস করে ॥

—সুচরিঅ

৫০

সুজন চটে না, চটলেও মন চায় না করতে
　　অপ্রিয় কোনো কাজ
মনে মনে যদি চায় তবুও সে বলে নাকো মুখে
　　বলতেও পায় লাজ ॥

—অর্জুন

৫১

হাতে যদি থাকে তবে তো পয়সা
　　বিপদে সতত যে পাশে থাকে সে মিত্র
গুণ যদি থাকে তবে থাকে রূপ
　　ধর্মেই থাকে প্রজ্ঞার অস্তিত্ব ॥

৫২

টানা চোখ, চাঁদ-মুখ, ছিপছিপে, চাঁদের বরণ
　　তোমার বিরহে
কাটে না সময়, চার প্রহরের রাত হয়ে যায়
　　শত প্রহর হে ॥

—গগ্‌গরাথ

৫৩

যে পর্যন্ত মুখে থাকে কিছু
　　খলের মধুর বচন
নইলে দুমুখো বিরস বেঢপ
　　ঠিক মুরজের* মতন ॥

৫৪

পুত্রবধুর চোখের তারাটি চকিতে
　　ঈষৎ হেলতে দেখে

* মুরজ—দুমুখো পাখোয়াজ। মুখে ময়দার আঠা থাকলে মিষ্টি আওয়াজ বেরোয়।

গৃহকর্তার বারণ ঠেলেও পথিক

অলিন্দে যায় থেকে ॥

—সুন্দঅ

৫৫

পাহাড়ের মতো উঁচু মাথাটিও

দু-দুটি ক্ষেত্রে ধুলোয় গড়ায়—

কাজ না চুকিয়ে বেশি তড়পালে,

কাজ সেবে বেশি করলে বড়াই ॥

—গোবিন্দসামি

৫৬

যেন মঙ্গলকলসেব আধো জাগা

কমল আননে, মেয়ে

দুয়োবে দাঁড়িয়ে স্তনযুগ খাড়া ক'বে

কার দিকে আছো চেয়ে ?

—পালিত

৫৭

বেড়ার ফুটোয় মুখ বার ক'বে ভেরেণ্ডাপাতা

হাতছানি দিয়ে যুবাদের ডাকে

বলে, দেখ যাব স্তনেব মাপটি ঠিক এ-রকম

সেই চাষীবউ এ-বাড়িতে থাকে ॥

—উদ্ধব

৫৮

বাচ্চা হাতির কুম্ভের* মতো

এমন ঢাউস, এত আঁটা-সাঁটা

* কুম্ভ=হাতির মাথার পাশে মাংসপিণ্ড।

এমনিতেই তো হাঁফ ধ'রে যায়

এ পোড়া স্তনে কি যায় আর হাঁটা ॥

—কইরাঅ

৫৯

একমাস আগে বাচ্চা হয়েছে, ছ-মাস পোয়াতী,

হলে একদিন জ্বরও,

মঞ্চ ছেড়ে যে নেমে এলো নিচে, তেমন প্রিয়াকে

বৎস, কামনা করো ॥

—কইরাঅ

৬০

প্রতিপক্ষের শোকের পুঞ্জ, লাবণ্যঘট,

মদনের গজকুম্ভের মতো

শত পুরুষের বুকে-ধরা দুটি মুখরিত স্তন

কেন তুমি বও ইতস্তত ॥

—উদ্ধব

৬১

ভাদ্রমাসের মঙ্গলবার যাত্রা নাস্তি ব'লে

হবু-প্রবাসীরা ঘরে

গৃহিণীর পীনউন্নত দুটি স্তনে প্রবৃত্ত হয়ে

সুখসম্ভোগ করে ॥

—দুব্বিদ্ধঅ

৬২

বাড়ির সদরদরজায় ঠায় ব'সে

তোমারি অপেক্ষায়

সে অভাগী, বাছা, বরণমালার মতো

ক্রমশ শুকিয়ে যায় ॥

—দুব্বিদ্ধঅ

৬৩

শুক্‌নো বটের কাছটাতে এসে

পথিকেরা হেসে হাততালি দেয়

ফল আর পাতা হয়ে সেজে থাকা

ঝাঁকে ঝাঁকে, দেখ, টিয়া উড়ে যায় ॥

—অণুলচ্ছী

৬৪

ঐভাবে ওর পায়ে প'ড়ে-থাকা লোকটিকে দেখে আজ

না হেসে পারিনি আমি

মেয়েটিও দেখি স্বহস্তে সেই বাতির শিখাটি আরো

উস্‌কে দিচ্ছে, মামী ॥

—হাল

৬৫

শক্রর কথামত চললেও সুজন

বুঝবে না মুখভাবে

আভিজাত্যের গুণে বশে রাখে নিজেকে

থেকেও পরের তাঁবে ॥

—হাল

৬৬

অভিজাত হলে তার যে বিরাগ

চোখে প'ড়ে না তা কারো

জ্ঞানীগুণী ব'লে মহিমা বরং

দিনে দিনে বাড়ে আরো ॥

—পরাক্রম

৬৭

জ্ঞানীগুণী লোক ঝাঁটা মারলেও

সেটা প্রাণে সয়

বদনামীদের আদর কাড়াও
লজ্জার হয় ॥
—সবরসত্তি

৬৮
স্বভাবের গুরুভারে, কী যে বলে,
স্তন প'ড়ে যায়
নাকি মেয়েদের বুকে কারো নেই
বেশিদিন ঠাঁই ॥
—সবরসত্তি

৬৯
স্পর্শের সুখ কিসে বেশি আছে, সুতনু,
তোমার মুখে, না কমলে ?
সূর্য চাইছে ছুঁয়ে দেখে সেটা জানতে
ঢেকো নাকো মুখ আঁচলে ॥
—নীল

৭০
মনের মানুষ তার করপুটে অভিমানিনীর
মুখমণ্ডল উঁচু ক'রে ধ'রে
রাগ পড়ানোর ওষুধ হিসেবে সমানে মদিরা
পান করাচ্ছে গণ্ডূষ ভ'রে ॥
—বাহব

৭১
বর্ণনা করা যায় না কী তার রূপ
যে অঙ্গে যার পড়বে নজর
পাঁকে-পড়া উনপাঁজুরে গরুর মতো
থাকবে না তার ওঠবার জোর ॥
—পব্বঅকুমার

৭২

দুষ্ট লোককে বন্ধু করলে

সেটা নশ্বর জলরেখা হয়

সুজনের সৌহার্দ্য ঘটলে

পাথরে সে দাগ হবে অক্ষয় ॥

—সরল

৭৩

কঠিন কাজটি করার ক্ষমতা রাখো

তবু দেখি কেটে পড়বার তাল খোঁজো

আমার বেণীর চুলে আছে আজো ঢেউ

সোজা হবে তার পায়নি এখনও জো ॥

—সরল

৭৪

যে রমণে থাকে চতুরালি একঘেয়ে

করে না তা মন হরণ

স্নেহে সদ্ভাবে যেখানে যেমনই হোক

সেও ঢের ভালো বরং ॥

—অণুলচ্ছী

৭৫

তোমাকে বইছি প্রিয়া-সহ, তবু শুধাও, বোকা

হলাম কী ক'রে এত কৃশকায়

বলদের ঘাড়ে যদি চেপে বসে বিষম বোঝা

সেই ভারে তারও শরীর শুকায় ॥

—ঈসান

৭৬

সে করে আমার আঁট ক'রে বাঁধা বাহুর

গ্রন্থিমোচন

আমিও তেমনি ওর বুকে গাঁথা আমার

টেনে তুলি স্তন ॥

—অণুলচ্ছী

৭৭

অনুনয়ে রাগ পড়েছে যদিও তার,

তুমি অপরাধ করেছ যে পরিমাণে

দু-হাতে গুণেও শেষ করতে না পেরে

সে এখন ব'সে কাঁদে শুধু অভিমানে ॥

—বিগ্ন

৭৮

ও রোগা শরীরে জায়গা মেলেনি

তাই বুঝি ঘামে নেয়ে

ছেড়ে চলে যায় লাবণ্য তার

ত্রিবলীর সিঁড়ি বেয়ে ॥

—হাল

৭৯

দৈবের হাতে ফল, করবে কী

তবুও বলছি, শোনো

অশোকের পাশে দাঁড়াতে পারে না

পল্লব আর কোনো ॥

—জীবএব

৮০

চন্দ্রের মৃগকলঙ্ক এসে পড়েছে, দেখো হে

অভিমানিনীর গালে

মোছার জন্যে সে অনবরত চোখের অশ্রু

কল্‌সী কল্‌সী ঢালে ॥

—বিসমরাঅ

৮১

মালার মধ্যে নিজের গন্ধ

নবমল্লিকা একা ধ'রে রাখে

কেমন একটা মাংসল বাস

হতচ্ছাড়ার গায়ে লেগে থাকে ॥

—বিঅহ

৮২

সজ্জনদের হৃদয়েব চূড়া

মহীরুহদেব মতো

ফলাভাবে মাথা হয় খুব চডা

ফলভারে হয় নত ॥

—কুবলঅ

৮৩

স্বামীটি প্রবাসে, ঘরে একা বউ

সারা রাত কবে এপাশ ওপাশ

হাত ঘোরালেই চুড়িগুলো বাজে

স্বজনেরা তাতে পায় আশ্বাস ॥

—অলংকার

৮৪

চরম দুর্দশাতেও প্রাজ্ঞ

মনটাকে উঁচু রাখে

পাটে বসলেও সূর্যের আলো

ঊর্ধ্বমুখেই থাকে ॥

—মাউরাঅ

৮৫

পাখিরা দিব্যি ব্যস্ত, দেখ মা

নিজেদের পেট ভরাতে

যে সুজন তার স্বভাব, সে চায়
যে আর্ত তাকে তরাতে ॥

—অলক্ক

৮৬

বিনা সদ্‌ভাবে তত্ত্বজ্ঞানীকে
টানা যাবে কেন
ঘাগী বেড়ালকে আমানি ঠেকিয়ে
যায় কি ঠকানো ?

—ভোজঅ

৮৭

বন থেকে তৃণ বন থেকে জল সব পুরোপুরি
নিজেকেই হয় জোটাতে
তবুও হরিণ-হরিণীর প্রেম আমরণ থাকে
ব্যাঘাত হয় না ওটাতে ॥

—অবণাঅর

৮৮

চন্দনবাটা জুড়োতে পারে না
যুগলের প্রেমজ্বালা
গ্রীষ্মেও চলে এ ওকে পুলকে
জড়িয়ে ধরার পালা ॥

—হরিউদ্ধ

৮৯

'সারা মুখে কেন জবজবে ক'রে
সর মেখেছ গো', বধূ জিজ্ঞাসে
জঘনে জড়িয়ে দো-ফেরতা শাড়ি
লজ্জায় মুখ নিচু ক'রে হাসে ॥

—অলক্ক

৯০

সংসারে নেই সুসার সে জানে

তোলে নাকো তাই সাধের কথাটা

বন্ধুর দুর্বচনের মত

মনের ইচ্ছে মনে থাকে সাঁটা ॥

—বিক্কির

৯১

গৃহিণী আঙুলে গুটিয়ে আঁচল

সাম্‌লে আল্‌গা খোঁপা

নাপিতের ভয়ে পালানো ছেলের

পেছনে ছোটেন পোঁ-পাঁ ॥

—মাউবাঅ

৯২

নব যৌবন বধূর অঙ্গে

ক'রে তোলে রূপ যতই ফলাও

তত কৃশ হয় তার কটিদেশ,

হয় পতি, হয় সপত্নীরাও ॥

৯৩

বয়সের ভাবে রূপ ও লক্ষ্মী যতই

চ'লে যায় ছেড়ে

অভিজাত মেয়েমহলে স্বামীর ততই

টান যায় বেড়ে ॥

—পোট্টিস

৯৪

অসতীরা যাকে ভাগ্যের জোরে পায়

স্বামী, এই সেই ছেলে

গ্রীষ্মে যেমন গ্রামের বটতলাতে
কায়ক্লেশে জল মেলে ॥
—মন্দসুঅণ

৯৫
হাওয়ায় যতই গ্রামের বটের পাতা
ঝ'রে ঝ'রে পড়ে, হায়
ততই অসতী মেয়েদের মুখে, পিসি,
পাণ্ডুবর্ণ ছায় ॥
—খণ্ড

৯৬
দিশেহারা চোখ, ফেলে সে দীর্ঘশ্বাস,
হাসে অকারণে
বিড়বিড় করে, কী যেন কী এক কথা
চেপে রাখে মনে ॥
—বিঅদ্ধইন্দ

৯৭
পরপুরুষের সঙ্গে ছিল সে, এমন সময় স্বামী
হঠাৎ ফিরল বাড়ি
'ইনি আমাদের শরণপ্রার্থী, এঁকে রাখো' ব'লে ওঠে
অসতীটি তাড়াতাড়ি ॥
—বিঅদ্ধইন্দ

৯৮
পিসি, দেখছ না কিভাবে যাচ্ছে শুকিয়ে
ওকে তুমি দাও যাকে ওর মন চায়
'কোথায়, আমার মনের মানুষ কোথায় ?'
বলতে বলতে কুমারী মূর্ছা যায় ॥
—লচ্ছসেন

৯৯

রমণক্লান্ত স্বামীর বক্ষে
গ্রীষ্মকালের বিকেলবেলায়
স্ত্রী তার আর্দ্র, কুসুম-ঝরানো
স্নানসুবাসিত চিকুর এলায় ॥

—অবন্তিবর্ম

১০০

দাঁত বসানোর গোলাকার ক্ষতে চকচক করে
রসস্থ হয়ে মৃগনয়নার গাল
তাতে মুখ দেখে চাঁদ হয় এক শাঁখের পাত্র
ভেতরটা যার সিঁদুরের মত লাল ॥

—অভব

১০১

কবিবৎসল প্রমুখের লেখা
রসিকের মনোমত
মোট সাতশোটি গাথার মধ্যে
পুরো হল তিন শত।

চতুর্থ শতক

১

স্বামীটি হঠাৎ বাড়ি ফিরে এলে অসতী স্ত্রী তার
পরপুরুষকে গলায় ঠেকিয়ে দিয়ে
বলে অম্লান বদনে, 'আজকে এসে পেঁাচেছে,
এ হল আমার বাপের বাড়ির ইয়ে' ॥

—অভব

২

চন্দ্রমা এসে মিশে গিয়েছিল কানের দুলের
ইন্দ্রনীলের আভায়
মানিনীর মুখ মুছে দিয়েছিল ভয়ে তাই প্রিয়—
কজ্জলাশ্রু ভাবায় ॥

—কলসগন্ধ

৩

হাজার হাজার সুন্দর মেয়ে পাবে
সারা জগতের মধ্যে
তবে তার বাম অর্ধের জুড়ি শুধু
পাবে দক্ষিণ অর্ধে ॥

৪

প্রিয় যে রকম সঙ্গত করে আমি সেইমত নাচি
প্রেমের চঞ্চলতায়
স্বভাবত স্থির গাছের শরীরও ঠিক যে রকম
বেড় দিয়ে থাকে লতায় ॥

– শশিপ্রভা

৫

দয়িতকে মেলে কষ্টে, যখন মেলে—

স্বাধীনতা রাখা হয়ে ওঠে দায়

যদিবা মনের মতোটি না মেলে, তাও

পেয়েও পাওয়াটা মাটি হয়ে যায়॥

৬

ভেবেছি মিথ্যে দোষ দিলে ওকে,

ও বেশ আমাকে করবে তোয়াজ

আমার ভুলে সে বাধ্য হয়েই

দেখায় এখন অন্য মেজাজ॥

— সিংহ

৭

'হাত ও পায়ের সমস্ত কর গুনে শেষ হ'ল

দিবস রজনী

'এখন কী ছাই দিয়ে গোনা হবে' ব'লে কেঁদে ফেলে

মূঢ় সে রমণী॥ — পালিত

৮

হুবহু টিয়ার ঠোঁটের মতন রক্তপলাশ

ছায় বসুধায়

যেন করে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম ভিক্ষুর দল

বুদ্ধের পায়॥

৯

ওগো ক্ষীণকটি, মোটা ছিল যে যে অঙ্গ

কী রোগা হয়েছে, দেখ

যা ছিল শীর্ণ উবে গেছে পুরো, এখন

রাগ করা সাজে নাকো॥

—কুলপুত্র

১০

গুণ দিয়ে মন পাবে নাকো যার কিছুতে

ধ্যানে যাবে তাকে পেয়ে

কুঁচফলে টান যেমন পুলিন্দদের

মণিমুক্তোর চেয়ে ॥

—অনুরাগ

১১

পলাশেরা ডালে লক লক করে

বাছা, মধুমাসে

লাল-হল্‌দেটে ফুল দেখে তার

লোকে মরে ত্রাসে ॥

—অনুরাগ

১২

সম্মুখে প্রিয়, হৃদয়ে পুলক, দুরু দুরু বুক,

কুমকুম করতলে

ছুঁড়ে দিতে গিয়ে দেখে তার হাত ভরেছে কখন

সেই সুরভিত জলে ॥

—কান্তপর

১৩

নাছদুয়োরের বাঘ-আঁচ্‌ড়ার দাগ, কৃশোদরি,

তুলে ফেলো পিঠ থেকে

জায়েরা যা পাজী, জেনে যাবে সব, ওহে হাঁদারাম—

যদি একবার দেখে ॥

—পণ্ডিনী

১৪

প্রিয়কে আসতে দেখলেই নয় দুটো হাত দিয়ে

ঢাকব আমার দুচোখ

কী ক'রে আড়াল করব কদম ফুলের মতন
অঙ্গের এই পুলক ?

—নরসিংহ

১৫

স্বামীটি প্রবাসে, একা সে নিঃসহায়
চাল উড়ে গেছে ঝড়ে
মাথার ওপর মেঘ চম্‌কাতে দেখে
কান্নায় ভেঙে পড়ে ॥

—রাজহস্তি

১৬

অজ গাঁয়ে পাবে রান্নার নুন কোথায় ?
আলুনিই খেয়ো
হে সুভগ, নুন পেলে বা কী হবে, যদি না
পাওয়া যায় স্নেহ ॥

—ত্রিলোচন

১৭

মুখপদ্মের মধুমাখা স্বরে করেছে যখন
কুশল প্রশ্ন ওকে
স্বভাবত-কটু ওষুধও চাষীটি নিঃশেষ ক'রে
খেয়ে ফেলে এক ঢোঁকে ॥

—ত্রিলোচন

১৮

সাঁট হয়েছিল কোথায় থাকবে কিছুতেই আর শেষে
মনে করতে না পেরে
হারানো গুপ্তধনের মতন কেবল হন্যে হয়ে
তোমাকে সে খুঁজে ফেরে ॥

১৯

চটে গিয়ে তবু রাগের মাথায়

কটু কথা মুখে আনে না সুজন

রাহুগ্রস্ত হয়েও তো চাঁদ

ঢালতে ভোলে না অমিয় কিরণ ॥

—অবন্তিবর্মণ

২০

অভাবগ্রস্ত সজ্জন অপমানিত হলেও

গায়ে মাখে না তা

মান পেয়ে মান দিতে অক্ষম হলেই কেবল

প্রাণে পায় ব্যথা ॥

—অবন্তিবর্মণ

২১

সুজনের যদি জ্ঞাত থাকে কোনো গুপ্তকথা

শত কলহেও করে না কখনও ফাঁস

মনে চাপা থেকে আখেরে শেষে তা জীর্ণ হবে

আয়ু ফুরালে তা আগুন করবে গ্রাস ॥

—হাল

২২

আঙিনায় ফোটা মাধবীগুচ্ছ যেন খিল দিয়ে

দরজা আগ্‌লে রাখে

উঁকি দিয়ে যাতে কোনো রকমেই না দেখে পথিক

প্রোষিতভর্তৃকাকে ॥

—বৎস

২৩

প্রিয়কে দেখার তৃপ্তিতে ছিল বুঁদ সে

পাতা ফেলে দুই চোখে

কানের লতিতে নীল পদ্মটি তাইতে
দেখতে পেয়েছে লোকে ॥

—বসন্তসেন

২৪

কাদার মধ্যে ফাল টেনে টেনে ক্লান্ত
স্বামীটির নাক ডাকে
সঙ্গমসুখ থেকে বঞ্চিত ডোমনী
গাল পাড়ে বর্ষাকে ॥

—ক্ষুদ্রোধ

২৫

প্রণাম জানাই রতি অরতির
বন্ধু পঞ্চশরে
দুঃখ ও সুখ সমানে যে দেয় ;
প্রেম রমণীয় করে ॥

—বসন্তবর্মণ

২৬

মদনের বাণে বৈপরীত্য বহু
ফুলের শরীর, তবু সূচীমুখ
না ছুঁলেও, তার দুঃসহ চোট
বেঁধে না, বরং দেয় রতিসুখ ॥

—হাল

২৭

ঈর্ষ্যা জাগায়, রতি ওস্‌কায়, অপ্রিয় সব
শেখায় সহ্য করতে
মদনের বাণে আছে বিচিত্র রকমের গুণ
বিরহে দেয় না মরতে ॥

—মাধবসেন

২৮

নিঠুর, তোমার দর্শন পাবে ব'লে
নতুন রঙীন বস্ত্রে সেজে সে বেচারী
পরবের দিনে আজ বাড়ি বাড়ি ঘুরে
বেড়াচ্ছে হাতে নিয়ে মিষ্টির চ্যাঙারি ॥

—ধনঞ্জয়

২৯

গা দিয়ে বেরোয় ঘুঁটের জ্বালের সুবাস
গায়ে পিঙ্গল বর্ণ ধোঁয়ার
পরনে জীর্ণ জ্যাল্‌জেলে ছেঁড়া খোকড়
শীত দেখাচ্ছে লোকের খোয়ার ॥

—অজ্ঞক

৩০

পথিকের গায়ে খড়ি ওঠে, তাই
শীতের সকাল হলে
আঁচানোর জলে ভেজা হাত দিয়ে
দাগ তোলে ড'লে ড'লে ॥

—প্রসন্ন

৩১

চলেছে পামর মাথায় চাপিয়ে আমের মুকুল
নখে ছিঁড়ে নিয়ে কিছু
মেয়ে চুরি ক'রে পালাচ্ছে ভেবে ভ্রমর-যুবাবা
তাড়া করে পিছু পিছু ॥

—মহারাজ

৩২

সূর্য-নমস্কারের ছলে, হে বৎস
কাকে তুমি অঞ্জলি দাও ?

দেবতার জয় দেওয়া হয় যদি লক্ষ্য
কেন হেসে আড়চোখে চাও ?

—বজ্রদেব

৩৩

ফুঁ দিয়ে নেভানো বাতি, নিরুদ্ধ শ্বাস
কথা হয় যেন শিয়রে শমন
ঠোঁট বাঁচানোর শপথ যে কত শত
চুরি ক'রে যে কী সুখের রমণ ॥

—বজ্রদেব

৩৪

কাকে মনে ক'রে উৎকণ্ঠায় কাঁদো
গান গাইবার ছলে
বেদনায় খালি ঠেকে ঠেকে যায় কথা
গলা ধরবার ফলে ॥

—অভব

৩৫

স্বামী চলে গেলে প্রবাসে, শূন্য গৃহ
রাত দুঃসহ জমাট আঁধারে
ও পাড়াপড়শি, তোমরা পাহারা দিও
ঘরে যেন চোর ঢুকতে না পারে ॥

৩৬

নবজলধর দেখা মাত্রই পুত্রবধূর
ছেঁড়ে যেতে চায় নাড়ি
শাশুড়ি বাঁচান জীবনদায়িনী ওষুধের মতো
ছুটে এসে তাড়াতাড়ি ॥

—বিহ্বল

৩৭

তুমি নিশ্চয় হৃদয়নিহিত স্ত্রী সহ আমার
হৃদয়ে নিয়েছ ঠাঁই
নইলে, ভদ্র, সে আমার মনোবাসনাগুলোর
হদিশ কী ক'রে পায় ॥

—মহাদেব

৩৮

আকর্ণ টানা তার দু চক্ষু থেকে
হারালে, সুভগ, তোমার দৃশ্যাবলী
ঘূর্ণায়মান অশ্রুবাষ্প নিয়ে
দর্শনসুখ সে দেয় জলাঞ্জলি ॥

—মনোরথ

৩৯

মনে মনে দেখে তোমার ও-মুখ
জীবনের আশা রয়েছে বহাল
এভাবে কেবল দুঃখিত হয়ে
হায় রে, কাটাব আর কত কাল ?

—বিষমসেন

৪০

খুবই দুঃখের, এত রূপ এত যৌবন নিয়ে
চোখে পড়লে না তুমি
কবেকার কোন্ ধ্বংসাবশেষ বুকে ক'রে রাখে
যেমন জন্মভূমি ॥

—প্রবররাজ

৪১

সহর্ষে বিস্ফারিত দুচোখ
সবার সামনে বাঙ্ময়

পুলকিত সারা অঙ্গেও তার
দরবিগলিত স্বেদ বয় ॥
—জীবদেব

৪২
এ ওকে জানায় অনুরাগ, তাতে
বাড়ে ক্রমে কৌতূহল
আশ মেটাতে না পেরে দিনগুলো
দুঃখে কাটায় যুগল ॥

৪৩
হে সখি, সে যদি প্রিয়পাত্রই না হবে
তার নাম মুখে আনলে সতত
তোমার ও মুখ হয় বিকশিত কেন যে
রবিকর-ছোঁয়া পদ্মের মত ॥
— সুশীল

৪৪
অভিমানতরু ভেঙে পড়ে ঝড়ে
শিহরিত হয় সর্ব অঙ্গ
বাহুবন্ধনে শুরু হয়, মামী
রতিনাটকের পূর্বরঙ্গ ॥

৪৫
হে মন, নিজেকে সামলাও। তুমি আন্দাজে বড় বেশি
বেপরোয়া এলোমেলো
কে কী তালে আছে না জেনে লটকে আমাদের অকারণে
কেন ক'রে দাও খেলো ?
– কৈলাস

৪৬
তোমার মুখটি চাঁদ মনে ক'রে
অগ্নিহোত্রী দেয় তাতে ফুল

তা দেখে তোমার স্তাবক স্বামীটি
মজা পেয়ে খালি হেসেই আকুল ॥
—মন্দর

৪৭
'কেন তুমি রোগা হচ্ছ দিনকে দিন'
লোকে জিগ্যেস করে
তোমার সামনাসামনি দাঁড়িয়ে, বাছা
কী যে বলি উত্তরে ॥
—মাণিক্যরাজ

৪৮
তোমারই জন্যে সে আজ শীর্ণতনু
তুমি শিখিয়েছ সমানে কাঁদতে শোকে
রাখ নি কো কোনো লজ্জাশরম ওর
এরপর আর স্মরণে এনো না ওকে ॥
—মিহির

৪৯
প্রিয়ের বিরহব্যথা দিন দিন
খালি বেড়ে যায়
মরণের সুখ পেলে তা হলেই
এ ব্যথা জুড়ায় ॥
—অনবস্থ

৫০
বৎস, তোমার কত গুণগান
করেছি অসতী নারীদের কাছে
সেই থেকে টিকি দেখি না তোমার
জানি নাকো এতে কার হাত আছে ॥
—শঙ্করশক্তি

৫১

সায়ার গিঁঠটি না পাওয়ায় ওর
কথা সরে নি কো মুখে
খোলা ছিল সেটা জানত না ব'লে
হেসে ওকে টানি বুকে ॥

—চন্দ্র

৫২

হে যাগী, তোমার তালিমের গুণে
এক দিনে শেখে বেচারী সরলা
গতর এলানো, ফুঁপিয়ে কান্না,
শুয়ে ব'সে থেকে খালি হাই-তোলা ॥

—কদলীহর

৫৩

বিশ্বাস করো, হে সুভগ, তুমি
দোষ করলেও পাই নাকো ব্যথা
আঁতে লাগে শুধু তুমি যে সময়ে
ঠেলা মেরে বলো করুণার কথা ॥

—জয়রাজ

৫৪

আবেগে জড়ানো প্রেমিকের বাহুলতা
যদি নড়েচড়ে বুকে
চাপা কান্নায়, হে মনস্বিনী, খেদ
ফুটিও না ওই মুখে ॥

—অল্ল

৫৫

গোদাবরীতীর জায়গাটা নয় ভালো
যে যায় থাকে না তার আর শীলকুল

দেবতা তো এক আঁজলা জলেই খুশী
যেও নাকো, বাছা, ওখানে তুলতে ফুল ॥
—নন্দন

৫৬

ঘাড় নেড়ে খালি হুঁ-হাঁ ক'রে যাও
আমরা খামাখা বকি
সমানে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে
ব্যথা দাও কেন, সখি ॥
—অশোক

৫৭

হে বৎস, আমি শুধিয়েছিলাম প্রিয়াকে তোমার
ভালবাসা তার জোটে কি জোটে না।
আমাকে কাঁদিয়ে দিব্যি গেলে সে কী বলল, জানো ?
হেসে বলল সে, 'মোটে না, মোটে না ॥'
—শক

৫৮

পামর ভাবছে, এখানেই তার সঙ্গে আমার
হবে নিধুবন
ঘেমে-ওঠা তার হাত থেকে প'ড়ে যায় সব বীজ
যা হবে বপন ॥
—গুণমন্দিক

৫৯

গৃহকর্তার ছেলেটি ছিঁড়েছে কার্পাস, দেখ
প'ড়ে আছে ডাঁটাগুলি
সেদিকে বৃথাই বধুটি বাড়ায় পুলকে হাতের
স্বেদাক্ত অঙ্গুলি ॥
—হাল

৬০

চূড়ান্ত সুখে মহিলাটি বুঝি টেঁসে গেছে ভেবে
চাষীটি পড়ল কেটে
ফুলের বোঁটার ভারে নুয়ে পড়া কার্পাস তাতে
হাসিতে পড়ল ফেটে ॥

—যজ্ঞানন্দসার

৬১

ধন্যি সে মেয়ে যারা আহ্লাদে আটখানা হয়ে
হাঁপিয়ে, অঙ্গ কাঁপিয়ে নাচতে পারে
আমাদেরই যত মরণ, কারণ প্রিয়কে দেখেই
হই যে আত্মবিস্মৃত একেবারে ॥

—রোলদেব

৬২

যারা ছিল প্রতিপক্ষ তোমার, কন্যা
শুকিয়ে হয়েছে ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর
মাজার তো ঐ ছিরি, তাও মধ্যস্থ
কিসের জোরে যে ঐ নিয়ে তুমি লড়ো!

—ভাউল

৬৩

ব্যাধিতে না যদি মেলে কোথাও বৈদ্যের খোঁজ
নিঃস্বের প্রতিবেশী যদি হয় নিকটাত্মীয়
শত্রুর যদি হয় শ্রীবৃদ্ধি চোখের ওপর
তোমার বিরহ তেমনি আমার দুঃসহনীয় ॥

—বামদেব

৬৪

হে রাজা, তোমার মন কী শুদ্ধ
কী বিশাল উত্তুঙ্গ আকার

পয়োধর ছাড়া নেইকো সাধ্য

ও-হৃদয় আর আকাশ ঢাকার ॥

—বিলাস

৬৫

সঙ্কেতস্থল কুড়ঙ্গতল

পা পড়ে প্রিয়ের শুক্‌নো পাতায়

অসতীর কানে তার মর্মর

সাত তাড়াতাড়ি ঠিক পৌঁছায় ॥

—মধ্য

৬৬

এত অপরূপ তার সেই মুখকমল

হারাতে পারেনি তাকে শশধর

নিশ্বাসে তার এমন মধুর সুবাস

গোল হয়ে ছেঁকে ধরেছে ভ্রমর ॥

—বসন্ত

৬৭

গুরুজনদের সামনে সে কোনোমতে

ধ'রে বেখেছিল অশ্রু আঁখির পাতে

তুমি চ'লে যেতে বন্ধ দুচোখ থেকে

গড়িয়ে পড়েছে, পারেনিকো সাম্‌লাতে ॥

—বাসব

৬৮

গোড়ায় প্রেয়সী শুয়েছিল মুখ ফিরিয়ে

মান ভেঙে যেতে ঘুমোবার ভান করে

পাশ ফেরে যেই ভরা তার স্তনকলসে

সে দিনের সেই কেলিসুখ মনে পড়ে ॥

—উৎসেভুক

৬৯

কে বুঝি মাখিয়ে দিয়েছিল কাদা
বসন্ত উৎসবে
ঘামেই তো ধোয় স্তনকলসের মুখ
কেন আবার তা ধোবে ?
—শূর

৭০

বাছা, মাথা নেড়ে আড়চোখে অনিমিষে
মোড়লের মেয়েটা কি
গুরুজনদের সামনে তোমাকে কিছু
বলতে রেখেছে বাকি ?
—বাহরাজ

৭১

খালি অশ্রুর বান-ডাকা চোখে, বাছা
মন্থর দৃষ্টিতে
কী আছে এমন বলেনি তোমাকে যা সে
ইশারায় ইঙ্গিতে ?
—হাল

৭২

যুবকেরা রেখে গিয়েছে শিয়রে আমার
যে গণপতিকে
তাকেই এখন গড় করি, হও তুষ্ট—
জরার গতিকে ॥

৭৩

বউ নেই ঘরে, চাষীর পুত্র দেখে
কী যে শূন্যতা রমণের স্থান জুড়ে

বুকে তার জ্বালা, লুকানো গুপ্তধন
কেউ যেন তুলে নিয়ে গেছে মাটি খুঁড়ে ॥

—নাথহস্তি

৭৪

ভেঙে যায় ঘুম, দেখায় ফ্যাকাসে,
দীর্ঘশ্বাস পড়ে
যার বিচ্ছেদে, তাকে মনে হলে
প্রচণ্ড রাগ ধরে ॥

—হাল

৭৫

দুঃখে মরছি, সুভগ, তোমাতে তবু
আছি অনন্যমনা
পরের জন্মে তোমাকে না পাই পাছে
আজ তাই মরব না ॥

৭৬

হে সুভগ, তুমি অপরাধ করো নির্ভাবনায়
সইব তা মুখ বুঁজে
গুণগ্রাহী এ হৃদয় তোমার এতটুকু দোষ
পায় নাকো জেনো খুঁজে ॥

—মাতৃরাজ

৭৭

প্রিয়ের স্মৃতিতে যেন বাঁধভাঙা
দুঃখের ঢল
অভাগীর চোখ ফেটে নেমে আসে
জল অবিরল ॥

—বিশ্বেশ্বর সিংহ

৭৮

তুমি যা যা করো, যা বলো, যা দেখ তাকিয়ে
ঠিক যেরকম ভাবে
হুবহু সে তাই রপ্ত করার নেশায়
দীর্ঘ দিবস যাপে ॥

—কহ্লন সিংহ

৭৯

গজ গজ ক'রে পেতে দিয়েছিল একরাশ খড়
যাতে শুয়েছিল পথিক বেচারা
সকালবেলায় শয্যা তোলার সময়, হায় রে
সেই মহিলাই কেঁদেকেটে সারা ॥

—অর্থ

৮০

সমে ও বিষমে সৎপুরুষের
স্বভাব যেমন তেমনিই থাকে
নেশায় টলে না, গর্বিত নয়
বৈভবে, ভয়ে মাথা ঠিক রাখে ॥

—প্রণাল

৮১

পোহাতে রাত্রি প্রিয়কে স্মরণ ক'রে আজ
হে সখি, কে গায়
মদনের বাণে বিদ্ধ হৃদয় আমাদের
হায়, ফেটে যায় ॥

—কেশব

৮২

ভাঙা গালে বড় বউয়ের দীর্ঘ
শ্বাস খালি পড়ে

চোখ পড়লেই ছোট বউটির
পীন পয়োধরে ॥
—মত্ত গজেন্দ্র

৮৩

প্রিয়ার মুখটি মনে প'ড়ে গেলে, যতই
ক্ষুধার্ত হোক হাতি
শুঁড়ে তুলে নিয়ে লাগে তার কাছে বিরস
তাজা পদ্মের ডাঁটি ॥

৮৪

প্রসন্ন হও। রাগ কে করেছে? তুমি হে, সুতনু।
কেবা করে রাগ পরের ওপর?
পর আবার কে? তুমি প্রাণনাথ। তা কী ক'রে হয়?
অপুণ্যেই তো আমার এ জোর ॥
—কুবিন্দ

৮৫

এই এলে বুঝি, এই এলে, সেই আশায় আশায়
অর্ধেক রাত নিমেষে কাবার
বছরের মত বাকি রাতটুকু কাটতে চায় না
বুকে চেপে বসে দুঃখের ভার ॥
—আর্দ্র

৮৬

ভয় নেই, ক'ষে জাপ্‌টিয়ে ধরো ওকে
ঘুরে বেড়ালেও সে নয় গ্রহাক্রান্ত
মেঘ ডাকলেই প্রোষিতভর্তৃকাটি
হয় কি রকম বিচলিত উদ্‌ভ্রান্ত ॥
—দুর্ধর

৮৭

এক পদ্মেরই বুকের পরাগ জুড়ে
মেলে যত মধু এক জায়গায়
ততটা অন্য ফুলে যদি পাও, তবে
হে ভ্রমর, উড়ে বেড়ানো মানায় ॥

৮৮

চাষী-কন্যার সাদা ধবধবে অঙ্গের দিকে
পথিকেরা চেয়ে থাকে অপলকে
ক্ষীর সমুদ্র থেকে উঠে-আসা লক্ষ্মীকে যেন
দেবতারা দেখে সতৃষ্ণ চোখে ॥
—সুরভিবৎস

৮৯

সে কাকে ভাবছে, এ কথার উত্তরে
বলে 'কে আমার' সে যখন
তার কান্না ও ভাবনার ছোঁয়া লেগে
ঝরে আমাদেরও দু নয়ন ॥
—সুরভিবৎস

৯০

বেয়াদব মেয়ে ! পায়ে-পড়া স্বামীটিকে
হাত ধ'রে কেন ওঠাও না আজকাল ?
প্রেম বহুদূর গড়িয়ে যাবার পর
হয়ে থাকে বটে এই চূড়ান্ত হাল ॥
—হাল

৯১

জলতরঙ্গে পাছাটি ঘোরাতে ঘোরাতে
সামনের দুটো থাবা দিয়ে ধ'রে মাটি

ব্যাং বউ যেন ছায়ার সঙ্গে স্বয়ং
সঙ্গমে নেয় পুরুষের ভূমিকাটি ॥
—হাল

৯২

কুসুম, তোমার কাছে কুমারীর
আছে বহু কিছু শিখবার
শিহরিত হাতে কিণি কিণি ধ্বনি,
কাঁপা কাঁপা মুখে শীৎকার ॥
—নন্দিবৃদ্ধ

৯৩

হায় নিতম্ব, প্রশস্ত রাজপথের আকার
নিয়ে জন্মালে
গুরুজনদের দেখে-কেটে-পড়া প্রিয়কেও পেতে
তোমার নাগালে ॥
—পালিত

৯৪

পান্নার ছুঁচে বেঁধানো মুক্তো যেন
জলের বিন্দু ঘাসের ডগায়
বর্ষা এলেই ময়ূর দৌড়ে এসে
হাম্‌লিয়ে প'ড়ে সেই সব খায় ॥
—পালিত

৯৫

মেঘের আড়ালে থেকেও যেমন চাঁদ
তুলে ধরে তার ছটা
মহিলার নীল কাঁচুলি ছাপিয়ে দেখ
স্তনতটের কী ঘটা ॥
—মীনস্বামী

৯৬

যেখানে আমের পাতার জটলা, সেখানে
কী উঁকি দিচ্ছে, অহো!
পথিকেরা বলাবলি করে চাপা গলায়
পাছে হয় রাজদ্রোহ ॥

—বহুল

৯৭

ধন্যি সে সব মহিলা যাদের ববাতে
স্বপ্নেও তোফা দয়িতের দেখা মেলে
ওকে ছাড়া মোটে ঘুমই আসে না আমার
স্বপ্ন কোথায়? চক্ষে ঘুম না এলে?

—মলয়শেখর

৯৮

কানে এমনিতে পরা হয়ে থাকে
এক জোড়া তালকাঠি
যখন সোনার দুল ছোঁয় গাল
তখন কী পরিপাটি ॥

৯৯

গ্রীষ্মের ভর দুপুরে হেঁটেও
পথিকের জ্বালা জুড়ায়
হৃদয়স্থিত জায়াব মুখের
জ্যোৎস্নার জলধারায় ॥

—মঙ্গলকলস

১০০

অকালে কি অস্থানে রতিকালে
ছেলে যদি কেঁদে ওঠে

মুখ দিয়ে কার বেরোবে না গাল
কোন্ মা যাবে না চটে ?
—মহৌধিক

১০১
স্বভাবত রমণীয় চতুর্থ শত
গাথা শেষ এইখানে
শ্রোতার হৃদয়ে মাধুর্যে যার
অমৃতও হার মানে ॥

পঞ্চম শতক

১

হৃদয় আমার পুড়লে পুড়ুক
যায় যাক ফেটে ফুটে
দিয়েছি যেকালে তাকে আমি সব
ভাব গেছে তার ছুটে ॥

২

নিজের ছানাটা হয়েছে লায়েক, মস্ত দাঁতাল
অতএব বেশ ঝাড়া হাতপায়
এখন শূকরী চ'রে বেড়াচ্ছে গাঁ-র আশপাশে
যবক্ষেতে, দেখ, কেমন মজায় ॥

—দিগহ্

৩

শূন্যগর্ভ হয়েছে সাগর
শুঁড় দিয়ে শুষে নিতে সব জল
লড়াইয়ে জেতেন গণপতি, ভ'রে
বাড়বাগ্নিতে নভোমণ্ডল ॥

— পোট্টিস

৪

হে অশোক, নেই তোমার তেমন
পল্লব ভারে ভারে
যাতে ক'রে বরনারীর হাতের
তুলনা চলতে পারে ॥

—কর্ষণশীল

৫

রসিক, সেয়ানা, বিলাসী, সময়জ্ঞানী
সত্যিকারের শোকহীন গাছ, ওহে

বরযুবতীর চরণকমলাঘাতে
দেখছি তো বেড়ে ওঠো বেশ সাগ্রহে ॥
—ব্রহ্মচারী

৬
তার বলবার এত অদ্ভুত ক্ষমতা
সকলেই হয় কাত
বামনাবতার হরির কথায় যেমন
দেবতারা হন মাত ॥
—ভোজক

৭
বাহুডোরে প্রিয়তমকে বেঁধেছে
গৃহকর্তার মেয়ে
সহমরণের লেলিহান শিখা
নিভে যায় ঘেমে নেয়ে ॥
—অনুরাজ

৮
গুপ্তপতির চিতার ভস্ম নব কাপালিক
কী ক'রে মাখায়
দয়িতের সুখস্পর্শ পেলেই রমণীর দেহ
ঘামে ভিজে যায় ॥
—হাল

৯
এদিকে পুত্র, ওদিকে দয়িত, বসেছে গৃহিণী
মাঝখানে কুশাসনে
এক স্তনে হয় দুগ্ধক্ষরণ, নখের আঁচড়ে
পুলক অন্য স্তনে ॥
—হাল

১০

মোড়লের মেয়ে অল্প বয়সে এখনই
মোহ জাগাচ্ছে যেভাবে
বিষকদলীর মতো বড় হয়ে না জানি
সে কী অনর্থ ঘটাবে ॥

—ভোজক

১১

পৃথিবীতে যার হয়নিকো ঠাঁই
শূন্যে উঠে যে পায়
তারাদের ফুল, গড় করো সেই
হরির তৃতীয় পা-য় ॥

—উদধি

১২

'রাতের তৃতীয় প্রহর কাটল, ঘুমাও'
কেন বার বার করাও স্মরণ ?
শিউলি ফুলের গন্ধে পারি না ঘুমোতে
আমি জাগি, শোও তোমরা বরং ॥

—শ্রীশক্তি

১৩

রতিবিহারের পরেও নিপুণ রসিকের মত
সে দেখত চেয়ে চেয়ে ঠায়
আমার নিখুঁত পরিপাটি প্রতি অঙ্গ খুঁটিয়ে—
তাকে কখনও কি ভোলা যায় ?

—শঙ্কর

১৪

জল ম'জে গিয়ে শুকনো কাদায়
করে হাঁসফাঁস কাছিম-বোয়াল

এর আগে আর কখনও দীঘির
হয়নি গ্রীষ্মে এ হাঁড়ির হাল ॥

১৫

লুকিয়ে চুরিয়ে যদি চাও প্রেম করতে, কন্যা
ঘুরো না অন্ধকারে
দীপের শিখার মতো সহজেই তোমাকে যে কারো
নজরে পড়তে পারে ॥
—ব্রহ্মযন্ত্র

১৬

নদীর কিনারে আগুন লেগেছে ?
যেই করে জিজ্ঞাসা
অসতী দেয় না উত্তর কোনো
অকারণে হয় গোঁসা ॥
—রোলদেব

১৭

তোমাদের কুলে কালি পড়েনি তো, কাটো হে পতিব্রতা,
আমরা অসতী বটে, তবে তাই ব'লে
একজনকার বউয়ের মতন নাপিতের দেখা পেলে
ঝাঁপিয়ে পড়ি না তক্ষুনি তার কোলে ॥
—পালিত

১৮

হে ভদ্র, যারা দেখেনি তোমাকে চোখে
সে সব রমণী রয়েছে, আহা, কী সুখে !
ভালো ঘুম হয়, সব কথা যায় কানে,
এক বর্ণও ছাড় যায় নাকো মুখে ॥
—দেবদেব

১৯

দিয়েছিলে টোপাকুলের যে দুল, বাছা
বধূ লজ্জায়
কানে প'রে সেটা গ্রামের রাস্তা দিয়ে
বাড়ি ফিরে যায় ॥

২০

বেয়াদবি ক'রে তার অনুরোধ না রাখায় আমি
সে গেছে মরমে ম'রে
যে তুমি পরকে নাচানোয় পটু, হায়, অভাগাকে
ফিরিয়েছ অনাদরে ॥

—হাল

২১

প্রিয়কে দেখলে নয়নের সুখ মেলে
ছোঁয়া পেলে তার মিটে যায় সব চাওয়া
সে ষোলকলায় পূর্ণ চাঁদের মতো
হাত বাড়িয়েও যায় নাকো তাকে পাওয়া ॥

২২

নীল ভ্রমরের ভারে ভেঙে-পড়া গুচ্ছ
ছিল একদিন গোটা নদীতট ছেয়ে
প্রিয় সখা, আজ কালক্রমে সে বেতসে
বিরাজ করছে শুষ্কতা একঘেয়ে ॥

২৩

এই-আছে-এই-নেই ভালবাসা
ইদানীং তাই বিষাদে রয়েছি ডুবে
স্বপ্নে যে নিধি মেলে, মা সকল,
চোখ মেললেই যায় সব কিছু উবে ॥

২৪

স্বভাবসরল তীর যাবে ছুটে

যদি দাও যুতে ধনুকের জ্যায়

বাঁকা ও সোজার এ সম্বন্ধ

যাবজ্জীবন থাকে কি বজায় ?

২৫

ঐ রমণীর স্তন দুটি ছিল মধুসূদনের মতো

গোড়ায় বামন

বাড়তে বাড়তে একটা সময় তাদের সামাল দেয়

বলির বাঁধন ॥

২৬

ভেবো না শিশির ক্ষ্যামা দেয় খালি

মালতী উজাড় ক'রে

তার পরেও সে নির্গুণ কুঁদফুলে

চারিদিক দেয় ভ'রে ॥

২৭

ভরাট বুকের ক্ষতবিক্ষত

উদ্ধত স্তন

বীরের মতন শোভা পায়, হয়

যখন পতন ॥

২৮

ভারী দুটি স্তন এসে কাছ ঘেঁষে

বক্ষে যখন চাপে

কে খুশী হয় না অলংকৃত সে

সরস কাব্যালাপে ?

২৯

স্তনদেশ থেকে গলার হারটি তরুণী

রমণের আগে ছুঁড়ে ফেলে দেয়

গুণীজনদের গুণের কদর যেমন

সময় বিশেষে লঘু হয়ে যায় ॥

৩০

ওলো, মদনের আগুনের আঁচ

স্বভাবে আলাদা ব'লে

বিনা রসে নেভে, প্রাণে রস গেলে

দপ্ ক'রে ওঠে জ্ব'লে ॥

৩১

অভিমানে বড় করেছি, দীর্ঘ প্রণয়ে বদ্ধমূল

আমার প্রেমের গাছ

কখন যে নিঃশব্দে হয়েছে ধরাশায়ী, ওগো মানী,

পাইনি কিছুই আঁচ ॥

—হাল

৩২

ও যখন পা-য় পড়েছে, দেখনি চেয়েও

মিষ্টি কথার জবাবে দিয়েছ আঘাত

করোনিকো তাকে বারণ সে চলে গেলেও

বলো, রাগ কার ওপর দেখাও হঠাৎ ॥

৩৩

বোকা বউ খালি একবার মোছে, একবার ধোয়

জলে জোরে জোরে

ভুলে গেছে স্রেফ স্তনদেশে দাগ দিয়েছে দয়িত

নখের আঁচড়ে ॥

৩৪

বর্ষার রাতে যৌবনে মাথা আকাশে ঠেকিয়ে

পয়োধর হয় যখন গত

প্রথমেই দেবে দর্শন চারিদিকে কাশফুল
পৃথিবীর পাকা চুলের মত ॥

৩৫

কোথায় গিয়েছে রবির বিম্ব
কোথায় চন্দ্রতারা
আকাশে সাজিয়ে বলাকার পাঁতি
খড়ি পাতে কে বা কারা ?

৩৬

টানা বৃষ্টির দড়ি দিয়ে পৃথিবীকে
আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে
বহু কষ্টেও টেনে তুলতে না পেরে
হায়, মেঘ মরে কেঁদে ॥

৩৭

কেন বিশ্বাসঘাতক হৃদয়, ধরেছ এখন
হঠাৎ উল্টো সুর
বিদায়বেলায় প্রিয়ের মেয়াদ তুমি তো নিজেই
করেছিলে মঞ্জুর ॥

৩৮

'আমার হাতের বালা ভেঙেছে সে'—
ব'লে বেড়িয়েছে ও-ই তো ওসব
নির্বোধ হয় ও নিজেই, নয়
হতচ্ছাড়ির প্রিয়বল্লভ ॥

৩৯

শ্যামাঙ্গিনীর টোবা টোরা গালে
ভরা যৌবন
ঝুঁকে প'ড়ে পান করে লাবণ্য
কর্ণাভরণ ॥

৪০

প্রিয়ের নামোচ্চারণ মাত্র

সারাটা শরীর ঘামে গেছে ভেসে

দূতী পাঠাতে না পাঠাতে নিজেই

গিয়ে পোঁচেছে তার দ্বারদেশে ॥

৪১

পরজন্মেও তোমার চরণ দুটি

পুজো করব, হে মদন

যদি তুমি বাণবিদ্ধ করতে পারো

ওকেও আমারই মতন ॥

৪২

পাখার ওপর কী নিপুণতায়

দেহের ভারটি রেখে

মৌমাছি দেখ পান করে রস

মালতীর কুঁড়ি থেকে ॥

৪৩

দুর্যোধনকে ভীমের ডান পা

ছুঁয়েছে যত্রতত্র

মধুমাস এলে পথিকের হাল

হয় তারই সমগোত্র ॥

৪৪

যতক্ষণ না মালতীর কুঁড়ি যৎকিঞ্চিৎ

খুলে না দেখায় ঝাঁপি

মধুপানলোভী ভ্রমর সমানে তার গায়ে প'ড়ে

করে খালি চাপাচাপি ॥

৪৫

আজও দেখি গ্রাম জুড়ে প্যাচপেচে সেই জলকাদা

আগেও দেখেছি যে রকম

তোমার জন্যে বর্ষার রাতে হেঁটে যেতে যেতে,

হে অকৃতজ্ঞ বেশরম ॥

৪৬

চুল এলোমেলো, খসে কানপাশা

দোল খায় হার হরিষে

বিপরীত রীতে আধো-উড্ডীন

যেন বা বিদ্যাধরী সে ॥

৪৭

হে কৃষ্ণ, তুমি সৌভাগ্যের গর্বে

গোষ্ঠে ঘুরছ ঘোরো

মেয়েদের দোষগুণের বিচারটুকু হে

নিজের মুরোদে ক'রো ॥

৪৮

যিনি প্রমথেশ করপুটে জল নিয়ে

গণ্ডুষরত, যাঁর বাঁ-হাতটা থাকে

গৌরীর উদ্দেশ্যে আলাদা-করা

সন্ধ্যেবেলায় প্রণিপাত করো তাঁকে ॥

৪৯

মোড়লের সব বধূই আজকে সেজেছে যদিও

সহমরণের সাজসজ্জায়

দেখে বুক ফাটে, তবু যেটি প্রিয়তমা, তার দিকে

একদৃষ্টে সে চেয়ে থাকে ঠায় ॥

৫০

কথাগুলো একই রকম হলেও
থাকে যার যার আলাদা ধান্ধা
কোনোটাতে, মামী, ঝরে পড়ে স্নেহ,
কোনোটা বেজায় নাছোড়বান্দা ॥

৫১

সটান হৃদয় থেকে উঠে এলে কথা
সে হয় অন্য ব্যাপার
যাও কেটে পড়ো, দরকার নেই কোনো
উল্টোপাল্টা কথার ॥

৫২

নিষ্ঠুর, দেবে কেমন ক'রে সে সোহাগ
আমার সমান
তার গোত্রটি হরণ ক'রে তা আমায়
তুমি করো দান ॥

৫৩

সখি, সদ্‌ভাবে শুধাই, প্রবাসে
স্বামী যদি যায় চ'লে
সব মহিলারই হাতের বালা কি
হয়ে পড়ে ঢলঢলে ॥

৫৪

প্রেমের শিকলে বাঁধা প'ড়ে হাতি
হাবুডুবু খায় পাঁকে
হস্তিনী তার শুঁড়টি বাড়িয়ে
হায়, পাক দেয় তাকে ॥

৫৫

রুদ্র যখন সুরতক্রীড়ায় বসন নিলেন কেড়ে
পার্বতী ঢেকে দেন সেক্ষেত্রে
করপল্লবে রুদ্রের চোখ, পার্বতীচুম্বিত
রুদ্র জেতেন তৃতীয় নেত্রে ॥

৫৬

চোখের সামনে ছুটোছুটি করে,
আশপাশে করে ঘুরঘুর
আহা, বেচারীকে কচি লতা দিয়ে
পেটাও, চাষীর পুত্তুর ॥

৫৭

ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখায় সখীরা
বিয়ের ক'নের কাপড়
মিটি মিটি হেসে দেখছে বধূর
কুমারীত্বের বহর ॥

৫৮

তরুণীটি সাদা পট্টি লাগায় ক্ষতের ওপর
দষ্ট ওষ্ঠাধরে
সুচারু আঙুলে আস্তে আস্তে ঠোঁটে রূপটান
লাগাবার ছল ক'রে ॥

৫৯

ঘরের বউরা লজ্জায় রতিশেষে
না পেয়ে বসন খুঁজে
নিজেদের দেহ ঢেকে দেয় তাড়াতাড়ি
প্রিয়কে কোমরে গুঁজে ॥

৬০

দেখ্, গোশালায় দুষ্টু ষাঁড়ের
শিঙের ফলায়
গরুরা চোখের পাতা চুল্‌কিয়ে
সোহাগ ফলায় ॥

৬১

কুঙ্কুমরাঙা পরনের বাস কুঞ্জের গায়
ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে সোজা
দেখ, লম্পট অসতী রমণী যেন উড়িয়েছে
তার স্পর্ধার ধ্বজা ॥

৬২

বুড়ো গরুতেও দুধ দেয়, বাছা
গোয়ালাটি হলে তেমন দুখোড়,
ভিজে যাবে বুক তাকানো মাত্র
থাকলে তোমার পুণ্যের জোর ॥

৬৩

কেন পদে পদে মুখ বাঁকায় সে
মসৃণ পথে চলতে সহসা ?
জঘনে নখের যে আঁচড় তাতে
লাগে নিশ্চয় মেখলার ঘষা ॥

৬৪

আচরণে বিক্রমাদিত্যকে মেয়েটি
সতত লক্ষ্যে রাখে
যেই ধরে তার লাক্ষায় রাঙা চরণ
বখশিশ দেয় তাকে ॥

৬৫

এসে পায়ে পড়া, জোর ক'রে ধ'রে চুমো
রয়েছে, ও মেয়ে, এমনি কত না সুখ
সব ছেড়ে তার দর্শনে তুমি খুশী
এটা কি একটা কথা হ'ল, উজবুক ?

৬৬

ওগো সুতনুকা, প্রসন্ন হও
রাগ করবার সময় অনেক পাবে
হে মৃগনয়না, উৎসব রাত
চন্দ্রালোকিত, এখনি কী চ'লে যাবে ?

৬৭

দুর্গ ও দুর্গত—এই দুটি কুলের
শ্রীবৃদ্ধি করে দুজন
এক, গৌরীর মনোচোর শিব এবং
মহারাজ শালিবাহন ॥

৬৮

পারুলের শুঁড়ি নেই, তাই বাছা
ও-গাছে যেয়ো না চড়তে
যারাই উঠেছে, তাদেরই হয়েছে
হাল ছেড়ে প'ড়ে মরতে ॥

৬৯

গাঁয়ে একটাই পারুল, শাশুড়ি-ঠাকরুন,
তাও মোড়লের ঘরে তা
ঠাকুর-পোর যে মাথাময় ফুল পারুলের
মোটেই শোভন না সেটা ॥

৭০

পক্ষ্ম ও টানা ধবল কৃষ্ণ চোখ
আছে অন্যেরও বটে
অথচ সেসব সুন্দরীদের কেউ
তাকাতে জানে না মোটে ॥

৭১

পদ্মের আশা ছেড়ে বর্ষার ভয়ে
হাঁসেরা যেমন মানসে
উড়ে চ'লে যায়, তোমার দশাও তেমনি
হয়েছে রিপুর তাড়সে ॥

৭২

গরিবের ঘরে পোয়াতী বউকে
শুধানো হলে, 'কী সাধ, বল্'—
স্বামীর সাধ্যে কুলোবে ব'লেই
সে কেবলি ব'লে থাকে, 'জল' ॥

৭৩

বিকেলে গা ধুয়ে যে মেয়ের চোখ দুটো
হয় একেবারে লাল টুকটুকে
সিক্ত বসনে দেখা গেলে উরু-পাছা
কামদেব হাত দেন না ধনুকে ॥

৭৪

কারা বা ফালতু, কারা নয় ছেঁড়া,
হয়নি কো ফাঁকা কার ভারী জেব
বেশ্যারা রাখে নখদর্পণে
নখের দাগেই সে সব হিসেব ॥

৭৫

মন্দরগিরি দুধের সাগর ছেঁচে
রত্ন তামাম নিয়েছিল চেটেপুটে
বিরহ তেমনি আমার হৃদয় থেকে
মন্থন ক'রে সব সুখ নিল লুটে ॥

৭৬

সোজা ভঙ্গিতে ভরে নাকো তার মন
বিপরীত রতি হলেও তো পড়ি ফ্যাসাদে,
কে আমার গুরু জানতে চাইবে, ঠিক
পড়ে যাব ফাঁদে খুশী করবার সুবাদে ॥

৭৭

সুরতক্রীড়ার রং-ঢং নানাবিধ
কোন্ গুরু দেন মেয়েদের তাতে উত্‌রে ?
যে অশিক্ষিতা সেও নেয় সব শিখে
ক্রমে ক্রমে তার প্রেমে পড়বার সূত্রে ॥

৭৮

বর্ণনা শুনে হও গদগদ,
ভাবতে পারো না সে কী সুপুরুষ
যে তাকে দেখেছে শুধু একবার
আপন দেহের হারায় সে হুঁশ ॥

৭৯

বিয়ের দিনটি এসে গেলে বর নতুন বধূকে
পাবার জন্যে হয় উৎসুক
ভুলে যায় তার প্রথম বধূর সঙ্গে একদা
সঙ্গম ক'রে পেয়েছে কী সুখ ॥

৮০

ঋতুমতী নারী দর্শন হ'লে অমঙ্গলের,
করে যদি লোকে নিন্দেমন্দ,
শালীনতা তাতে নাই বা থাকল, তবু সে দেখায়
এ পোড়া হৃদয় পায় আনন্দ ॥

৮১

নাই যদি ছোঁবে রজস্বলাকে
কেন এসে তবে দাঁড়ালে সুমুখে
ছোঁক ছোঁক করে হাত যে আমার
ছুটে গিয়ে ছোঁয় সটান তোমাকে ॥

৮২

রাত জেগে চোখ হ'ল ভারী লাল অভাগীর
মাঠে মারা গেল সজ্জা
হে ভদ্র, তাই সখীদের দিকে তাকাতেও
আজ তার বড় লজ্জা ॥

৮৩

বহন করছে বউমা গর্ভে গুরুভার ঐ
তাতেও লাগে না তত গায়ে তার
বিপরীতরতি থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ব'লেই
তার আজ ঢের বেশি মন ভার ॥

৮৪

লোকনিন্দাকে করে না কেয়ার
ডরায় না গুরুজনের নিষেধে
কেবল তোমার দেখা না পেলেই
অভাগিনী ঘাড় গুঁজে মরে কেঁদে ॥

৮৫

হৃদয়ে রেখেছে হৃদয়, তোমার মুখে রেখেছে সে
চিত্রার্পিত চাহনি
ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর তার তনু, কারণ এখনও
বাহুডোরে তাকে বাঁধোনি ॥

৮৬

শরীর জীর্ণ, পুড়ি দুঃসহ
বিরহ অনলে
প্রাণ চ'লে যায়, কী করি এখন
সখি, দাও ব লে ॥

৮৭

চোখ থেকে ঘুম কেড়েছে বিরহ
স্বপ্নেও তাই মেলে নাকো দেখা
দেখে যে একটু ভোলাব মনকে
পারি না, দুচোখ অশ্রুতে ঢাকা ॥

৮৮

আর যাই দোষ ঘটুক, সে হয়
রাগ প'ড়ে গেলে খুশী
অপরাধ হলে ঈর্ষ্যাজনিত
কী ক'রে যে তাকে তুষি !

৮৯

হে ভদ্র, তুমি ভালো তাই হেসে কথা কও
দেখা দাও ফিরে ফিরে
অথচ কাউকে দেখায় কি কেউ কখনও
নিজের হৃদয় চিরে ?

৯০

কুয়ো থেকে ওঠা জলভরা ঘটি

ঘাড় তেড়ি ক'রে দেখায় রোয়াব

খালি হ'লে নামে মাথা নিচু ক'রে

কাপুরুষদের যেমন স্বভাব ॥

৯১

প্রিয়সঙ্গমে বিঘ্নকর এ বিপুল জ্যোৎস্নাধারাকে

ধারণ করে কি আকাশের হ্রদ !

চন্দ্রকিরণমালার সূত্র ধ'রে নামা এই প্রপাত

করা যায় না কি কিছুতেই রদ ?

৯২

সুন্দর-যুব-জন-সঙ্কুল ভুল পথে গিয়ে

একা তোমাকেই দেখার জন্যে

সে অভাগিনীর ব্যাকুল দৃষ্টি

বনে বনে ঘুরে হয়েছে হন্যে ॥

৯৩

প্রবাসী ছেলের বধূ হেঁট মস্তকে

প্রণাম করতে গেলে

বালা খসে দেখে দজ্জাল শাশুড়িও

আহা দেয় কেঁদে ফেলে ॥

৯৪

গ্রীষ্মের দ্বিপ্রহরে বনের গাছ

কড়া রৌদ্রের ঝাঁঝে

চেঁচিয়ে কাঁদলে তার সে উচ্চ স্বর

ঝিঁঝির কণ্ঠে বাজে ॥

৯৫

প্রথমে পদ্মবনে মৌলোভী যত মৌমাছি
জোট বেঁধে এসে ঝঙ্কার তোলে
তারপর রবিকিরণমালার উষ্ণ চুমোয়
ফুলের পাঁপ্‌ড়ি একে একে খোলে ॥

৯৬

প্রিয়তম কিনা এরকম শুভদিনে
ডাকে ভুল ক'রে অন্যের নাম ধ'রে
বলির মোষের গলায় মালার মত
তার প্রসাধন তাকে উপহাস করে ॥

৯৭

মলয় বাতাস ম' ম' করে, তবু ঘরের বাইরে যেতে
শাশুড়ির আছে বারণ
যে মরবার সে মরে, আঁকোড়ের
গন্ধই তার কারণ ॥

৯৮

স্বামী ওকে দেখে তন্ময় হ'য়ে,
ও দেখে স্বামীকে হ'য়ে উন্মনা
আর স্ত্রীপুরুষ দুনিয়ায় নেই
কৃতার্থ হয়ে ভাবে দুইজনা ॥

৯৯

ভালো আর কিসে? ভালো বলতে তো
আমের কুশিটি বাড়ির অদূরে
যার মানে নেই এমন জিনিস
পয়দা হয়েছে তার মাথা ফুঁড়ে ॥

১০০

যাত্রার আগে স্ত্রীর ছায়াহীন
মুখের দিকে সে তাকিয়ে নিচ্ছে
পায়ে বেঁধে মন-কেমনের বেড়ি
হারিয়ে ফেলছে যাবার ইচ্ছে ॥

১০১

কবিবৎসল প্রমুখ কবির
রসিক জনের ভারি মনোরম
সাত শো গাথায় পুরো গ্রন্থের
পঞ্চশতক এখানে খতম ॥

ষষ্ঠ শতক

১

পোড়ারমুখোরা ছুঁচের ফুটোয়
মুষল পরায়
একই গ্রামে থাকা প্রিয়কে চক্ষু
মেলে দেখা দায় ॥

২

সখি, আজ দাও কাঁদতে আমাকে
খালি একদিন, আর না—
কালকে সে গেলে, নাও যদি মরি
তবু থেমে যাবে কান্না ॥

৩

প্রিয়তম তাকে 'এসো' বলতেই, দেখ
নতমুখে মৃদু হেসে
সসঙ্কোচে সে শাড়ি দো-ফেরতা ক'রে
ঢাকা দেয় কটিদেশে ॥

৪

মুগ্ধা, তোমার চোরা-চাহনির বাণে
সকলেই দেখি মরে
ভ্রূলতার বাঁকা ধনুর বিষম চোখা
আরক্তমুখ শরে ॥

৫

আওয়াজ পেয়ে সে তোমাকে দেখতে বাইরে
ছুটে গিয়েছিল তৃষার্ত হয়ে
তুমি গিয়েছিলে চ'লে, তাই তাকে ফিরিয়ে
আনতে হয়েছে সেই কয়েক পা বয়ে ॥

৬

যেন জনৈক দেখছে জনৈকাকে—

ভাবলেশহীন মুখে চায় ইদানীং সে

কেন, মামী, বলো রোগা হ'ব নাকো, যদি

তার তাকানোর মধ্যে না থাকে হিংসে ॥

৭

বাতাসে কাপড উঠে যেতে, দেখা গেল

তাব উরুদেশে দাঁতের স্পষ্ট বেখা

তা দেখে বধূব মায়েব পবম সুখ—

গুপ্তধনেব যেন সংকেত লেখা ॥

৮

সে থাকে হৃদয়ে, মাটিব মানুষ

উপ্‌চিয়ে পড়ে স্নেহ

যুবতী-স্বভাব সামলানো দায

ঠেলা দেয় সন্দেহ ॥

৯

যাকে তুমি পেতে চাও, হে মূর্খ

সে আজ অন্য লোকেব মুঠোয়

পেয়েছ দুঃখ, এবার যা পাবে

তাব কাছে, জেনো, ও কিছুই নয় ॥

১০

তোমাকে যে বিষ নজরে দেখে, হে পাতক

সেই মেয়ে প্রিয়পাত্রী তোমার বেশি

এ কথা জেনেও আমি ঐ ছাই প্রেমের

জেনো, নই এতটুকুও হা-পিত্যেশী ॥

১১

রূপেগুণে ও যে নিরুপমা তাতে ভুল নেই

এও ঠিক, আছে আমার অনেক খুঁত

হে সুভগ, তার মানে, যারা তার মতো নয়

তারা কি তাহলে হয়ে যাবে মরে ভূত ?

১২

বাছা, যারা জানে ঘরকন্নার

সুখ ও দুঃখ, সাচ্চা ও ঝুটো

তারা সুগৃহিণী, বাকি মানুষেরা

কর্মের নয়, একেবারে ঠুঁটো ॥

১৩

হাসির ছলেই টিকাটিপ্পনি,

আদিখ্যেতায় থাকে নাকে খত,

চক্ষের জলে হয় রূপটান—

ভদ্র মেয়ের এটাই আদত ॥

১৪

তাকে ডেকে কথা বলা যায়নি কো

লোকে কিছু বলে পাছে

সামনে পড়লে শত্রু হ'লেও

তাকাতে কী দোষ আছে ?

১৫

প্রিয়া, যার বশে, নিঃস্ব হ'য়েও

নিজেকে সে মনে করে সার্থক

প্রিয়া নেই যার, পৃথিবী পেয়েও

ভাবে দুর্গত নিজেকে সে লোক ॥

১৬

কেন কাঁদো, কেন আপসোস করো, সুতনু
　　　　কেন রাগ করো সবার ওপরে ?
বিষের মতন বিষম এ প্রেম, হায় রে,
　　　　বলো, তাকে তুমি ঠেকাবে কী ক'রে ?

১৭

ছিল যুবকেরা, ছিল সম্পদ গ্রামের,
　　　　ছিল একদিন আমাদের নবীনতা
হবে কত মুখরোচক গল্প তা নিয়ে
　　　　তখন আমরা হব নিশ্চুপ শ্রোতা ॥

১৮

গাল বেয়ে ঠোঁটে অশ্রু গড়ায় সমানে
　　　　বিহ্বল হয়ে সে হেসে বলে,
'প্রেম পৌঁচেছে তিন সত্যের কোঠায়
　　　　এখন কি আর রাগ করা চলে ?'

১৯

আগে সে আমার ঘৃতচর্চিত মুখেও
　　　　চুমো খেত কত সোহাগে আদরে
ইদানীং যদি সাজগোজ করি, তবুও
　　　　আমাকে ছুঁতেও তার হাঁফ ধরে ॥

২০

সে নীল বসন গায়ে জড়িয়েছে ব'লে
　　　　ফিরিয়ে দিও না তাকে
রেশমী কাপড় যদিও বা দেয় গায়ে
　　　　রতিকালে তা কি থাকে ?

২১

কলহের পর শুরু হলে রতি
নব ভাব ওঠে ফুটে
মাত্রা যেন না ছাড়ায়, মানিনি
প্রেম যাবে তাতে টুটে ॥

২২

রাগের মাথায় মিছিমিছি আমি
অহেতুক অজুহাতে
টিকি দেখাইনি, কথাও রাখিনি
ম'রে গেছে প্রেম তাতে ॥

২৩

প্রিয় অপ্রিয় সবাকার মন রেখে কথা বলা,
রাগ পড়ানোর কায়দাকানুন
বহুবল্লভ, তোমার কাছেই দুনিয়ার লোক
শিখে নিতে পারে এই সব গুণ ॥

২৪

খেয়েছি চোখের মাথা, খুইয়েছি মান
রটেছে ছিছিক্কার
এতকাল যার জন্যে, হে প্রিয়সখি,
সে আজ নির্বিকার ॥

২৫

হাসবে কিন্তু দেখা যাবে নাকো দাঁত,
বেড়াবে কিন্তু ডিঙোবে না চৌকাঠ
দেখবে কিন্তু মোটে তুলবে না মুখ
কুলবধূ মানে এই সব ধরকাট ॥

২৬

গা-ভর্তি শুধু ধুলো ও ময়লা

সারা গায়ে মাখা পাঁক

গুরুত্বে শত হলেও সে হাতি

নিজেই নিজের ঢাক ॥

২৭

'ওরে বন্দিনি, গর্বে যে দেখি মাটিতে

পা পড়ে না মোটে তোর !'

দাঁত চেপে হেসে দেয় বন্দিনী জবাব,

'ক্রমে টের পাবি, চোর ॥'

২৮

পতির ঘাড়ের ওপর ঘি-রঙা

মুণ্ডের ছাপ রজস্বলার

দেখা মাত্রই সতীনের দলে

বইল চোখের জলের জোয়ার! ॥

২৯

যার মন চায় করুক সে আক্ষেপ

দিক বদনাম লোকে

পাশে এসে দিক গা ঢেলে পুষ্পবতী

ঘুম আসছে না চোখে ॥

৩০

তাকালেই দেখি তুমি আছ জুড়ে

এদিক ওদিক সবই

পর পর আদিগন্ত কেবল

তোমারই মুখচ্ছবি ॥

৩১

কালো জামটাকে ভ্রমর ঠাউরে সভয়ে
ডালটা ঝাঁকায়, নখ দিয়ে খোঁটে
'খোক্কো খোক্কো' ব'লে চেল্লায় বানর
না যেন আবার গায়ে হুল ফোটে ॥

৩২

হাত রেখেছিল বাড়িয়ে বানরী
পাতাগুলো ফাঁক ক'রে
আলকুশি ভেবে ছোঁয়নি বানর
পাছে জ্ব'লে পুড়ে মরে ॥

৩৩

রসালো হয়েও শুকিয়ে সে হয় কাঠ
মোহগ্রস্ত হয়েও যায় না খেদ
রক্তে রয়েছে রং তবু পাণ্ডুর
অভাগীর হায় অসহ্য বিচ্ছেদ ॥

৩৪

দ্যাখোসে, বৃদ্ধ নুয়ে-পড়া বৃক্ষকেও
বক্ষে জড়িয়ে গা তোলে ক্ষীরিকা-লতা
এসব কিছুই কে উস্কে দেয়, জানো কি ?
পদ্মগন্ধী শরতের মাদকতা ॥

৩৫

লোকে এ সময়ে ভুলপথে যায়
হৈ-হুল্লোড়ে কানে লাগে তালা
বাজে তুরীভেরী, স্বামী নেই বাড়ি
এই পোড়া গাঁয়ে একা থাকা জ্বালা ॥

৩৬

ফাঁদে-পড়া কোনো নিষ্ঠুর খল যদি

কেঁদে এসে পড়ে পা-য়

শ্মশানের গাছে ঝুলে থাকে কোনো চোর

দেখে কে ভয় না পায় ?

৩৭

দেখ'সে, ও পিসি, প্রবাসী ফিরল ঘরে

দরকারী কাজ না সেরে

ফুটেছে কুর্চিফুলের অট্টহাসি

হেসে-ওঠা নব আষাঢ়ে ॥

৩৮

মেঘোদয় দেখে প্রোষিতভর্তৃকাটি

হাল ছেড়ে দেয় জীবনের

সন্তানসম্ভবা সে আজকে বটে

সাশ্রুনেত্রে পায় টের ॥

৩৯

মনস্বিনীর হাতে বার বার ক'রে

শাঁখা শিথলায় সখী তাড়াতাড়ি

যাতে সধবার লক্ষণ ঠিক থাকে

সখী হয়ে যায় নিজেই শাঁখারী ॥

৪০

খড়ের চালের ফুটো দিয়ে জল প'ড়ে

ঘরের মাত্র এক দিকটাই ভেজে

প্রোষিতভর্তৃকার চক্ষের জলে

জবজবে হয় সারাটা ঘরের মেঝে ॥

৪১

রসনায় আনে কী যে মিষ্টতা
জুড়োয় হৃদয়মন
যতই ছেঁচবে তত দেবে রস
আখ ও ভদ্রজন ॥

৪২

আমের মুকুল চোখে ঠেকছে না,
গায়ে ঠেকছে না মলয় বাতাস
তবুও আমার মন বলছে, মা
এসে গেছে যেন কুসুমের মাস ॥

৪৩

আমের বাগানে কী এমন হ'ল
ভ্রমরের দল এত উৎসুক !
আগুন সেখানে যদি নাই থাকে,
ধোঁয়া শুধু শুধু দেখায় কি মুখ ?

৪৪

প্রিয়ের মুঠোয় ধরার যোগ্য অলকগুচ্ছ,
মদিরার মধুগন্ধ ওষ্ঠাধরে
এই দুটি গুণ যদি মেয়েদের প্রসাধনে থাকে
বসন্তে প্রিয়জনদের মন হরে ॥

৪৫

গায়ে যদি থাকে কুসুমে রাঙানো একটু কাঁচুলি
নিচে পিনদ্ধ স্তন
গাঁয়ের মেয়েরা এ দিয়ে কাড়তে পারে মধুমাসে
নাগরিকদের মন ॥

৪৬

দীর্ঘশ্বাস, জৃম্ভণ, গান, ক্রন্দন,
মূর্ছা, পতন, স্খলন
দূরে গিয়ে যদি, প্রবাসযাত্রী, হয় এই
তাহলে সে যাওয়া কেমন ?

৪৭

তরুণ বয়সে করে কামকেলি, কত যে তাদের ভাব,
সৌকর্যের ধরন
তন্ময় হয়ে সে দৃশ্য দেখে বাতিও গিয়েছে ভুলে
ফুরিয়েছে তেল কখন ॥

৪৮

ওগো মা, সইতে পারবে কি নর্মদা
করের প্রহার এত শত বার
যদি দুপাশেই এত খোঁড়াখুঁড়ি চলে,
যূথপতি করে এত হুঙ্কার ?

৪৯

খেঁকী কুত্তাটা মরেছে, শাশুড়ি বদ্ধ পাগল,
স্বামীটির নেই পাত্তা
কাপাসের ক্ষেত ছারখার ক'রে দিচ্ছে মহিষ
কে দেবে তাকে এ বার্তা ?

৫০

মানিনীর চুল পাকড়ে সজোরে তুলে
রাগ পড়াবার ওষুধ দিচ্ছে তাকে
নিজে মুখে প্রিয় ভ'রে নিয়ে মদ, দেখ
চুক চুক ক'রে সমানে খাওয়াতে থাকে ॥

৫১

মহিষ চাটছে সাপটাকে ভেবে

গিরিপাহাড়ের নালা

নিকষের গায়ে নির্ঝর ভেবে

সাপ খায় তার লালা ॥

৫২

রতিঘর থেকে খাঁচার টিয়াকে

ও মা, সরাও না কেন—

গোপন যা কিছু লোকসমক্ষে

ফাঁস করে দেয়, জানো ?

৫৩

করমচা গাছ অবাধে কাটছ, সাধু

বলছ এ গাঁয়ে মেলে নাকো মাধুকরী

অথচ দেখছি আঁচড় লাগেনি গায়ে

কী ক'রে তোমার কথা বিশ্বাস করি ?

৫৪

যন্ত্রী, তোমার হাত চলে ভুল পথে

অধমের সুখ একটু দেখবে বৈকি

ওহে বেরসিক, ভেবেই দ্যাখো না নিজে

বিনা রসে গুড় কদাচ তৈরি হয় কি ?

৫৫

স্নান সারা হলে শ্যামলাঙ্গীর

কেশভার নেমে নিতম্ব ছোঁয়

চুল অবিরত জল ফেলে যায়

বাঁধা প'ড়ে যাবে, মনে এই ভয় ॥

৫৬

আঁচলে কৃষ্ণপক্ষকে বেঁধে, হে বট !

খাসা আছো গ্রামছাড়া হয়ে একটেরে

ভোগীদের দেয় পাহারা যে দৌবারিক

তারা আর গাঁ-র লোকে বাঁচে হাঁফ ছেড়ে ॥

৫৭

পোড়া কুলো, ভাজা যায়নিকো ছোলা

যুবক বলেছে, 'আসি'

শাশুড়িও ভারি রুষ্ট, হামেশা

বাজে ভূতেদের বাঁশী ॥

৫৮

যদি দেখ গালে শিহরন, স্থির আঁখি

হাসি ফুটে আছে মুখে

প্রিয়ের সঙ্গে, জেনো তবে, জলে ডুবে

সে করেছে কেলি সুখে ॥

৫৯

গুড়-গুড় করে আকাশ, মেঘলা দিন

বর্ষার অভিনব সমাগমে

ময়ূরের দল আবেগে বাড়িয়ে গ্রীবা

নাচে তাতাথৈ ছড়ানো পেখমে ॥

৬০

শিঙের গুঁতোয় ঠাঁইনাড়া হয়ে

মহিষের ঘাড়ে চ'ড়ে

দোতারায় যেন ঝঙ্কার তুলে

ঝাঁক বেঁধে মশা ঘোরে ॥

৬১

মৌমাছিগুলো বুঁদ হয়ে আছে
নড়ে না পাঁপড়ি স্থলপদ্মেরও
চাঁদনিতে ছেঁড়াখোঁড়া আঁধারের
প'ড়ে আছে শুধু কয়েকটা গেরো ॥

৬২

কোটরের থেকে শুক পক্ষীরা
সহসা বেরিয়ে পড়ে
শরতের জ্বরে গাছ রক্তিম
পিত্ত বমন করে ॥

৬৩

বেড়ার ওপর ব'সে আছে কাকগুলো
বৃষ্টিতে ভেজা চুলে
ডানা ছেতরানো, সিঁটিয়ে গিয়েছে গ্রীবা
বেঁধা সব যেন শূলে ॥

৬৪

না যদি রা কাড়ে, তাও বরঞ্চ
সহ্য করতে পারি
সয় না আদৌ ঠেলা-মারা কথা
বলে যখন সে নারী ॥

৬৫

পাকা কদমের গন্ধ হাওয়ায়
চোখে ডেকে যায় বান অশ্রুর
পথিক যুবক, ছেড়ো নাকো হাল
আখেরে মিলবে বধূকে জরুর ॥

৬৬

গর্জাও মেঘ, আমাকে যা পারো করো
আমার তো জানো লৌহহৃদয়
চূর্ণ অলক ও-বালিকা হতভাগী
ওর প্রতি যেন হয়ো না নিদয় ॥

৬৭

কৃষকের মন ডগোমগো দেখে
শালিধান ওঠে বেড়ে
মাখে ধুলোকাদা দুধের বাছাটি
ভূমিতলে হাঁটু গেড়ে ॥

৬৮

মাথাময় শুঁয়ো, নিচু ক'রে মুখ,
কাঁদলে শিশির ঝরে
পেকে গেলে ধান, হায়, এরপর
ঢেঁকির মুখে না পড়ে ॥

৬৯

ঢেকে দেয় প্রতিপদের চাঁদকে যেমন
সন্ধ্যারাগের চাদর
লাল বেনারসী দিয়ে ঢাকা যেন বধূর
বক্ষে নখের আঁচড় ॥

৭০

ওগো ঠাকুরপো, কেন মিছিমিছি
রয়েছ আকাশে চেয়ে
গিয়েছে বধূর বাহুমূল, ছাখো,
অর্ধচন্দ্রে ছেয়ে ॥

৭১

ব'লে যায় নাকো বোঝানো, পারে না কিছুতে

ব্যক্ত করতে চিঠি তো—

তোমার বিরহে আমি যে কী পাই দুঃখ

সে শুধু তোমারই বিদিত ॥

৭২

মদনাগ্নির ধোঁয়া সরলার

সুবাসিত কেশে গোঁজা

ও কি মোহতুলি লোকচক্ষের ?

নাকি যৌবনধ্বজা ?

৭৩

আর সবাইকে ছেড়ে ঠেকেছিল চোখে

একজনকারই রূপ

ভ'রে গিয়েছিল দু-নয়ন অশ্রুতে,

ছিল একেবারে চুপ ॥

৭৪

যেন বসন্তঋতুলক্ষ্মীর কৃষ্ণবর্ণ

মণিমেখলার মতো

পুণ্ডরীকের মন্দিরে মধুপানে মাতোয়ারা

অলি গুঞ্জনরত ॥

৭৫

মদনদেবের রত্নকলস সদৃশ তোমার

ব্যাপ্ত স্তনের সীমায়

অনেক পুণ্যফলদায়ী এক বৃক্ষস্বরূপ

কার হাত বলো ঝিমায় ॥

৭৬

পেটে ক্ষিধে, মুখে লজ্জা ও ভয় নিয়ে ফিরে ফিরে
চোরগুলো খালি চেয়ে দেখে ওর প্রতি
অহি রক্ষিত রত্নকলস যার স্তনযুগ
ঘরে আছে যার শক্তপোক্ত পতি ॥

৭৭

কচি কচি ঘাস মাখানো অঙ্গরাগে
থেকে থেকে যেন ঢেউ শিহরায়
বর্ষারানীর পয়োধর দেখে বুঝি
পুলক জেগেছে বিন্ধ্যের গায় ॥

৭৮

তীরে ঘন বন, জলার হরিণ,
সুশীতল জল পাবে ভুরি ভুরি
নদীর মধ্যে রেবা একটাই
ভূ-ভারতে নেই এর কোনো জুড়ি ॥

৭৯

এসো, দ্যাখো পাকা বেলের মতন
বুকে তার উদ্ধত
সৎপুরুষের মনোরথ যেন
স্তনযুগে উচ্ছ্রিত ॥

৮০

বর্ষার মুখে মেঘ হাতে হাত বেঁধেও
যতই দাঁড়াক ঘেঁসে
অবাক কাণ্ড! ফাঁক ক'রে তার গুমর
জল পড়ে গ'লে এসে ॥

৮১

মেয়েদের কামক্ষুধার একাগ্রতায়
কটাক্ষ যদি ধ'রে থাকে হাল
মনের মানুষ যত কেন ঘুরে বেড়াক
এ সৌভাগ্য রয় চিরকাল ॥

৮২

মোরগের ডাকে ঘুম ভেঙে গেলে
নিজের বউকে জড়ালে অকস্মাৎ
কী ভয় ? এখন পরবাসে নও
নিজেরই বাসায় কেটেছে তোমার রাত ॥

৮৩

ঘাড়-ধাক্কায় গিরিচূড়া থেকে
ঠেলে ফেলে দেয় হাওয়ার চাবুক
ছিন্নভিন্ন দেহে কালো মেঘ
বিজলীর মতো করে ধুক্ ধুক্ ॥

৮৪

ইন্দ্রধনুতে পেট ফাঁসিয়েছে
কুপোকাত মেঘমহিষও
মুচড়ে উঠছে ব্যথায় অন্ত্র
বিদ্যুৎকশা সদৃশ ॥

৮৫

আমগাছে দেখে নবপল্লব
পথিকের ফাটে বুক
যেন রক্তের ছিটেয় রাঙানো
কামের বর্শামুখ ॥

৮৬

প্রবাসে পুরুষ যায় যে বড়াই ক'রে
তাতে মেয়েরাই দায়ী
দু-তিন জন না মরলে আখেরে
বিরহই হয় স্থায়ী ॥

৮৭

যাও বাছা, আর দেরি ক'রো নাকো
অভাগী যায় যে টেঁসে
যদি তুমি দাও দর্শন তাকে
নির্ঘাত বাঁচবে সে ॥

৮৮

জ্বলে দাবানল, আগুনের লাল শিখা
হু হু ক'রে যায় বেড়ে
মূর্খ হরিণ ভেবেছে পলাশ, তাই
যায় না সে বন ছেড়ে ॥

৮৯

গুরুজনদের সাক্ষাতে, মা গো, বলেছে শালিক
আমাদের রতিক্রিয়ার কথাও
শুনে স্বকর্ণে মাথা হেঁট ক'রে থাকি লজ্জায়
ভাবি এক্ষুনি পালাই কোথাও ॥

৯০

কুন্দের কলি যখন সদ্য খুলছে পাঁপড়ি
একেবারে তার সামনেই
মধুপানলোভী ভ্রমর তখন না করতে পারে
দুনিয়ায় হেন কাজ নেই ॥

৯১

জানি নাকো, মামী, কী বিশেষ গুণ
রয়েছে কুন্দলতিকার
ভ্রমরের কেন সাধ যায় মধু
চোখ দিয়ে পান করবার ॥

৯২

মেয়ে যাঁর রূপেগুণে অনন্যা
তিনি হলেন এ গাঁয়ের মাথা
সারা গাঁ-ই যেন দারুভূত দেবী
পড়ে নাকো কারো চোখের পাতা ॥

৯৩

দেবতারা প্রিয়তমার অধর
করেনি আস্বাদন
নইলে অমৃত পেতে করে কেউ
সমুদ্র মন্থন ?

৯৪

যাতে না হরিণ চোখের আড়াল হয়
হরিণীও সেই সুখে
চেয়ে ছিল ঠায়, তখনই মৃত্যুবাণ
সজোরে বিঁধল বুকে ॥

৯৫

মগডালে ছিল একটাই পাকা আম
ছেলেটি বায়না ধরে
পথে যেই যাক, তোমার শত্রুজায়া
তাকে পাকড়াও করে ॥

৯৬

মালাকর বউ দুহাতে টাটকা ফুল তুলে তুলে
দেখায় যখন নিজের পশরা
ললিত হিল্লোলিত বাহুমূল দ্যাখে তরুণেরা,
ছুটে এসে তাকে ছেঁকে ধরে ওরা ॥

৯৭

ব্যাধের বউয়ের স্তন দুটি যত
গা-গতরে বেড়ে যায় ক্রমে ক্রমে
তার নিতম্ব, প্রিয়, কুটুম্ব,
পাড়ার ছোকরা, সপত্নী কমে ॥

৯৮

লোচ্চা ছেলেটি ছোঁক ছোঁক করে
মালীর বউয়ের চতুষ্পার্শ্বে
তার বাহুমূল দেখার মানসে
কোন্ ফুলের কী দাম শুধায় সে ॥

৯৯

মনে পড়ে না কি মেঘলা রঙের অন্ধকার সে কুঞ্জ
পাতা দিয়ে বোনা দৃঢ়
ঘন ছায়াতল, হে অকৃতজ্ঞ, মনে পড়ে নাকি, হায় রে,
রে বা-নীর রেবা-নীরও ?

১০০

চাষীর দুলাল এও জানে না গো,
গৃহস্থের ঝি পড়লে বিপাকে
বস্তি এ পোড়া গাঁয়ে মিলবে না
বলো এই কথা বলিই বা কাকে ?

১০১

কবিবৎসল প্রমুখ কবির

রসিক জনের ভারি মনোমত

পুরো সাত শো-র মধ্যে এখানে

হল সমাপ্ত মোট ছয় শত ॥

সপ্তম শতক

১

হরিণ-হরিণী অমনি এ-ওকে করছে আড়াল
ব্যাধ করে যেই তাগ
তা দেখে অশ্রুসিক্ত ব্যাধের ধনুক
সে করে অস্ত্রত্যাগ ॥

২

একটু দাঁড়াও, হে সুভগ, আগে কাহিনীটা বলি,
এ পাড়ায় একজনা—
না, থাক ! কী হবে ? হঠকারিণী সে। মরলেই বা কী !
আমি কিছু বলব না ॥

৩

মোড়লজায়ার হাতের মিষ্টি খেয়ে
চাষীর ছেলের বিগড়েছে মাথা
আর কেউ দিলে বেয়াদব এখনি সে
মুখের ওপর ব'লে দিত যা তা ॥

৪

সূর্যরশ্মি ঠেলে তুলে দেয়
পদ্মের পাঁপড়িকে
রাত পোহাতেই লোকজয়ী শোভা
ম' ম' করে চারদিকে ॥

৫

উরুতে দাঁতের দাগ ধরা পড়ে, যখনই হাওয়ায়
হাঁটুর কাপড় উঠে যায়
সামলিয়ে ব'সো। তা নইলে, বাছা, খোসামুদে স্বামী
ম'রে যাবে লোকলজ্জায় ॥

৬

প্রথমে তো ছাড়ে কথা কওয়া চুপিসাড়ে
আর ঘোরাঘুরি এধারে ওধারে
ঘাড়ে এসে গেল পুরো সংসার যেই
ডুবে গেল বধু স্রেফ তার ভারে ॥

৭

শোনো স্বন্দরী, যাবেই তো তার কাছে, সন্দেহ নেই
তাই ব'লে তাড়া কিসের অত ?
আরেকটু উঠে তোমার ও-মুখ দেখতে চায় যে চাঁদ
দুধে দুধ মিশে যাওয়ার মতো ॥

৮

পরলোক ধুয়ে খাক গে ওসব লোক
করুক গে খেদ, মামী
তবু মোড়লের ছেলের দিকে না চেয়ে
থাকতে পারি না আমি ॥

৯

মুখ যেন তার সর্বহারার ডেরা
শূন্য গোধন, খাঁ খাঁ করে তার গোহাল
শুকনো ঝর্না, উৎস গিয়েছে মজে
তোমার বিরহে দেখ আজ তার কী হাল ॥

১০

লাজুক মহিলা দর্শন করা মাত্র
হন আকৃষ্ট তোমার প্রতি
নিঃস্বের মনোবাসনার মতো তাঁরও
পরিণামে হবে একই গতি ॥

১১

'তোমার জন্যে সকলেই কৃশতনু হয় কিনা
জানতে চেয়েছ হাসির ছলে
আমার ক্ষেত্রে গরমে শুকানো খুব স্বাভাবিক'—
ব'লেই সে ভাসে চোখের জলে ॥

১২

রঙ নাই থাক, কেবল কাগজে কলমে
আঁকা ছবি একখণ্ড
তার বড় গুণ, প্রিয় বুকে-রাখা প্রিয়াকে
ছাড়ে নাকো একদণ্ড ॥

১৩

ফুলের প্রথম রস দেখে এত মুগ্ধ ভ্রমর
কুঁড়ির মুখটি খুলতেও করে ভুল
জোড়ের আস্ত জায়গাগুলোকে কাটাছেঁড়া ক'রে
চেটেপুটে সব খেয়ে নেয় বিলকুল ॥

১৪

বিপরীত রীতে দুরন্ত সেই প্রিয়ার
কেঁপে কেঁপে ওঠে যুগল উরুত
তার চুল খোলা, চোখ বোঁজা দেখে ওদিকে
বাণ হাতে কামদেব প্রস্তুত ॥

১৫

তোমাকে যা সুখ দেয় না, করি না আমি
কারণ, সেটা যে আমারই হাতে
কিন্তু সুভগ, আমি সুখ পাই যাতে
আমার তো নেই দখল তাতে ॥

১৬

সব অঙ্গেরই কিছুটা কিছুটা
থেকে যায় বাধা লোকলজ্জার
গুরুজনদের সামনা সামনি
শুধু দুটি কান এ সবের বার ॥

১৭

সখীরা, বৃথাই বলছ আমাকে, 'মরো না—
তার দেখা পাবে থাকলে জীবন।'
এসব বস্তুজগতের কথাবার্তা,
প্রেমের রাস্তা হয় না এমন ॥

১৮

একা হরিণের দিকে সতৃষ্ণ নয়নে
হরিণী নির্নিমেষে চেয়ে আছে দেখে
নিজের কাছেও বধূ প্রিয়তমা যেহেতু
ব্যাধের ধনুক খ'সে পড়ে হাত থেকে ॥

১৯

পা রাখো পদ্মে, নেয়ালি মাড়াও, হে অলি
চলে না তোমায় মালতী বিনা
কী জানি, তোমার চটুল স্বভাব ফেরাতে
কখনও পারুল পারবে কিনা ॥

২০

যে বিশেষ নীল কাঁচুলি পরেছে তরুণী
মাঝখানে তার দু-আঙুল ফাঁকে
চোখ রাখলেই বুঝবে যুবারা ভেতরে
কী রকম পীনপয়োধর থাকে ॥

২১

ফুটো চাল দিয়ে বৃষ্টি পড়ায় পথিকের বউ
ছেলেকে বাঁচাবে ব'লে
নিজেই নিজের মাথা দিয়ে ঢাকে, ছেলে ভিজে যায়
মায়ের অশ্রুজলে ॥

২২

নীল পদ্মের সুরভিগন্ধী, আহা, কী স্বচ্ছ জল
শরতের সরোবরে
তৃষ্ণাকাতর পথিকেরা যেন পান করে সুধা
প্রিয়ার ওষ্ঠাধরে ॥

২৩

নিচে তলদেশে জ'মে আছে জল
ওপরে কাদায় বদ্ধ বাতাস
গাঁয়ের এ পথে লোকের পা প'ড়ে
ওঠে প্যাচপেচে কী দীর্ঘশ্বাস ॥

২৪

উৎসবে কোটা হয় সাদা চালগুঁড়ো
বাতাস যুগল স্তনে যখন তা মাখায়
মুখপদ্মের ছায়ায় দাঁড়িয়ে যেন
ঠিক দুটি রাজহংসের মতো দেখায় ॥

২৫

যখন এ চায়, সেও ঠিক তক্ষুনি
নয়নে নয়ন রাখে
একই মুহূর্তে দুজনেই দেহমনে
খেলায় মত্ত থাকে ॥

২৬

দীঘি নাও শুষে, কুঞ্জে গজাও পর্ণ

সঙ্কেতস্থল হাতের নাগালে আনো

সৌভাগ্যের সোনার কষ্টিপাথর

হে গ্রীষ্ম, তুমি ফুরিয়ে যেয়ো না যেন ॥

২৭

তেমন আনাড়ি জহুরীর হাতে

পড়ো যদি তুমি, পান্না

ঘ'ষে ঘ'ষে হবে তিল পরিমাণ

বিকোবে বাজারে মাগ্‌না ॥

২৮

মোড়লপুত্র রক্ষা করছে গ্রাম

বয়স নেহাত কম

স্বজনে যেমন তার কথা ভাবে, সেও

প্রতিপক্ষের যম ॥

২৯

পথিক, চাইছ তুমি তো শবল হরিণের ছাল !

লাভ নেই ব'লে ব্যাধের এ ছেলেটিকে।

বরং অন্য কারো কাছে যাও। কারণ, ভুলেও

এ ছেলে ছোঁড়ে না বাণ হরিণের দিকে ॥

৩০

ছেলেটা আমার এক বাণে করে বিধবা হস্তিনীদের

বৌমা যেভাবে তাকায় !

তার ফলে, ছেলে ঘাড়ে ক'রে বয় গোছা গোছা বাণ

প্রকাণ্ড এক ঝাঁকায় ॥

৩১

বিন্ধ্য পাহাড়ে চড়বার কথা গ্রামবাসী কেউ
যেন মুখেও না আনে
সংজ্ঞা ফিরলে মোড়ল পটল তুলবে ও-কথা
গেলে একবার কানে ॥

৩২

গ্রামের প্রধান ডাক দিয়ে কাছে এনে
ছেলেকে সাদরে বললো মৃত্যুশয্যায় :
'যা করার হয় ক'রো, সোনামণি, যেন
আমার নামটা তোমাকে না ফেলে লজ্জায় ॥'

৩৩

মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে প্রিয়তম
হ'ল ফের প্রাণবন্ত
বৈধব্যের লক্ষণগুলো হল
বধূটির পয়মন্ত ॥

৩৪

পতির ওষ্ঠ ফুলে উঠেছিল মধুমক্ষিকা হঠাৎ
হুল ফোটানোয়
ঈর্ষ্যান্বিত পুলিন্দ বধূ অন্য গাছের তলায়
উঠে গিয়ে শোয় ॥

৩৫

ঘন পাতা ছাওয়া, হাওয়ার তাড়সে
মাথা-নিচু-করা বাঁশবনে ঘেরা
সে পাহাড়ী গাঁয়ে নির্ভাবনায়
করে কামকেলি ভাগ্যবানেরা ॥

৩৬

পাহাড়ী গ্রামের ব্যাপারই আলাদা।

কদম্ব ফুল গাছে গাছে ফোটে

ধোয়া শিলাপট, হৃষ্ট ময়ূর

ঝর্নার জলে কলতান ওঠে ॥

৩৭

গরুকে রাখাল ক'ষে দোয়ালেও

ভিজত না হাত তার

সে আজ দিচ্ছে এন্তার দুধ

ভাঁড়ে কুলোয় না আব ॥

৩৮

তোমার কারণে বৃষ যে জীয়ায়,

বৃষের কাবণে গুষ্টি বাঁচে

গোমাতা হে, বাঁচো। তুমি আছো তাই

আমাদের এই গোষ্ঠ আছে ॥

৩৯

দেখ হে, পথিক পেয়েছে যেই না মহুয়ার ফুল

হুবহু বউয়ের গালের মতন

হাতে নিয়ে তাকে আঘ্রাণ করে, আঙুল বোলায়

ঠোঁটে রেখে তাকে করে চুম্বন ॥

৪০

সাপের খোলস প'ড়ে ছিল খাঁজে

যেখানে পাহাড় ঢালু

সোঁতা ভেবে মাথা গোঁজে বুনো-হাতি

ভেজাতে ব্রহ্মতালু ॥

৪১

মৌমাছি, তুমি ছেড়ে চ'লে গেছ পদ্ম
ভোলায় গন্ধে গাছ-পাকা বেল
বোকাকে যেমন ঠকায় ছবির লাড্ডু
আঙুলে ঠেকালে হয় আক্কেল ॥

৪২

গায়িকাকণ্ঠে মঙ্গলগীত
ভাবী বধু করে শোনবার ভান
আদতে বরের নাম ও গোত্র
জানার জন্যে খাড়া রাখে কান ॥

৪৩

আমার বিয়ের প্রাক্‌কালে ঠিক
একদল মেয়ে মঙ্গলগীত করে
বেতসকুঞ্জে নওজোয়ানেরা
তাই শুনে বুঝি হাসে উচ্চৈঃস্বরে ॥

৪৪

ঘনিয়ে এসেছে চতুর্থীর সে বিচ্ছেদ ;
তাই বধূটির হাতে
যেন অশ্রুর স্বেদাক্ত হাত বরেরও—
যুগপৎ শঙ্কাতে ॥

৪৫

নতুন বউয়ের সঙ্গ কেন যে ভালো লাগে এত !
মুখ তোলে না সে, ছুঁতে দেয় নাকো তাকে
চুপ ক'রে আছে, টুঁ শব্দ নেই। তা হলেও যেন
এর ভেতরে কী রহস্য এক থাকে ॥

৪৬

নতুন বরটি ঘুমোবার ভান ক'রে
পড়ে ছিল ডান কাতে
নববধূ তার উরুতের ফাঁকে রাখা
গাঁটছড়া নিল হাতে ॥

৪৭

প্রশ্ন করলে উত্তর নেই, গায়ে হাত দিলে কাঁপে
চুমো খেলে ফেলে কেঁদে
সেই নববধূ কথাটি কয় না, দোষের ভাগী সে বর
নেয় তাকে বুকে বেঁধে ॥

৪৮

হে মাসী, এ গাঁয়ে যুবক বলতে
মনে হয়, লোকে একজনকেই জানে
তাকে দিয়ে শুরু সব গল্পের
পরিশিষ্টেও তাকে দিয়ে ছেদ টানে ॥

৪৯

আমরা যে-কথা বলি সেই কথা
বলে তো সর্বজনে
সেই একই কথা যখন সে বলে
শুনে হয় সুখ মনে ॥

৫০

যদি সার্থক সুখ পেতে চাও, তবে সন্তর্পণে
জেনে বুঝে নাও কে তোমার প্রিয়—
মনের মানুষ মিলবে যেজন, তার হৃদয়ের ডালা
খুললেই পাবে সুখ যাবতীয় ॥

৫১

যাকে দেখে, ও মা, নয়ন জুড়ায়

যার চিন্তায় নেচে ওঠে মন

কানে মধু ঢেলে দেয় যার বথা

চির রমণীয় সেই প্রিয়জন ॥

৫২

ঢলঢলে স্তন স্বস্থানচ্যুত হয়ে

দেখ, তার উঁচু মাথা হ'ল হেঁট

হৃতযৌবনা সেই বৃদ্ধারই মতো

আমাদেরও শেষ অবলম্বন পেট ॥

৫৩

হে দিনের পতি, প্রত্যূষে দাও দেখা

মধুর আলোয় খুলে দাও সকলের চোখ

রাত্রি কাটাও অন্য কোথাও তুমি

আকাশের শোভা ! তোমাকে প্রণাম, জয় হোক ॥

৫৪

বিপরীত-রীতে নিজে অত পাকা হয়েও

শুধাও আমি কি সন্তানসম্ভবা ?

কলসি উপুড় করার পরেও কেউ কি

জল প্রত্যাশা ক'রে থাকে কখনও-বা ?

৫৫

যোগ্য বয়সে শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণ

বসলেন গিয়ে বিবাহবাসরে

তরুণ গোপীরা চেপে গেল সব কিছুই

যশোদা তাদের কে হন, কী ক'রে ॥

৫৬

হৃদয়ের পটে বাসনার রঙ-তুলিতে
　　　　এঁকেছিলাম যে ছবি
বালকসুলভ ঠোঁট টিপে হেসে নিয়তি
　　　　মুছে দিয়ে গেল সবি ॥

৫৭

ষোলকলা হল পূর্ণ চাঁদের, আজ পূর্ণিমা
　　　　ঝিকমিক করে চৌদিকে সোনা
দ্বিতীয়ার সংসর্গে কিছুটা কৃশ হ'লে, তবু
　　　　করছি তোমার পদবন্দনা ॥

৫৮

দূরদিগন্তে সে যেই হয়েছে উধাও
　　　　সরিয়ে নিয়েছি দু-নয়ন
তার সঙ্গেই ঘুরছে তবুও অবাধে
　　　　আমার এ আমি-হারা মন ॥

৫৯

তার কথা কেউ বললে তোমার রোমাঞ্চ হয়
　　　　রাগ প'ড়ে যায় তোমায় সে কিছু বললে নিজে
সামনে এলেই তোমার যে শুরু হয় শিহরন
　　　　বাহুতে বাঁধলে সে তোমাকে, হায়, করবে কী যে ॥

৬০

ভর দিলে নামে, ডানা ঝাড়া দিলে
　　　　পা-র অর্ধেক ফসকায়
সরু মগডালে পড়ি-মরি ক'রে
　　　　টাল সামলিয়ে ঠাঁই পায় ॥

৬১

অধরের সুধা পান করবার স্পৃহায়
তোমাকে যে দিই রতিসুখ অতি
তা ব'লে অসতী ভেবো না আমাকে, হে নাথ
নইকো বেহায়া ছলাকলাবতী

৬২

খাদ্যে পানীয়ে অসতী মহিলা
করেছে এমন বশীভূত কুত্তাকে
উপপতি এলে ল্যাজ নাড়ায় সে
গৃহপতি এলে ঘেউ ঘেউ ক'রে ডাকে ॥

৬৩

পাড়ার মধ্যে হঠাৎ ব্যাধের
ধনুক চাঁছার উৎকট শখে
মরাকান্নার চেয়েও চেঁচিয়ে
শাশুড়ী কান্না জুড়লেন শোকে ॥

৬৪

স্বভাবে নেইকো প্যাঁচ পয়জার, তবু
প্রিয় খুশি হয় টেরাবাঁকা ভঙ্গিতে
আমাদের নেই গত্যন্তর কোনো
চোখের অশ্রু পারা যায় মুছে দিতে ?

৬৫

ধবধবে সাদা হয়েও, হে সুন্দর
তুমি তোফা রঙ ধরালে আমার মনে
রাগরঞ্জিত আমার হৃদয়ে থেকেও
গা নেই, সুজন, কেন মনোরঞ্জনে ?

৬৬

চঞ্চু ফোটালে রসে বিগলিত

সে আম তোতার সারা গা ভেজায়

তার দেখাদেখি ভ্রমরের দল

গন্ধে গন্ধে সেই পথে ধায় ॥

৬৭

এখানে শাশুড়ীঠাকরুন শোন, এইখানে আমি,

এইখানে আর সবার বিছানা।

রাতে ভুল ক'রে শুয়ো না আমার বিছানায় এসে

বুঝলে, পথিক ? ওহে, রাতকানা !

৬৮

মিলনে যে সুখ দিয়ে মেয়েদের

এমন মজানো

বিরহে হয় তা আকণ্ঠ গিলে

ওগরানো যেন ॥

৬৯

দুপাশে পীনোন্নত স্তনযুগ

রাস্তা আটকে রাখে আগেভাগে

যমুনায় ফেনপুঞ্জের মতো

গলার হারটি জ্ব'লে ওঠে রাগে ॥

৭০

সারা বনে ছিল একটাই বীজ বটের

চারা থেকে শেষে হল মহীরুহ মস্ত

নিজেকেই নিজে তুলেছে সে এত উর্ধ্বে

ফলে, আর সব গাছ তার অধীনস্থ ॥

৭১

যাঁদের অনেক গুণ আছে, যাঁরা ত্যাগী,
যাঁরা বিদগ্ধ জ্ঞানী
হে বিচক্ষণ দারিদ্র্য, তুমি প্রিয়
তাঁদের সবার জানি ॥

৭২

ওগো সুন্দর, সব তিথিতেই রোজ
চাঁদ দেখে যদি পেতে চাও তুমি সুখ
গুণ্ঠনটুকু সরালেই সম্মুখে
পাবে অবিকল সেই মসৃণ মুখ ॥

৭৩

অচিরে সকল দিকের রাস্তাঘাটে—
এব্ড়ো-খেব্ড়ো, হোক ত্রিভঙ্গ
হাঁটা চলা হবে বেজায় মন্দগতি
মনোরথেও তা হবে অলঙ্ঘ্য ॥

৭৪

মা গো, কেউ যদি বলে, 'বাঁশপাতা
লেগে আছে চুলে তোমার বধূর'
আমি তাকে বলি, 'তোমারও তো বাপু
ধুলোতে বালিতে পিঠ পাণ্ডুর' ॥

৭৫

এই সে অগ্নিশর্মা, এই সে জল হয়, দেয়
ইচ্ছাকল্পতরুর বিধান,
মাৎসর্যের বলি হয়ে খালি ব্যথা পায় মনে
এ সমস্তই প্রেমের সোপান ॥

৭৬

গুজব মেশানো তোমার যে কথা তার
কানে আসে অবিরত
নীর থেকে ক্ষীর গ্রহণে পটু সে মেয়ে
রাজহংসের মতো ॥

৭৭

সরলা, প্রিয়ের কতদুর ঠিক দৌড় জানতে
পাও না কি তুমি লজ্জাভয় ?
মরুবকফুল সদৃশ গন্ধ আছে জেনে রেখো
ছড়ানো তারও শরীরময় ॥

৭৮

হে মূঢ় বালিকা, ধোবার পরেও
ভাবো ধাতুরাগ বুঝি থেকে যায়
নবপল্লব সদৃশ দুহাত
কচলাতে থাকো তাই পুনরায় ॥

৭৯

দেখ হে সুতনু, শরতে কী শোভা !
জল ফেলে দিয়ে ধলা মেঘগুলো
যেন সম্ভব নুনের পাহাড়,
ডাঁই ক'রে রাখা যেন পেঁজা তুলো ॥

৮০

খড়্গহস্তে ঘাতকেরা চলে আগে
পিছনে কুঞ্জকানন
সে দিকে তাকিয়ে মহিষেরা নেয় দেখে
চিরজীবনের মতন ॥

৮১

ও মেয়ে, তোমার অমন মিষ্টি মুখ

তাতে লেগে আছে চোখের জলের ফোঁটা

মোছো তাড়াতাড়ি, সে যেন মোটে না দেখে

নয়তো ভাববে প্রসাধন বুঝি ওটা ॥

৮২

গাঁয়ে ঢুকবার রাস্তাটা যেন

রমণীর সিঁথি কাটা

মাঝে একফালি পাঁক, দুই পাশে

কর্দমাক্ত আঠা ॥

৮৩

জামাই এসেছে, বিকেলে মেয়েটি গা ধোয়

পিছনের খিড়কিতে

চুড়ির শব্দ ভেসে এসে কানে জাগায়

কামভাব ইঙ্গিতে ॥

৮৪

এর আগে এক লড়াইতে চড় খেয়ে

কানে-তালা-ধরা বুড়ো পালোয়ান

মালকোঁচা মেরে দাঁড়ালো সামনে যেই

ভীরু মল্লের ধড়ে এল প্রাণ।

৮৫

মল্লবীরের বউ হে, তা ব'লে তোমার

লজ্জা পাবার ঘটেনি কোনোই কারণ

স্বামীটি তোমার ঢাক পেটাচ্ছে পেটাক

তুমি নাচো, গাও, কাটাও সুখের জীবন ॥

৮৬

এরা সকলেই কুকুরের মতো পা-চাটা
এদের ওপর আর আদৌ ভরসা নয়
কার্যোদ্ধার ক'রেই পেছন ফিরবে
কাজ মিটে গেলে বাবুদের আর ত্বর সয় ?

৮৭

আমার কুকুরী বাসা তুলে যায় আর কোনো গাঁয়
পেছনে চলেছে কুকুরেরা একপাল
আহা, কী কপাল ক'রে জন্মেছে কুকুরের ঘরে
শতায়ু হয়ে সে বাঁচুক দীর্ঘকাল ॥

৮৮

বলো ঠাকুরপো, আমাকে সত্যি ক'রে
এখানে এই যে স্তাবক কুকুর
কে তাকে শেখালো হয়ে গেলে কাজ ফতে
সঙ্গে সঙ্গে মারো ভোঁ-দৌড় ॥

৮৯

গোলায় ফসল তুলে দিয়ে হেলেচাষী
গানে বাজনায় মাতে
নতুন ধানের চালের গুঁড়োর মতো
শুভ্র চাঁদিনী রাতে ॥

৯০

কলমক্ষেতের রক্ষয়িত্রী কোমল চরণে
ছাপ রেখেছেন নরম কাদায়
আল দিয়ে জল বাঁধার কারণে তির্যক রেখা
লাঙলের ফালে খালি উঠে যায় ॥

৯১

সংকেতস্থল হবে ছারখার এই আশঙ্কা
তত বেশি বাড়ে যত দিন যায়
যেমন কলমক্ষেত্র তেমনি পালয়িত্রীও
উভয়েই একসঙ্গে সিজায় ॥

৯২

ভাত-ব'য়ে আনা মেয়েদের দিকে যেই
অপরিপক্ক চাষীর নজর পড়ে
জোয়ালের দড়ি না খুলে বেচারা ভুলে
গরুর নাকের নথিটা আলগা করে ॥

৯৩

তুষারধবল তিলক্ষেতে হালচাষী প্রত্যূষে
উঠেই যখন ছোটে
অসতীর হাঁটা দীর্ঘ হরিৎ শুঁড়িপথ দেখে
অখুশী হয় না মোটে ॥

—হাল

৯৪

বর্ষা দুয়ারে, পথিক চাইছে সুখে
অচিরে ফিরতে বাড়ি
পথ সংক্ষেপ ক'রে চ'লে যাবে
যত পারে তাড়াতাড়ি ॥

৯৫

মনুষ্যলোকে ভাগ্যবন্ত তারাই
যারা অন্ধ ও বধির
কুলোকের কথা শোনে না, হয় না দেখতে
শঠেরা বনছে আমির ॥

৯৬

যখন প্রেমের বিষে জ্ব'লছিল শরীর
তখন নেয়নি খোঁজ
এখন চেষ্টা ঢোকানো যায় কী ক'রে যে
তাতে কোনোমতে গোঁজ ॥

৯৭

বলেনি ও বুঝি ! তোমাকে দেখবে ব'লে সে
টুলের ওপর আরো টুল জোড়া দিয়ে
উঁচুতে ওঠার পর পা ফস্‌কে হঠাৎ
মাটিতে সপাটে পড়েছিল উল্‌টিয়ে ॥
—মেঘনাদ

৯৮

চোর জোচ্চোর, লম্পট, ছোটলোকদের ডেকে
মোরগ জানায়,
'রাত শেষ হ'ল, বামাল সরাও, মজা মারো, যাও
যার যার গাঁয় ॥'

৯৯

মনে হয় ওরা কলহ অন্তে করে
একে অন্যের সহবত
চেয়ে অপাঙ্গে চোখে রাখে ওরা চোখ
মিলে যায় হেসে যুগপৎ ॥

১০০

সন্ধ্যাহ্নিকে জলগণ্ডূষে গৌরীর মুখচিত্র
দেখবার পর ব'সে ঐ
হর আওড়ান কাঁপা কাঁপা ঠোঁটে হিং টিং ছট মন্ত্র,
হরকে নমস্তস্মৈ ॥

১০১

হাল-বিরচিত সাত-শোটি গাথা
সমাপ্ত এইখানে
প্রাকৃত কাব্য কী যে রমণীয়
সকল রসিক জানে ॥

ধর্মের কল

সুবীর রায়চৌধুরী

স্নেহভাজনেষু

স্বর্গীয়

দরজা ভেজানো ছিল

অনভ্যাসে
নত হতে না পারায়
মাথা ঠুকে গিয়েছে বাঁনকাঠে

ফুটো মালসা, জল শেষ
উঠোনে তুলসীর প্রেতচ্ছায়া
নাচায় প্রদীপ

দাওয়ার ওপর রাখা
জলচৌকি
পা-ধোয়ার জল, গামছা
কাঠের খড়ম

দড়ির আলনায় ঝুলছে
উর্দি ছেড়ে পরবার মতন
আটপৌরে কাপড়

শূন্য ঘর,
পিঁড়ি পাতা,
পাথরে গরম ভাত,
কাঁচালঙ্কা, গন্ধরাজ লেবু
মেঝেতে শোয়ানো হাতপাখা

বাইরে শব্দ কাঁচের চুড়ির—
ছুটে গিয়ে দেখি
অবিকল তার মতো
অথচ সে নয়

অন্ত্যমিল অনুপ্রাস
উৎপ্রেক্ষা যমক
কিছু নেই

সাদা সিঁথি, মোটা থানে তাকে
দেখাচ্ছে স্বর্গীয় ॥

এক মাঘে শীত যায় না

বাছারা যাতে কিছুতেই অনশনে না মরে
তাই পাঠানো হয়েছিল
কামান-দাগা ট্যাঙ্ক

পাছে তারা নাকের-জলে-চোখের-জলে হয়
কাঁদানে গ্যাসের মজুতে তাই
টান পড়েছিল

ময়দানের এ-কোণ থেকে ও-কোণ
কচি কচি গলায়
ঢেউয়ের মতন আছড়ে পড়ছিল গান :
'শেষ যুদ্ধ শুরু আজ, কমরেড···
গাও ইণ্টারন্যাশনাল···
মিলাবে মানবজাত'

আর ভিড়ের মধ্যে একা হয়ে
ছবির হরফে তখন একজন চিঠি লিখছিল :
'আমরা কোনো অন্যায় করিনি, মাগো···'

বিনা মেঘে বজ্রাঘাত ঠিক তখনই

শূন্য শ্মশানে শুরু হল
রক্তবসনে
জনগণতান্ত্রিকের শবসাধনা

টাটকা ঘাসের চাপড়ে
চাপা পড়ে গেল চাপ চাপ রক্ত
ঝাঁটার হাত ফস্‌কে থাকার মধ্যে রইল
জামার কয়েকটা বোতাম, জুতোর ছেঁড়া ফিতে
মাথার কয়েকটা ক্লিপ
বইয়ের ভাঁজ থেকে খ'সে-পড়া ফুলের শুকনো পাপড়ি

দেয়ালের লেখাগুলো বুকের মধ্যে খোদাই হয়
কানের কাছে গুনগুন করে গান—
একবার বিদায় দে মা, ফিরে আসি ॥

মুক্তকণ্ঠে বহুবচনে

কত সাধ যায় রে চিতে

দাদার হাতে রথের রশি
বলেছিলাম
　　　　তত্ত্বমসি

গাছে ছিল আঁকশি দেওয়া
সবুরে ঠিক
　　　　ফলবে মেওয়া

শিকে ছিঁড়লে…

শিকে ছিঁড়লে বেড়ালের ভাগ্যে
করবে সবাই আপনি-আজ্ঞে

হতে পারলে রাজাগজা
তখন তোর
অর্থাৎ কিনা, ভাগ্যমন্তর
বারো মাসে বাহান্ন মজা

হা কপাল…
হায়, আজ এ কী হল হাল

হল যেই ইন্দ্রপতন
ঘটে এ কী ঘোর অঘটন

হা কপাল, রাজার দুলাল
ফেলে দিয়ে ঢাল তরোয়াল
হয়ে রণ-ছোড় বাবাজী

ভুঁয়ে পেতে ভোটকম্বল
দিতে চান সবাইকে কোল
শ্রেণীমতনির্বিশেষে
ইস্ কী সর্বনেশে…

বলেন, সবার ওপর সত্য
প্রকৃতি মা-র কোল-জোড়া-ধন
জগৎজোড়া মনুষ্যত্ব

ইস্, কী সর্বনেশে

শস্ত্র কেটে শুধ্‌রে বানান
নিরাকার শাস্ত্র আবার
মানুষের মতন আকার
যেই পায় ধড়ে ফেরে প্রাণ

দারুভূত ত্রি মূর্তিমান
হাতে ঢাকে
চোখমুখকান

তিন কাল গিয়ে এক কাল
হাতে রয়
যারা আজ ধ'রে আছে হাল
এখন কি সয়
দাদার ঐ উলট পুরাণ

সমুখে মহাপ্রস্থান···

অতএব উঠল ধুয়ো
তাকিও না কেউ পেছনে
দাদাকে দাও জোর্‌সে দুয়ো
থাকব আমরা আপন মনে

কত সাধ যায় রে চিতে
দাদার মুখে আগুন দিতে

সদলে বাইব উজান
নইলে যে মহাপ্রস্থান ॥

গদির মধ্যে য়দি

গদি
তার মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে থাকে

জী-হাঁর পিছে লুকিয়ে রেখে হাঁ-কে
শান্তশিষ্ট ল্যাজবিশিষ্ট এক পশুরাজ
যদি

ঘাঁটি
যতই কেন আগ্‌লে রাখুক সদলে সবলে
কথার সঙ্গে কাজের অমিল মাত্রাছাড়া হলে
আস্তে আস্তে পায়ের তলায় সরে যাবেই
মাটি

হাঁড়ি
যেন না ফাটে হাটের মধ্যে হঠাৎ
দেখার জন্যে যথাস্থানে দেওয়া হয়েছে বরাত
তবুও ভয় কখন কী হয় ছেড়ে যেন যায়
নাড়ি

মালুম
হয় না যখন কোন্‌খানে ঠিক ফারাক
সৎ-অসতের, কোথায় থাকছে ফাঁক
ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়বে হঠাৎচমকা
হালুম ॥

সাত রাজার ধন

এমন মানুষ
ইতিহাসে হাতে-গোনা
যার হাতে প'ড়ে
ধুলোমুঠি হয় সোনা।

ছনিয়া ডাকছে
তার দিকে হাত বাড়িয়ে
যেখানে শেকড়
সেখানে সে থাকে দাঁড়িয়ে।

বয়সের ঘাড়ে
তুলে দিয়ে সব বোঝা
ঝাড়া হাত-পায়
সে হাঁটে সটান সোজা॥

নিরঞ্জন

মাটিতে দাগ দেখে দেখে
আততায়ীকে
আমি অনুসরণ করছিলাম

হাতেনাতে
এবার তাকে ধ'রে ফেলব

একটু নেমে গিয়ে
শুক্‌নো বালি
তার ওপর ছাপ আরও স্পষ্ট

এবার তার
পালাবার কোনো উপায় নেই

হঠাৎ আমার দুপায়ে
আছড়ে এসে পড়ল ঢেউ

মুখ তুলে দেখি
সামনে যত দূর দৃষ্টি যায়
শুধু জল

তাতে কারো কোনো চিহ্ন থাকার নয়॥

নেই মানে ?

'নেই মানে'
এক কৌটোর নাম
আমার ছোট্ট নাতনির

সমানে তাতে হয় যোগাতে
চাকুম-চুকুম
আমাকে দিনরাত্তির

ওর ধারণা, আমার কাছে
মজুত আছে
হরিদাদার ভাণ্ড

উপুড় করলে ওর কৌটোয়
আসবে মুঠোয়
তামাম এই
বিশ্বব্রহ্মাণ্ড

একদিন তো পড়তে হবেই
সটকে

নাতনিকে তাই
আমি শেখাই
ষট্কে

আমাকে না দেখেও যাতে
অসাক্ষাতে
বলতে পারে
সজ্ঞানে —
'নেই মানে?'

বুড়ি বসন্ত

ফুল থাক ফুলের মতো
খাঁড়া খাঁড়ার মতো

ফুল তুলে কেউ যেন আমাকে কাটতে
খাঁড়া তুলে কেউ আমাকে
যেন গন্ধ শোঁকাতে না আসে

যার যে জায়গা
সেখানেই সে যেন
মাটি কামড়ে প'ড়ে থাকে

জল থাক জলের মতো
আগুন আগুনের মতো

এ ওর পা মাড়িয়ে দিয়ে
জল যেন জ্বালাতে
আগুন যেন জুড়োতে না চায়

হুন নিয়ে
এখন আমি পাকা ঘরে

এ বড় বাহারে খেলা
আমার চারদিকে আল দিয়ে রেখেছে
সময়

আলটপকা হয়ে
যেদিকে দুচোখ যায়
যেতে ইচ্ছে করে

ছাড়ের মধ্যে বাঁধন
বাঁধনের মধ্যে ছাড়
দিনের মনে দিন থাক
রাত তার মনিহারি জিনিস ফেরি করুক

হুন নিয়ে
এখন আমি আমার পাকা ঘরে ॥

হাল ছাড়া

দিন আসছে
জমবে খাসা
মচ্ছব

মোদের গরব
মোদের আশা···
ব'লে ও ভাই

াচব সবাই
থেকে যে যার তালে

জন্মদুঃখী নাচার
তলিয়ে যাক
পানি না পেয়ে হালে

তরজনের আর কিছু না জুটুক
মাথায় উঠবে মুটুক
অবশ্যই কাঁটার

পড়ে খাবে লাভের গুড়
পঙ্‌ক্তিভোজের পাতায়

ছেঁড়া কাঁথায়
মিলবে দেদার
ধুয়ে খাওয়ার
মুখরোচক অতীত

াড়া রাস্তা, পোড়া বস্তি
মনের মধ্যে অস্বস্তি

মাথার ওপর ঝুলে রয়েছে
খাঁড়া

দিকে যায় দুচোখ, সব
পড়ন্ত বা
পতিত

রনো বাড়ি, সাবেক পাড়া
পার্ক ময়দান পুকুর ডোবা
হাত পড়ছে
বেবাক ব্যথার জায়গায়

হাত পড়ে না কী জানি কেন
ভস্মলোচনের গায়

কাটা খালে করেছে ভিড়
কালো টাকার কুমির
এখন তারাই আকাশটাকে ঢাকে
ইঁটপাথরের বানানো মৌচাকে

চাঁদির জুতোয়
লাঠির গুঁতোয়
বাড়ি-ছাড়ার মিছিল

মুছে যাচ্ছে পায়ের চিহ্ন
গুলির দাগে ছিন্নভিন্ন
রক্তঝরা পাঁচিল

হাত বদলায় শহর কলকাতা
নগরলক্ষ্মী পথের ধুলোয়
বিছান ছেঁড়া-কাঁথা

চোখ-ধাঁধানো আলোয় আর
কান-ফাটানো তাসায়
করেন গৃহপ্রবেশ
সিদ্ধিদাতা গণেশ

কলকাতা আর থাকে না তার
আগের সেই বাসায় ॥

ফেউ

আমি জানি
আমার প্রত্যেকটা গতিবিধির ওপর তার নজর
ফেউ হয়ে
সারাক্ষণ সে আমার পেছনে লেগে আছে
নিজেকে একা মনে ক'রে
আগে যেসব জায়গায় যেতে গিয়ে গা ছম ছম করত
এখন আর করে না

গায়ে তার খাঁকির হাফশার্ট, না লংক্লথের লাট-ভাঙা পাঞ্জাবি
আঙুলে পলার আংটি না তামার রিং
শাঁসে জলে গোলগাল, নাকি গালচড়ানো চোয়াড়ে
হাতে তাবিজ, না পুরনো পয়সার মতো টিকের দাগ
গালে ঠোসানো পানদোক্তার পুঁটুলি, না ঠোঁটে টেপা খৈনি
খয়াখর্বুটে, না আখাম্বা লম্বা
বাঁ হাতে নেয় ডান হাতে খায়, না বাঁয়ে আনতে ডাইনে কুলোয় না
ল্যাঙট-আঁটা সন্ন্যাসী, না কানে-আতর গোঁজা লম্পট

হুজুর, ধর্মরাজ ! আমি তার কিছুই জানি না
চর্মচক্ষে দেখিনি
তবে যত দুর মনে হয়

তার বুকপকেটে ঠিক্‌রে থাকে বাঁধানো একটা নোটবই
তাতে পাতায় পাতায় ভুল-বানানে ভর্তি
আমার নাম
আর সেইসঙ্গে দায়রায় সোপর্দ করার মতো
যাবতীয় পারিপার্শ্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ
আমাকে ফাঁসিতে লটকাবে ব'লে
ক্রমাগত নথিভুক্ত হয়

সে যাতে কখনই আমার মনে স্থান না পায়
তার জন্যে
আমি পেছনে তাকাই না
ধূর্ত বাঘের মতো
আমি তাকে গন্ধ দিয়ে চেনবার চেষ্টা করি

যখন আমি কোনো উঁচু বাড়ির ন্যাড়া ছাদে উঠি
কোনো ইঁদারায় ঝুঁকে প'ড়ে নিজের মুখ দেখি
আসন্ন ট্রেনের আগে আগে লাইন পেরোতে যাই
ঘুমের বড়িগুলো হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করি

পেছন থেকে হাঁ হাঁ করে ছুটে আসে
এক শশব্যস্ত পদশব্দ

আর আমাকে চমকে দেয়
একেবারে ঘাড়ে এসে পড়া
কার যেন গরম নিশ্বাস ॥

উড়ো চিঠি

ব'সে রয়েছি পা ছড়িয়ে
খরায়
স্মৃতির নৌকো আটকে আছে
হাঁটুজলের চড়ায়

শুকনো ডালে হল্‌দে পাতার
মাটিতে চোখ
যেখানে রক্ত, ছিন্নভিন্ন
পাখির পালক

হৃদয়ের লাল ডাকবাক্সে
ফেলা চিঠিতে
নাম লিখেছি, ভুলে গিয়েছি
ঠিকানা দিতে

ব'সে রয়েছি কালবোশেখি
ঝড়ের আশায়
ভালবাসা বাড়াচ্ছে হাত
নীলকণ্ঠ পাখির বাসায় ॥

কিংবদন্তী

শেষ করেছে পেয়ালা।
বুড়োর এখন দেয়ালা ॥

হেঁড়ে গলা, মুখ গোম্‌রা
নিশ্চয় কোনো হোমরা-চোমরা ॥

ওঠবার জন্যে মই।
পড়বার জন্যে বই ॥

সকলে ভেড়ের ভেড়ে,
সকলেই এক রা।
তাতে গণতন্ত্রের
থাকে নাকো ফ্যাকড়া ॥

ঝাণ্ডা বয় কেউ-কেটারা
ঠাণ্ডা ঘরে রয় নেতারা ॥

মাটিতে আর পা পড়ে না
কুর্সী ছেড়ে আর নড়ে না ॥

পণ চায় যে গুখেকোর ব্যাটা
মুখে মারো তার মুড়ো ঝ্যাঁটা॥

হাতে থাকতে রঙের তুরুপ
কেন যে কারখানায় কুলুপ ॥

ভাই, পাকিয়ে দেখ মুঠো।
সব ঝড়ের মুখে কুটো ॥

ভাঙতে দাদার বড়াই
রাস্তা-রোকোর লড়াই ॥

ঢোকে যদি বেনো জল।
পাঁকে ডুবে যাবে দল ॥

লক্ষ্মীর চেলাচামুণ্ডাদের উৎপাতে।
সরস্বতী দাঁড়ান এসে ফুটপাতে ॥

সরকারকে সেলাম।
না করলে গেলাম ॥

খাচ্ছি গাছের খাচ্ছি তলার
সংসদে জোর দেখাই গলার ॥

হরিদাদার দইয়ের ভাণ্ড।
উপুড় করলে ভাসে ব্রহ্মাণ্ড ॥

গৌরীসেনের বাপের টাকায়।
বাছাধনেরা ফলার পাকায় ॥

দেয়ালে লেখার জন্যে

রডনের ডনবৈঠকে করে
বাবুরা যে ওঠবোস
হাত থেকে পাছে খ'সে যায় তিন
পুরুষের খোরপোষ ॥

*

পরের ধনে, হাঁ,
পোদ্দার।
বাঁজোরিয়ায় বাঁ
জোরদার ॥

*

রাজা করবার লোভ দেখালেও ডাইনী
প'ড়ো না কো, দাদা, প্যাঁচে।
শেষকালে ও-ই কেড়ে নেবে মই
চড়িয়ে তোমাকে গাছে ॥

*

চোখে কালো ঠুলি, মুখে বাঁধাবুলি
বামে হো, বামে হো, বামে হো।
গোলে হরিবোলে টেনে নেয় কোলে—
রামা হো, রামা হো, রামা হো ॥

*

ব'সে দেখছিলে মঞ্চে পুতুলনাচ
কাঁহাতক দেখা যায় আর চুপচাপ
মনে হল, এ তো তোমারও হাতের পাঁচ
তেরে কেটে ব'লে, বাপ রে, কী তুড়ি লাফ!

*

ঠোঁটকাটা জব্দ কানকাটার কাছে।
উজির জব্দ পুঁজির কাছে ॥

এখন কে যায় ?

ফুলকপি শেষ হয়ে আসছে
উঠবে উঠবে করছে নতুন পটল
দূর ! এখন কে যায় ?

তোমার কথা মনে হলেই
াটির তলা দিয়ে তলা দিয়ে
ঠেলে উঠব
এ-মুড়ো থেকে ও-মুড়োয়
দিকের দুই সুড়ঙ্গ
শুধু জুড়তে যা সময়

াঝগঙ্গায় আর একটু শুধু ফাঁক
বাড়ানো দুহাত এক করতে পারলেই
ওপারে আমার মেজো মেয়েকে দেখে
টুক ক'রে গিয়ে টুক ক'রে
চ'লে আসতে পারব

মঝেয় সাদা কাগজ চিতিয়ে
রঙের বাক্স খুলে বসেছে
আমার দুই নাতনি
তারা কী আঁকে না দেখে
আমি নড়ছি না

াল আমার ডানদিক দিয়ে
একদল মড়া নিয়ে গিয়েছে
আজ ডান চোখ নাচছে
ভালো না হয়ে যায় না

কুড়ি পেরিয়ে একুশে পা দেবে
আমাদের বড় আদরের এই শতাব্দী
আমি উনুনে চড়িয়েছি
তার জন্মদিনের পায়েস

ঘুমপাড়ানী মাসিপিসিরা
বুকের বাঁ দরজায় যতই
ঠকঠক করুক

এমন মজার খেলাঘর ছেড়ে
দূর ! এখন কে যায় ?

যেতে বললে

কেউ যেতে বললে হয়
আমি অমনি
এক পায়ে খাড়া

যাবার জন্যে মন উচাটন হয়
কান খাড়া ক'রে থাকি
হয়ত কেউ
এখুনি দরজায় কড়া নাড়বে

দুর, কোথায় কী
জানলার পর্দা
হাওয়া কোঁচড়ে নিয়ে খেলা করে

পায়ের চটিটার দিকে তাকাই
যেমন ছিল
এখনও সেই অক্ষয় অব্যয়

ফতুয়াটা এখনও আনকোরা
বিড়ির আগুনে দগ্ধানো
শুধু কয়েকটা জায়গা

বললেই যাই
চোখের পাতা ফেলতে যা সময়
সেজেগুজে ফিটফাট
আমি তৈরি ॥

লাফ দেওয়ার গল্প

এক-পা এক-পা ক'রে পিছিয়ে আসছে সময়

দেখে একদল ছ্যা ছ্যা করছে
একদল দিচ্ছে দুয়ো...

'হ্যান করব ত্যান করব
সতীন কেটে আলতা পরব...
কত সব চ্যাটাং চ্যাটাং কথা !
ঝ্যাটা মারো ওদের মুখে ।'

একদল মুখে কুলুপ দিয়ে আছে
ভাবছে, সব গেল ।
এমন যে ঘটবে
কই, পাঁজিপুঁথিতে তো তা লেখা নেই !

একপাশে ধিক্কার, অন্য পাশে হাহুতাশ
তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে

এক আক্কেলমন্ত দানেশমন্দ
হঠাৎ মুখ খুলল।

বলল : 'শোনো বাপসকল,
চোখের মাথা খেয়ে তোমরা কি দেখনি
সামনে গড়খাই আছে ?

'একলাফে সামনে ডিঙোতে হলে যে
পিছিয়ে যেতে হয়,
কেন, বুজুর্গরা কি একথা তোমাদের শেখায়নি ?'

আগুন নিয়ে খেলা

জানলা সুদ্ধু চলন্ত ট্রাম
সরিয়ে নেয় মুখ
ছুটতে গিয়ে বিষম খায় স্মৃতি
কী যেন নাম ? কী যেন নাম ?
হুবহু তার মতো
নাচের তালে চল্‌কেছিল বুক

হোক পড়ন্ত বেলা
যতই চোখ রাঙাক উদ্ধত
শূন্যগর্ভ আকাশ

সরিয়ে ফেলে আদ্যিকালের
সমস্ত ছাইপাঁশ

অন্ধকারে ডুব দিয়ে ডুব দিয়ে
তুলে আনব হারানো সব খেই

খাতার ভাঁজে ভাঁজে
  শুকিয়ে কাঠ
    কাঁঠালিচাঁপা ফুল

হোক পড়ন্ত বেলা
ভয়-তরাসে জমবে খাসা
    ভালবাসায় আকুল

সর্বাঙ্গে আগুন নিয়ে খেলা ॥

জর্জ সেফেরিস-এর

অবতার

সেই ঈশ্বরপ্রেরিত দূত—
দেবদারুবৃক্ষে বেলাভূমিতে আর নক্ষত্রমালায়
ঠায় চোখ রেখে
আমরা তাঁর আশায় আশায় তিনতিনটি বছর হেদিয়ে মরেছি।
লাঙলের ফালে কিংবা জাহাজের তলকাঠে একাকার হয়ে
আদিভূত বীজ পুনরাবিষ্কারের জন্যে
আমরা হন্যে হয়ে বেড়িয়েছি
যাতে সাবেকি পালাগান ফের নতুন ক'রে শুরু করা যায়।

বাড়ি ফিরেছি ভেঙে খান খান হয়ে,
হাতপাগুলো আর উঠছে না,
মরচে আর নোনাজলের আস্বাদে
মুখগুলো ফেটে চৌচির।
ঘুম ভাঙলে আমরা রওনা দিয়েছি উত্তরমুখো,
কলহংসেরা তাদের শুভ্র ডানায়

উটকো আমাদের জখম ক'রে কুয়াশায় চুবিয়েছে।
শীতের রাতগুলোতে আমাদের পাগল ক'রে মেরেছে
পুবের ডাকাবুকো হাওয়া।
গরমের মরতে-না-পারা দিনমানের জ্বালায়
নিজেদের আমরা খুইয়ে ফেলেছি।

কলাবৌ শিল্পের এই খোদাইয়ের কাজগুলো
আমরা ফিরিয়ে এনেছি।
গুহার মধ্যে নিহিত আরও একটা কূপ।
আমাদের পক্ষে সুবিধের হয়েছে বিগ্রহ আর গহনাগুলো উঠিয়ে এনে
সেই বন্ধুদের মন পাওয়ার
যারা আজও আমাদের অনুগত।

দড়িদড়া সব শতচ্ছিন্ন, শুধু কুয়োর ঠোঁটের খাঁজগুলোই যা
আমাদের পুরনো সুখের কথা মনে পড়িয়ে দেয় :
কবির কথায়, কিনারার ওপরকার আঙুলগুলো।
পাথরের এক চিল্‌তে ঠাণ্ডাভাব আঙুলে এসে ঠেকে,
তারপর তাকে পেড়ে ফেলে শরীরের তপ্তজ্বর,

আর সেই গুহাগহ্বর তার আত্মাকে বাজি রেখে
মুহুর্মুহু হেরে যায়,
টইটম্বুর সেই নৈঃশব্দ্যে এক ফোঁটাও জল নেই॥

সখা হে

থামাও রথ, কেশব!
দিয়েছ আমায় তত্ত্বজ্ঞান যেসব
ফুরিয়ে গেছে
দিন তার

নারকী এই কুরুক্ষেত্র ছেড়ে
চাই এবার
পায়ের নিচে মাটি ।

রাজ্যলোভ, রক্ত, কাটাকাটি
আর নয় ।
নরোত্তম, তোমার হাত ধ'রে
ভুবন ভ'রে
দর্শন দিক
সমন্বয়,
সুখশান্তি,
যোগক্ষেম,
প্রেম

কুরুক্ষেত্রে জন্ম নিক
সখা হে,
আজ এই পুণ্যাহে
দুঃখহরণ চপলচরণ
হৃদয়-বৃন্দাবন ।

থামাও রথ, কেশব !
আমায় তুমি দিয়ে এসেছ
তত্ত্বজ্ঞান যেসব
ফুরিয়ে গেছে দিন তার ।

পদ্মআঁখি !
তাকিয়ে দেখ নতুন পথ
খুলে গিয়েছে চিন্তার

সরিয়ে ফেলে পাঞ্চজন্য,
ওষ্ঠে নাও বাঁশী

ফোটাও মুখে আবার ভুবন-
ভোলানো সেই হাসি,
জীবন হোক ধন্য ॥

বাপু হে

নিজেকে আমি খালি বলেছি, বাপু হে…
আর তো প্রায় মেরে এনেছিস
যাবজ্জীবন মেয়াদ
স্বয়ম্ভুর ব্যূহে

নামিয়ে রেখে ঘানির ভার
চোখের ঠুলি খুলে এবার
মনের সুখে দে শিস্

আর তো প্রায় মেরে এনেছিস
যাবজ্জীবন মেয়াদ
সামনে থেকে সরিয়ে ফেল্ গরাদ
ক্ষণেক হাতে দড়ি যেমন,
হাতেও চাঁদ ক্ষণেক
সারা জীবন
দেখেওছিস অনেক

সুন্দরে কে কুচ্ছিত ? কে
মন কেড়ে নেয় রূপ ছাড়াই ?
কে সিধে, কে মিচ্‌কে ?
বন্ধু সেজে বাঘনখে কে আঁচড়ায় ?

সব জেনেছিস

বিষ অমৃত, অমৃতে বিষ

মন্দে ভালো, ভালোয় মন্দ

যেমন ভদ্র, তেমনি ইতর

দেখার আর বাকি রইল কী তোর ?

দু-পা দু-হাত নড়িয়ে নড়িয়ে

জীবনের বীজ ফেলে ছড়িয়ে

পেয়েছিস যা খন্দ

সেও তো ঢের

—নয় কি ?

পোড়ার মুখো,

যেমন দুঃখ, তেমনি সুখও

সমস্তই তার জের

যখন তোর কিছু বাকি নেই বুঝতে

মুখ খুলে আজ চোখ বুঁজতে

ভয় কী ?

হচ্ছেটা এই

মিষ্টি …

হ্যাঁ,

মিষ্টি

গদির গায়ে

একদলা

চিটেগুড়

লালকালো লালকালো
লালকালো লালকালো

পিঁপড়েগুলো

বড়োরা যেদিক দেখায়
সেইদিকে
সারবন্দী হয়ে দাঁড়ায়

ঘুরে ফিরে
এ ওর মুখ থেকে
স্লোগান নেয়

সব বন্ধ্
কারখানায় কুলুপ-আঁটা
আপিসে ফক্কিকার
পাকাধানে মই-দেওয়া

খালি হাতে
ক্ষুদে ক্ষুদে পিঁপড়েগুলোর
পেটে পিঠ ঠেকে
গলা শুকিয়ে কাঠ হয়

বোকাদেরই মরণ

পা-চাটারা গুছিয়ে নেয়
ভোটবাজির ভোজবাজিতে
ভানুমতীর খেল্ দেখায়

কিছু না পেয়ে
বোকারা দেয় আগুনে হাত

সাবধানে গা বাঁচিয়ে
বংশের বাতিকে আকাশপ্রদীপ ক'রে
ডেঞো-পিঁপড়েরা মহানন্দে খেয়ে চলে

এজমালি
লাভের গুড় ॥

ধর্মের কল

১

বসুদেব .
'হে, ধনঞ্জয় ! যারা রাজারাজড়া আর দৈত্যদানবদের হারিয়েছে, তাদের না দেখেও আ বেঁচে আছি। যে সাত্যকি আর প্রদ্যুম্ন ছিল তোমার প্রিয়শিষ্য, বৃষ্ণিবংশের জাঁহাবাজ বী এমন কি খোদ বাসুদেবেরও প্রিয়পাত্র—তাদেরই দুর্নীতিতে যদুকুলের এই ক্ষয়।'

সময়টা সুবিধের নয়
কিছু না ক'রে
যে পারে সেই হাতিয়ে নিচ্ছে

খোলা মঞ্চে
চোখের পর্দাটুকুও না ফেলে
বহুরূপীরা
ঘড়ি ঘড়ি নিজেদের রং বদলাচ্ছে

কার হাত, কিসের হাততালি
কিসেরই বা জয়জোকার
মুখ দেখে কিছুই ঠাহর হচ্ছে না

শুনি নাকি রাত্রে
দরজায় দরজায় কড়া নেড়ে যায়
এক ন্যাড়ামুণ্ডি
কালো-কটাসে কালপুরুষ

আমি শুধু এইমাত্র দেখেছি
মর্গে
ময়না-তদন্তের জন্যে অপেক্ষা করছে
লাইনবন্দী লাশ

রাতদুপুরে গেরস্থের ঘরে ঢুকে
ধেড়ে ইঁদুরের দল
ঘুমন্ত মানুষের চুল আর নখ
কেটে নিয়ে যাচ্ছে

হাম্বাগুলো শোনাচ্ছে ঠিক হালুমের মত
ছাগলেরা রপ্ত করেছে
হায়েনার হাসি

ঘোড়ার পেট থেকে বেরোচ্ছে গাধা
ভিক্ষের ঝুলি থেকে যক্ষের ধন
নামাবলীর ভেতর থেকে নেপালা

নগর-সঙ্কীর্তনে
এখন হরিবোলের জায়গায়
বলোহরির রমরমা

মা-লক্ষ্মীদের জন্যে কাটা হচ্ছে
লক্ষ্মণের গণ্ডি
তার বাইরে পা দিলেই রাক্ষসে ধরবে

'ভো ভো, পুরবাসিনীরা!

দ্বারকায় এখুনি এসে পড়বেন তৃতীয়পাণ্ডব
মা ভৈঃ ! মা ভৈঃ !'

কে আসবে ? তৃতীয়পাণ্ডব !
ধ্যুস্,
উনি যে গাণ্ডীব তুলবেন, সে ক্ষ্যামতাও তো ওঁর আর নেই ॥

২

ব্যাসদেব .
'হে পার্থ ! সময় সহায় হলে সুবুদ্ধি, তেজ, অনাগতদর্শন—যা হওয়ার সবই হয়। আবার অসময়ে সবই খোয়া যায়। কালই জগতের বীজস্বরূপ ! কাল বলবান হয়েও ক্ষমতা হারায়, প্রভু হয়েও হয় পরের আজ্ঞাবহ। তোমার অস্ত্র তার স্বস্থানে ফিরে গেছে। এবার তুমি মহাপ্রস্থানে যাত্রা করো।'

সব একসা হয়ে আছে –
জঙ্গলের মধ্যে ঘর
আর
ঘরের মধ্যে জঙ্গল

এক গোলগাল গৃহস্থের মাথার চালে
ঘাড় কাত ক'রে আছে
ধর্মের কল

মনে রেখো, বাপসকল
লাঠিকে তোল্লা দিলে নিশান হয়
নিশানকে ওল্টালে লাঠি

কেতুর জোরে কাজ না হলে
রাহু আছে
গিলতে

ফুটপাথময় খড়ি পাতা
যারা হাত বার করতে ভয় পায়
টুক ক'রে খাঁচা থেকে বেরিয়ে
একটা চড়াই
তাদের ভাগ্য গণনা করে দিচ্ছে

যারা কথা বলতে জানে না
তারা ভাষণ দেয়
যারা কোনো কথাই কানে তোলে না
তারা শোনে
যারা দেখতেই পায় না, তারা দেয়াল লেখে

যারা কুটো ভেঙে দুখানা করে না
তারাই কল টেপে
হাততোলা হলে নুলোরাও
হাজিরার খাতায় টিক মারে

বনবাসে এলোচুলে
দুঃখিনী মা আমার! আমি আসছি
হাওয়ার উজানে বুক টান ক'রে
মাটিতে পা টিপে টিপে

বড় বেশি গায়ে-পড়া হয়ে আছে
কাঁটাগাছের ডালগুলো
তার মানে,
অনেকদিন কেউ এ-পথ মাড়ায় নি

যে বাউলেরা মধু আনতে গিয়েছিল
তারা ফেরে নি
বনবিবিকে পুজো-দেওয়া তাদের ঘটপট
এখনও মাটিতে ছড়িয়ে রয়েছে

আমি ওসব পুজোপাঠের মধ্যে নেই
হাওয়ার উল্টোমুখে
শক্ত ক'রে মাটিতে পা টিপে টিপে চলেছি

ধূর্ত বাঘ যেন
পেছন থেকে কিছুতেই
আমার গন্ধ টের না পায় ॥

মিখাইল শাৎরভ-এর সাড়া-জাগানো 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া' নাটকের গান

১

যেন সাক্ষাৎ স্বর্গ
উড়ে এসে ছুঁলো
মর্ত্যের ধুলো,
লালঘাসে চরে
নীল ঘোড়াগুলো
ঘাড়ের ওপর
ঝর্নার মতো
লম্বা কেশর,
খুরে খুরে যেন
ছোটে আগুনের ফুলকি,
উপ্‌ড়িয়ে ফেলে আগাছা
ঘূর্ণিঝড়।

যতদূর চাও
অরণ্য প্রান্তর,

রুশদেশী হাওয়া, জানি
করবে ওদের আদর,
আকাশের ঢাকা তুলে
মেঘ দেবে উঁকি,
তোমাকে করতে সুখী
লাল ঘাসে নীল ঘোড়া।

যে যার নিজের মনে
মাথা উঁচু ক'রে বনে
পাখা মেলে দেবে ওরা,
দাঁড়াবে আকাশপটে

স্বপ্নের মতো সেই নীল ঘোড়া
আঁকা ছবি হয়ে
নিয়ে যাক ব'য়ে
তোমাদের ঘর বরাবর
পালাবদলের খবর।

দেখ, ঐ লাল টুকটুকে ঘাসে
নীল ঘোড়াগুলো···

২

পরোয়া থোড়াই! আজকে লড়াই
দাঁতে দাঁত দিয়ে।

আগে চল্, ভাই—
ভুলে যা রে ভয়, পিছু হটা নয়
দেশজননীর রক্ষী তোরাই।

দিতে হলে দেবো অকাতরে প্রাণ
কারার অন্ধকূপে গেয়ে গান

এ ধ্যানধারণা হয়ে আগুয়ান
সারা দুনিয়ার বুকে পাবে ঠাঁই।

হা! হতভাগ্য রুশদেশবাসী
ব্যথায় কাতর দীন উপবাসী
আমাদের কাছে আশা করে আছে
আমরা ফোটাবো ম্লানমুখে হাসি।

দিতে হলে দেবো অকাতরে প্রাণ
কারার অন্ধকূপে গেয়ে গান
এ ধ্যানধারণা হবে আগুয়ান
সারা দুনিয়ার বুকে পাবে ঠাঁই।

জয়োৎসবের দেরি নেই, ওরে
সারা দেশ জয়গানে যাবে ভ'রে
করবে যখন শহীদ-স্মরণ
নাম লেখা হবে স্বর্ণাক্ষরে॥

৩

দাঘেস্তানের গনগনে রোদ ঝলমল করে
বুকে বিঁধে আছে বুলেট, একাকী আমি আছি শুয়ে
ক্ষতস্থান থেকে তাজা খুন বয় গলগল ক'রে
ইহজীবনের যা কিছু চিহ্ন নিয়ে যাবে ধুয়ে॥

৪

বিদ্রোহমদে মত্ত আমরা হয়ে আছি চুর
সৌন্দর্যের ঘাতক আমরা—এই ব'লে ওরা চেল্লাক!
আগামীর নামে আমাদের হাতে রাফায়েল
হয়ত বা পুড়ে হবে খাক,
করা হতে পারে মিউজিয়াম বা শিল্পকে ভাঙচুর
এসেছে যুগের ডাক॥

৫

সোনালী শরতে মউলের মগডালে
ওঠে বনময় শোনো মর্মরধ্বনি
পার্টিতে, জানো, নাম লিখিয়েছে কেন কে ?
যাতে যায় তড়পানো
সে বড় সাম্যবাদী

দমকা বাতাস ঝেঁটিয়ে করুক দূর জঞ্জাল
আমাদের হাতে পরিচ্ছন্ন হোক ভাবীকাল

দেখ হে, গাবদা-গোবদা মোটকা আমলা
ও র‍্যাঙ্গেলের খাস দূত মুৎসুদ্দি
ওর পাশে ব্ল্যাক-হান্‌ড্রেডদের
ঔরসজাত বেজন্মাদের
নিয়ে বসে আছে শ্রীমতী

বইতে থাকুক আজকে তুফান দুরন্ত বেগে
উড়বে পার্টি-কার্ড পুরোদমে তার হাওয়া লেগে।

পাশের বাড়ির সাভোসিয়া ছিল একলা দাঁড়িয়ে,
দেখে দরজার গোড়ায় আমাকে অমনি সে শুরু করে ;

'চোরাকারবারী ঢুকেছে, তাদের হটাও পার্টি থেকে !'
যখনই আমাকে ছাখে একই কথা পই পই ক'রে বলে।

'ঝেড়ে ফেলে দাও', রাগে জ্ব'লে উঠে গর্জায় ঝড় :
'লালফিতে-বাজ কমিউনিস্টরা ষাঁড়ের গোবর।'

৬

নিরবচ্ছিন্ন হর্ষ বিষাদ ক্লেশ
আবেগমথিত গলায় ব্যথার গান

একটানা খালি নৃশংস হানাহানিতে
চোখ কানা হল দেখে দেখে শুধু রক্ত।

হারজিত, যন্ত্রণা ললাটের লিখন
আগুনের শিখা যেন বা তারকাপুঞ্জ,
এই শোকগাথা—বলে মৃত্যুর কথা :
'বিদায়, আমার ভাই !
মৃত্যুরণিত শোকগাথা এই—
হে সাথী আমার, বিদায়।'

দেয়ালের লিখন

বাবু হয়ে ব'সে গদিতে।
ভুলে গেছে ভুঁয়ে পা দিতে ॥

দেশের লোকের ছাড়ছে নাড়ি।
বাড়ছে দলের গাড়ি বাড়ি ॥

মন্ত্রী মশাই, করেন কী ?
পরের ধনে পোদ্দারি।
হাকিমসাহেব, করেন কী ?
খোদার ওপর খোদ্‌কারি।
আহা আহা, করেন কী ?
ঢের হয়েছে. গোটান এবার
পাততাড়ি ॥

দেমাকে ভাবে ধরাকে সরা।
ভোটে ও ভাই, ওটাকে সরা ॥

গণতন্ত্রে এটাই মজা।
আজ যে রাজা, কাল সে প্রজা॥

বাক্যবাগীশ ষাঁড়ের গোবর।
ছড়ি ঘোরায় মাথার ওপর॥

গরিবের জন্যে পোড়ে মন
গুছিয়ে নেন বাছাধন॥

কান-কাটাদের রাজ্যে।
ঠোঁঠ-কাটারা যাই বলুক না
আনে না কেউ গ্রাহ্যে॥

বাপসকল

একটু পরেই শুরু হয়ে যাবে
পঞ্চম অঙ্কের শেষ দৃশ্য।
বাপসকল,
এবার যে যার জায়গায় গিয়ে
ব'সে পড়ো।

এ এক অদ্ভুত নাটক।
পালাক্রমে এর অভিনয় হয়, লোকেও পালা ক'রে দেখে।
যে দর্শক সেও এর অভিনেতা,
যে অভিনেতা সেও এর দর্শক।

বাপদাদাদের মুখে শুনেছি
প্রস্তাবনায় কোনো সূত্রধর না থাকায়

তাঁরা জানতে পারেননি
শতাব্দীর এই নাটক বিয়োগান্তক না মিলনান্তক
ঠিক কী হবে।
নাটকটাকে তাঁরা শেষ অবধি
ভাগ্যের হাতে ছেড়ে দিয়ে চোখ বুঁজেছিলেন।

কিন্তু বাপসকল,
সূত্রধর নাই থাক, নাটকে যখনি যায়-যায় রব উঠেছে
তখনি 'মাথার ওপর ঝুলছে খাঁড়া' ব'লে
চড়া থেকে টেনে তুলেছে বিবেক।

আমরা চোখ বুঁজলে
উত্তেজনায় টান টান হয়ে তোমরা দেখবে
যবনিকার সামনে জয়ধ্বনি আর পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে
নতুন শতাব্দীকে বরণ ক'রে নিচ্ছে
বিপদকে তুচ্ছ করা বিবেক ॥

লোকে বলে

সব শেয়ালের এক রা।
ঘটি নিলো, বাটি নিলো
সুদখোর ঐ ড্যাক্‌রা।
কড়িগাছে ওর গজায় কি লো
নিত্যি নতুন ফ্যাক্‌ড়া?

আরশোলা নাকি পাখি,
খই নাকি জলপান!
কাজের বেলায় ঢুঁ ঢুঁ

মুখেই কেবল তড়পান।
দেখা হলেই হাউ-ডু-ইউ-ডু
বেনুগলিতে হড়কান।

একরত্তি বিষ নেই তার
কুলোপানা চক্কর।
গরুর গাড়ির ইচ্ছে দেওয়ার
রেলের সঙ্গে টক্কর।
ব'লে দিয়েছে কামারভায়া…
'ভারি করতে চাইলে পায়া
লে আও লোহালক্কর।'

আরশির মুখ পড়শির মুখ
যেমন দেখায় তেমনি দ্যাখো।
গরম দুধে দিয়ে চুমুক
বাছা কেন
এখন গেলাম গেলাম হাঁকো।
চুপ না করলে দৈত্যদানো
পেরিয়ে আসবে বাঁশের সাঁকো।

স্যাকরার ঠুকঠাক, কামারের এক ঘা।
হুঁজুরে হাজির হই
করলেই আজ্ঞা।
হলে বেশি হইচই
হাত জোড় ক'রে কই…
'দড়িটাকে ক'রে দিন আল্‌গা॥

ময়দানব

যখন থাকে না কেউ নির্জন মাঠে
হাওয়াসুর ঘুরে ঘুরে শালপাতা চাটে।

রাস্তার বাতিগুলো গা ঢেকে আঁধারে
ঠেলা দিয়ে ফেলে দেয় আঁদাড়ে পাঁদাড়ে।

ময়দানবেরা সব তাঁবু ছেড়ে এসে
দে-গোল দে-গোল ব'লে ধরবেই ঠেসে।

তাছাড়া তো অ্যাং ব্যাং আর আছে চ্যাং
হা-ডু-ডু ব'লেই তারা খুলে নেবে ঠ্যাং।

জোনাকিরা উড়ে এসে গায়ে দেবে ছ্যাঁকা
যেও নাকো রাত্তিরে ময়দানে একা ॥

ওঠাপড়া

এইও ! কাউকে বলবে না
পাহাড়ে উঠছে বানরসেনা

এক-পা দু-পা তিন-পা
সবার আগে শের পা

নেই না পথ ফুরোয়
পৌঁছে যায় চুড়োয়

চেঁচিয়ে কয়, নামো নামো
ল্যাজ আনিনি, আরে রামো

কাজেই আবার এক-পা দু-পা
হুপ্ পা হুপ্ হুপ্ পা হুপা

পথ গেল যেই ফুরিয়ে
ল্যাজগুলো নেয় কুড়িয়ে

চুড়োর ওপর উঠে ব'সে
হুঁশ হল ল্যাজ গেছে খ'সে

আবার নামো, আবার ওঠো

লম্বা রাস্তা করতে ছোটো
ঠিক করেছে অঙ্ক ক'ষে
মধ্যিখানে থাকবে ব'সে
সেয়ানা সব বানরসেনা

উঠবে না আর, নামবে না ॥

এক মাকড়সা

এক যে আছে মাকড়সা
ওপরটা তার কালোকোলো
তলার দিকটা খুব ফরসা

বাপ রে, তার কী লম্বা ঠ্যাং
জোরকদমে ঠেলে ওঠে জলের ট্যাঙ্ক

শীতে ফিটফাট ফুলবাবু
বর্ষা এলে বেজায় কাবু

চশমা তো নেই, তাই মাকড়সা
জল পড়ে যেই, দেখে ঝাপ্‌সা

খেলাধুলো সব গেল চুলোয়
আকাশবাতাস ভরল ধুলোয়

জাল ছিঁড়ল দমকা ঝড়ে
বেচারা মাকড়সা কী আর করে

ছাদের আল্‌সেয় পাতল জাল সে
চোখে নির্ঘাৎ ছিল চাল্‌শে ॥

এক দুই তিন

এক তাল, দুই তাল, তিন তাল
সাম্‌লিয়ে সুম্‌লিয়ে
পড়েছে যা দিনকাল
এক টুক, দুই টুক, তিন টুক
ভাগ ক'রে পিঠে খায়
কালনেমি হিংসুক

এক ডাক, দুই ডাক, তিন ডাক
পরমাণুব্রহ্মের
তাক্‌ তাক্‌ ধিন্‌ তাক্‌

এক ডুব, দুই ডুব, তিন ডুব দিয়ে
যম দেখে কালসাপ
নেয় তার চোখ খুবলিয়ে ॥

দাদামশাইয়ের বৈঠকখানা

এক্কা দোক্কা তিন তেরেক্কা
মা গিয়েছে দক্ষিণেশ্বর
মামা গেছে ফারাক্কা

চোখ পিটপিট, গা কুটকুট
কুড়ুর মুড়ুর ঝাল বিস্কুট
কার পকেটে

কান পেতে শোন্ টক্কা টরে
দরজাতে কে শব্দ করে
তেরে কেটে তাক তেরে কেটে

চোর না পুলিশ
দেখে খুলিস
হুঁশিয়ার খুব, সাবধান

তোরা সত্যি কী ভীতু
আমি চি-লা চি-ল্ চি-টু
পালের গোদা কাপ্তান

দেখে এলাম উঠোনে
দাঁতে কাটার কুটো নেই

কাকের চোখে চাল্‌শে
বসে রয়েছে আল্‌সেয়ে

কুকুর হুটো ঝিমুচ্ছে
বেড়ালগুলো স্বপ্ন দেখে
থেকে থেকে মুখ মুচছে
চি-মি চি-উ! চি-বে চি-বে
চলে আয় পা টিপে টিপে

চি-বু চি-ম্‌ চিলা!
আমরা হলাম লাল গেরিলা

দাদামশাইয়ের বৈঠকখানায়
ঘোড়ায় চ'ড়ে দেব হানা

চাবুক চলছে ফটাফট
সামনে থেকে
কে আছিস্‌ হট্‌

পেরিয়ে গাড়ি-বারাণ্ডা
ফেলব আমরা ডেরাডাণ্ডা

এক্কা দোক্কা তিন তেরেক্কা
দরজাতে দিস্‌ আস্তে ধাক্কা

লোহা লাঠি ঝাঁটার কাঠি
মেঝেতে পাত শীতলপাটি

ছুঁড়ে দিয়ে খোলামকুচি
দাদামশাইয়ের ঘর কিনেছি

চৌকির ওপর দাদামশাই
কথার পিঠে কথা বসায়

চুলগুলো তার শণের নুড়ি
ফোকলা দাঁতে চিবোয় মুড়ি
জানলাতে নেই পর্দা

থলিতে ভর্তি রেজ্‌গি
এক কৌটোয় ভাজা মশলা
এক কৌটোয় জর্দা

ভুল করলে তুলতে হবে
অনবরত হেঁচ্‌কি

এক্কা দোক্কা তিন তেরেক্কা
আজকে বেজায় ধুমধড়াক্কা
দাদামশাই পড়বে শোলক
আমরা বাজাব মাটির ঢোলক

ডিমের ডেভিল, মাছের চপ
অর্থাৎ কিনা মচ্ছব ॥

বুম্‌লা

বুম্‌লা-বুম্ বুম্‌লা-বুম্ বুম্‌লা
নাতনি আছে এক যে
ওর মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি রাজ্যের
ঠিক কিছু নেই, কখন করবে
কার ওপর যে হামলা।

গুণের নেই ঘাট তার
এটা ফেলছে, সেটা ভাঙছে
সাধ্যি কার আটকাবার ?

একমাত্র গাঁট্টার
ভয় সে পায় তার বাবার।
আর সবাইকে ডোণ্ট কেয়ার।

বুম্‌লা-বুম্ বুম্‌লা-বুম্ বুম্‌লা
নাতনি আছে এক যে
মোটে আমায় আনেই না সে গ্রাহ্যে।
বাড়িতে ওর একার নামে ঝুলছে
হাজারগণ্ডা মামলা।
হাতগুলো সব যতই করুক নিস্‌পিস্
শুনানির পর ডিস্‌মিস্
কেননা ও বড়ই আপনার যে !

ছাড়লে ঘর একদণ্ড
ক'রে দেয় সে লণ্ডভণ্ড
এখানকার বই ঐখানে যায়
কলমগুলোর হাতপা গজায়
আমার অধীন কিছুই নয়,
সমস্তই ওর চার্জে।

বুম্‌লা-বুম্ বুম্‌লা-বুম্ বুম্‌লা
নাতনি আমার এক যে
ঐ এসেছে, বেড়ালগুলো সাম্‌লা।
মাথায় দুষ্টুবুদ্ধি ঢের
কল বানিয়ে 'নেই-মানে'র
মন দিয়েছে উল্টে এখন
আমার ওপর জরিমানা ধার্যে ॥

পিক-এ

পি-কে ভেবেছে সারা রাত
কিসে হারবে আরারাত।
টেক্কা চৌকো ছুরি তিরি
দেখিয়ে প্রথমে মারবে তিরি।
বুঝবে যখন লঙ্ঘাবে গিরি
কোন্ মন্ত্রে কারা কাত।

কী-হয় কী-হয় সারাদিন
প্রদীপ খোঁজে আলাদিন।
অবাক ক'রে কলমচীকে
খেলে যেন সব অলিম্পিকে।
কে দিয়েছে তালিম? পি-কে।
ওকেই তবে মালা দিন॥

ভুট্টা

বাবি কাল তাল ঠুকে
বলেছিল লালটুকে
খেলোয়াড় কিরকম দেখি তুই

লালটুও আরশিতে
ছ্যাখে তার জার্সিতে
কারো চেয়ে কম নয় লাল আর
হলদে

দাঁড়িয়ে বুম্‌লা বেবে
বলছে মেডেল দেবে
মুখে দিয়ে হুইসেল মিউ সাজে
রেফারি

দুজনেই টুকটাক
ক'রে কিছু তুকতাক
বলল কে হই ফেল্, দেখা যাক
কে পারি

পা দেওয়ার আগে বলে
লালটু হঠাৎ বলে
দাঁড়া বাপু, আসি প'রে চট্ ক'রে
বুটটা

হুইসেল বাজে যেই
চোখে পড়ে, বল নেই
দাঁত ছিরকুটে প'ড়ে আছে এক
ভুট্টা ॥

ষট্টকে

পুপে বলে তোতাকে,
'চুপ কর্, কোথা কে ?'
'কাঁটা তারে, ভাঙা কাচে
চোরবাবাজীরা আছে
লট্টকে...'

শুনে পুপে নাড়ে ল্যাজ…
'বুদ্ধি আমারও হ্যাজ্
কিছুতেই পড়ব না

ষট্‌কে' ॥

দূর থেকে

ডিংডং

রেগে টং

অংগুলে

রেখেছিল

এক কিলো

রং গুলে

বলে জোজো

'চোখ বোঁজো

শিগ্‌গিরি…

'ছুঁড়ি জোরে

উঁচু ক'রে

পিচ্‌কিরি'

ব'সে খালি

হাত তালি

দেয় তাতা

সব দেখে

দূর থেকে

কলকাতা ॥

ভাষ্যি

পাল্লায় ভুল নেই।

মাপ চাই বললেই

শুরু করে কিলোতে।

যদি বলি'ঢিল দাও

মাৎ চিল্লাও ব'লে

লেগে যাবে ঢিলোতে

চেটে মোটা মোটা বই

চ'টে বলে, হাবা নই

শোনে যদি বাহাবা

তার পিঠে সব বোঝা

তুলে দিয়ে বলি, সোজা

সাফাখানা যা বাবা

যেতে যেতে

কানদুটো

খাড়া ক'রে

গুজবে

কিসের কী

রহস্য

সবাইকে

বুঝোবে ॥

পৃথিবী

আজকে ওয়ান, কাল টু
এমনি ক'রে লাণ্টু
পৌঁছে ফোর-এ
হল এমন বিচ্ছু, না।
মাথায় কেবল ধাঁধাঁ ঘোরে
পড়াশুনোয় কিচ্ছু না।

বাবিকে ধ'রে, হা খোদা
জিগ্যেস করে একদা—
'নিচে সবুজ, ওপরে নীল
মধ্যে ফাঁকা নেই কোনো মিল

'রং দেখে এই পতাকার
বলতে পারিস কোথাকার ?'

বাবি তখন হয়ে ট্যাবলো
আকাশপাতাল অনেক ভাবল
তারপরে সে জানতে চাইল
'বলতে পারলে ডট্‌ না স্টাইলো
কী দিবি ?'

লাল্টু যেন কে এক নবাব
সঙ্গে সঙ্গে দিল জবাব—
'পৃথিবী রে, পৃথিবী।'

চিআ চিচার

গাড়ি চলল গড়গড়িয়ে
লাট্টু ঘোরে খড়খড়িয়ে

যা রে মিঁউ ঘর যা
টিভিতে আছে তরজা

মেয়েগুলোর যা রকম-সকম
ছেলেগুলোই বা বলো কী কম

পাশের বাড়ি ভাজে ইলিশ
তুই কেন লো ঢোক গিলিস

ক্লাসে আজ আসেননি টিচার
চিখা চিবি চিআ চিচার ॥

ববি আনন্দ

কনিষ্ঠ নাতি পা দিয়েছে সবে চারে
রেলগাড়ি গেলে দাঁড়িয়ে সে হাত নাড়ে।

যেই হেসেখেলে পার হল তিন
এলো সে ঘোড়ায় যেন দিয়ে জিন।

সব চাই তার, এক্ষুনি চাই
টফি গুঁজে দিই পাছে সে চেঁচায়

যদি বলি তাকে—সবুর, রোখ্‌কে!
থাকবে না আর আমার রক্ষে।

পায়ের তলায় ছড়িয়ে সর্ষে
দৌড় করাবে সে বুড়োকে জোর্‌সে।

আমি 'হ্যালো' বলি, ও বলে 'হালুম'
ও কী পদার্থ এতেই মালুম।

অগত্যা কিল খেয়ে কিল চুরি
ক'রে ওর পায়ে দিই সুড়সুড়ি ॥

শিগ্রি শিগ্রি

পাঁশকুড়া তমলুক হলদিয়া
ভাল চাস যদি তবে বল, 'জি হাঁ'।

মহিষাদল ময়না গেঁওখালি
গান যে গায়; দিচ্ছে সেও তালি।

হিজলি কাঁথি দাঁতন ঘাটাল
কিলিয়ে কেউ পাকায় কাঁঠাল?

সুতোহাটা দাসপুর দিঘা ডিগরি
বাছাধন, বাড়ি যাও শিগ্রি শিগ্রি।

সাতশোল ঝড়ভাঙা কেশপুর
এখান থেকে, আজ্ঞে, বেশ দূর ॥

ভাগ

ভিয়েনা বার্লিন প্যারিস লণ্ডন
সাবধান, হাতে ধরাবে লণ্ঠন।

গ্লাসগো বেলফাস্ট ডোভার ব্রিস্টল
চাই না বোমা চাই না পিস্তল।

মিউনিক স্টুটগার্ট জাগ্রেব প্রাগ
বুঝেছি মতলব, এক্ষুনি ভাগ।

জেনোয়া ভেনিস টুরিন নিস্
ফুটবল দেখলেই পা নিস্‌পিস্।

ডানজিগ পোজনান লুবলিন ক্র্যাকাও
ও দোষ করে নি, কেন চোখ পাকাও?

হাউ'জ দ্যাট

এল্-বি-ডবলু হাউ'জ দ্যাট!
আজকে রাতে জবর খ্যাঁট॥

আউট-সুইং মিড্‌ল্-স্টাম্প।
পেট্রোলের ফের বাড়ল দাম॥

পুল গ্লান্স সুইপ হুক।
আয়নায় দ্যাখো নিজের মুখ॥

গুড-লেংথ্ ফুলটস ইয়র্কার।
আজকে সারো কাল আছে যা করবার॥

প্যাড গ্লাভ্‌স্ ব্যাট বল।
চিমনির মুখে ধোঁয়া ছাড়ছে পাটকল॥

নো-বল ওয়াইড সেঞ্চুরি।
ধনী দেশরা করছে শুনছি গরিব দেশের
ব্রেন চুরি॥

মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো

১

চা কফি কোকো।
এই বাস, রোখো ॥

ঘোল শরবত লেবুপানি।
দাদু এলেন কাটিয়ে ছানি ॥

সোডা লেমোনেড অরেঞ্জস্কোয়াশ।
খুকুকে অয়েলক্লথে শোয়াস ॥

সিরাপ লস্যি কুল্‌ফি।
রাগলে স্যার টানেন জুল্‌ফি ॥

কাঠিবরফ আইসক্রিম।
তোমার জন্যে ঘোড়ার ডিম ॥

২

ধান গম মকাই।
রেস্টুরেন্টে চ' খাই ॥

যব জওয়ার ট্যাপিওকা।
পাকা তেঁতুল তুই খাবি, খোকা?

চিঁড়ে মুড়ি খই পিঠে।
বৃষ্টি নেই একছিটে ॥

ছোলা মটর ছাতু।
কুত্তাকে ডাকি আ-তু ॥

তন্দুরি নান পাঁউরুটি।
কাল ইস্কুল পরশু ছুটি ॥

৩

বাতাসা কদ্‌মা মিছ্‌রি।
দিনটা বিতিকিচ্ছিরি ॥

মধু চিনি ভুরো।
কোথায় যাচ্ছ, খুড়ো ?

মুড়কি মোয়া তিলের চাক।
সন্ধ্যে জ্বালো, বাজে শাঁখ ॥

রস পাটালি ঝোলাগুড়।
পায়ের ছাপ, কোন্ জন্তুর ?

নাড়ু খাজা মোরব্বা।
গলায় তস্‌বি, পরনে জোব্বা।

৪

সিঙ্গাড়া নিমকি কচুরি পুরি।
পাখা যদি পাই, আকাশে উড়ি॥

চপ কাটলেট ডেভিল।
সরালো কে টেবিল?

কেকবিস্কুট মাখনরুটি।
কাটা পড়ল তোমার ঘুঁটি॥

বেগুনি ফুলুরি তেলেভাজা।
পিচের রাস্তায় রোদ্দুর ঝাঁ ঝাঁ॥

জিলিপি সিমুই হালুয়া।
কাঠির আগায় আছেন দাঁড়িয়ে কাকতাড়ুয়া॥

৫

ইড্‌লি সম্বড় মশলাদোসা।
খোকাবাবুর যে বড্ড গোঁসা॥

উত্তাপ্পাম আলুবড়া।
আজকে সারি কালকের পড়া॥

কোয়েম্বাটুর কাঞ্জীভরম।
বাপ্‌রে, আজ কী পড়েছে গরম।

ভারতনাট্যম্‌ কথাকলি।
কাকে ছেড়ে কার কথা বলি॥

সি-কে নাইডু, আপ্পারাও।
এরপর আসবেন আপনারাও॥

৬

ভাত রুটি খিচুড়ি পোলাও।
তুম ইধার ড্যাডিকো বোলাও॥

কাসুন্দি ডাল পোস্তবাটা।
লাফিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা॥

সুক্তো নিমঝোল পল্‌তার বড়া।
ছাতা দাও মাথায়, রোদ্দুর কড়া॥

বড়ি পাঁপড় স্যালাড রায়তা।
গোঁফদাড়ি নকল, বোঝা যায়ং‍তা॥

আলুসেদ্ধ বেগুনপোড়া।
ঘোড়া দেখে যে হলি খোঁড়া॥

৭

ক্ষীর রাবড়ি পায়েস।
খাটুনির পর আয়েশ॥

দই সন্দেশ রসগোল্লা।
নমাজ পড়ান গাঁয়ের মোল্লা॥

দরবেশ বোঁদে শোন্‌পাঁপড়ি।
দুই বন্ধুর একজন সাহেব, একজন কাফ্রি॥

পান্তুয়া ল্যাংচা লেডিকেনি।
দিদির পিঠে দুটি বেণী॥

কাঁচাগোল্লা কড়াপাক।
গাছের ডালে বোল্‌তার চাক॥

৮

গোলগপ্পা ভেল্‌পুরি।
গপ্পগুলো সব গাঁজাখুরী॥

আলুকাব্‌লি ফুচকা।
নতুন জুতোয় ফোস্কা॥

গোলাপছড়ি বুড়ির-চুল।
দিদি খুঁজছে কানের দুল॥

ঘুগ্‌নি হজ্‌মি ট্যাঁপারি।
গাছে চড়তে? হ্যাঁ, পারি॥

টফি চিক্‌লেট লজেঞ্চুস।
লাখ লাখ টাকা, লোকটা কী কঞ্জুস॥

৯

আম জাম কাঁটাল।
রেশনে দেয় যা চাল!

আঁশফল জামরুল লিচু।
বাবা জানেন অনেক কিছু॥

কুল কলা পেয়ারা।
পাল্‌কি বয় বেহারা॥

বেল কদ্‌বেল আতা নোনা।
খাই নি ক'দ্দিন কাটা পোনা॥

শাঁকালু তালশাঁস ফলসা।
পাড়ায় আজ বিরাট জলসা॥

১০

কমলালেবু মুসাম্বি।
দাদাভাই, এখন একটু থামবি॥

নাসপাতি আঙুর আপেল।
দেখো বাপু যেন হয় না ট্রেনফেল॥

আনারস ডালিম বেদানা।
বাবুর্চি পাকায় সাহেবের খানা॥

বাতাবিলেবু আখ।
বউ এল, বাজা শাঁখ॥

পানিফল তরমুজ ফুটি।
মাপ করবেন ত্রুটি॥

১১
ল্যাংড়া ফজ্‌লি বোম্বাই।
মৌচাক থেকে মোম পাই॥

হিমসাগর পেয়ারাফুলি।
এখানে কোথায় পাবেন কুলি?

তোতাপুলি গোলাপখাস।
আর্দালী পরেছে চাপরাস॥

ক্ষীরসাপাতি গিন্নিপসন্দ্‌।
কালকে সারা বাংলা বন্‌ধ্‌॥

গোপালভোগ মৌচুষী।
শাড়িগয়না পেয়ে নতুন বউ খুশি॥

১২
ঘর দালান বারান্দা।
বাস চালান হাঁরানদা॥

কড়িবরগা ঘুলঘুলি।
বাগানে যাই চল্‌ ফুল তুলি॥

সিঁড়ি রেলিং আল্‌সে।
দাছুর চোখে চাল্‌শে॥

কুলুঙ্গি তাক মট্‌কা।
এই জায়গায় খট্‌কা॥

দরজা জানলা খড়খড়ি।
হেই গো দাদা, গড় করি॥

১৩

দাওয়া খিড়কি আঙিনা।
কাঁচের জিনিস ভাঙি না।

চাল খুঁটি পৈঁঠে।
বামুনের গলায় পৈতে॥

কপাট চৌকাঠ হুড়কো।
বই ছিঁড়লে হবে গোমূর্খ॥

মরাই খামার ঢেঁকিশাল।
বটগাছটা কী বিশাল॥

কাঠ খড় কেরাসিন।
ছবি আঁকি সারাদিন॥

১৪

থালা বাটি গামলা।
কুকুরটাকে সাম্‌লা॥

হাতুড়ি কোদাল কাস্তে।
দাদু ঘুমোচ্ছেন, আস্তে॥

ছুরি কাঁটা চাম্‌চে।
বেড়াল দিল খাম্‌চে॥

চিরুনি কাঁচি নরুন।
চোর পালাচ্ছে ধরুন॥

বই কাগজ ম্যাগাজিন।
ঢের হয়েছে, ক্ষ্যামা দিন॥

১৫

খুন্তি হাতা চিম্‌টে।
তোমাকে পারি নি চিনতে॥

হামানদিস্তা শিলনোড়া।
এঁকেছি আমি নীল ঘোড়া॥

কড়াই চাটু ডেকচি হাঁড়ি।
হাফ-বদ্যি দাদা আমার দেখছে নাড়ি॥

কুঁজো কল্‌সী ঘড়া।
মাদুরের ওপর গড়া॥

কেট্‌লি ছাঁকনি কাপ ডিশ।
তুই হলে ভয়ে কাঁপতিস॥

১৬
তক্তাপোষ খাট পালঙ্ক।
অঙ্কে আমার নেই আতঙ্ক॥

সোফা কৌচ ডিভান।
সর্দারজীর কোমরে কৃপাণ॥

চৌকি টুল মোড়া।
মাপ করো, বাপু, হাত জোড়া॥

কুলুঙ্গি তাক আলমারি।
কু-ঝিকঝিক মালগাড়ি॥

গাল্‌চে জাজিম পাপোশ।
এসব ছৌ নাচের মুখোশ॥

১৭
চুড়ি শাঁখা বালা তাগা।
কুকুরগুলো সব বাঘা বাঘা॥

বিছেহার নেকলেস লকেট।
বাসেট্রামে সাম্‌লাস পকেট॥

নাকছাবি নথ ইয়ারিং।
চিঠি এসেছে বেয়ারিং॥

মান্তাসা চুড় আংটি।
আপনাকে কি মাসী বলব, না আণ্টি॥

মল গোট টিক্‌লি।
কোথায় এসব শিখলি॥

১৮
তামা লোহা নিকেল টিন।
দাদু খান রোজ ওভালটিন॥

সোনা হীরে অভ্র।
ভরে গেছে সব রো॥

গন্ধক দস্তা সীসে।
চোখ যায় ধানের শীষে॥

ইউরেনিয়াম জিপসাম।
লেখক বটে শিব্রাম॥

পেট্রোল কয়লা ম্যাঙ্গানিজ।
একটু সরে বসবেন, প্লিজ॥

১৯

বাল্ব স্যুইচ প্লাগ।
মাটিতে চাকার দাগ॥

রেডিও ফ্যান ইস্তিরি।
খুঁজে পাচ্ছি না মিস্তিরি॥

ফোন্ ফ্রীজ টি-ভি।
দিদি সেজেছে পটের বিবি॥

টাইপরাইটার ক্যামেরা।
উকিলবাবু করেন জেরা॥

ক্যালকুলেটার দূরবীন।
তেতেছে সারাদুপুর টিন॥

২০

নাট বল্টু ইস্ক্রুপ।
কারা দিচ্ছে শিস্, চুপ॥

হাপর নেহাই উকো।
হব না আর ও-মুখো॥

চরকা লাটাই ঠক্‌ঠকি।
কাজটা এমন শক্ত কী॥

বাটালি তুরপুন র‍্যাঁদা।
কল্‌সিতে আছে ছ্যাঁদা॥

গুলনদড়ি কর্নিক।
চটিটা ছেঁড়া, নেয় যদি তো চোর নিক ॥

২১
হকি ক্রিকেট ফুটবল।
উঠোনে আমার ডুবজল ॥

ভলি বাস্কেট রাগবী।
ষাঁড় দেখলেই ভাগ্‌বি ॥

ব্যাডমিণ্টন টেনিস।
এই তো লেখা, ফুস্‌মন্তর, ভ্যানিশ ॥

গোল্লাছুট ডাণ্ডাগুলি।
এখানে প'ড়ে কার আধুলি ॥

লাট্টু মার্বেল হাডুডু।
গুডমর্নিং, হা ডু ডু ॥

২২
ভেলা ডিঙি সাম্পান।
কোথায় এত নাম পান ?

জাহাজ ষ্টিমার হাউসবোট।
দাদার গায়ে ঢাউস কোট ॥

নৌকো পাল্কি ঘোড়ার-গাড়ি।
মোড়ের কাছে পুলিশফাঁড়ি॥

রিক্সা সাইকেল বাস ট্রাম।
আগে এদিকে প্রায়ই আসতাম॥

স্কুটার ট্রেন এরোপ্লেন।
নাম ধ'রে আমায় কে ডাকলেন॥

২৩

মাদুর শফ শীতলপাটি।
দেখে এলাম কাল বিমানঘাঁটি॥

সতরঞ্চি ফরাস।
করছে বুক ধড়াস॥

তোশক গদি লেপ।
লিখে রাখো হল ক'খেপ॥

তাকিয়া কুশন বালিশ।
আমার নেই কোনো নালিশ।

চাদর সুজ্‌নি বেড-কভার।
চিঁড়িয়াখানায় গেছ ক'বার?

২৪

হারমোনিয়াম পিয়ানো।
সিঙিমাছ আছে জীয়ানো॥

সেতার এসরাজ সরোদ।
দিদিমা পরেন গরদ॥

তবলা ঢোল মৃদঙ্গ।
বহুরূপী করে কী রঙ্গ॥

ঘণ্টা কাঁসর মন্দিরা।
বক্তৃতা দেন মন্ত্রিরা॥

শানাই বাঁশি ক্ল্যারিওনেট।
বিকেল হলেই টাঙিও নেট॥

২৫
মাউথঅর্গান অ্যাকর্ডিয়ান।
বাবুজীর জন্যে মাখন-ঘি আন॥

বেহালা ব্যাঞ্জো গিটার।
মিত্র কবে হলেন মিটার॥

ঢাক মাদল ডুগডুগি।
ম্যালেরিয়ায় আমি সেবার খুব ভুগি॥

গুপীযন্ত্র তানপুরা।
বেহালায় থাকে শাস্তরা॥

জলতরঙ্গ সারেঙ্গী।
কান নাড়াতে পারেন কি।

২৬
আলুপটল বেগুনঝিঙে।
জ্যাঠামশাই যান মিটিঙে॥

লাউকুমড়ো মোচা থোড়।
নাকটা কেন বোঁচা তোর ॥

বীট গাজর শশা।
কামড়াচ্ছে মশা।

ফুলকপি বাঁধাকপি ওলকপি।
স্টুডিওতে গিয়ে তোল্ ছবি ॥

মুলো শালগম উচ্ছে ট্যাড়স।
সাবধানে, ভাই, সাঁকো পার হোস ॥

২৭

বেলুন জলছবি স্টিকার।
হয়েছে ভুল করছি স্বীকার ॥

দোয়াত কলম পেন্সিল।
মুশকিলে ফেলে টন্‌সিল ॥

খাতা কাগজ বই।
অটোগ্রাফে বলো তো এটা কার সই ?

আমসত্ত্ব চুইংগাম।
আমি বলছি, তুই থাম ॥

ঝালমুড়ি চানাচুর।
এখান থেকে থানা দূর ॥

২৮

প্যাণ্ট পাজামা ধুতি লুঙ্গি।
জানলার ডানপাশে কুলুঙ্গি ॥

গেঞ্জি নিমা ফতুয়া।
ট্যাঁকে পানের বটুয়া ॥

শার্ট কুর্তা পান্‌জাবি।
সিন্দুকে মা দেবেন চাবি ॥

শায়া শাড়ি শালোয়ার।
জল এনেছি পা ধোয়ার ॥

ব্লাউজ শেমিজ ওড়না।
কাক ডাকছে, এখন তাহলে ভোর না ?

২৯

সজ্‌নে শিম বরবটি।
মাঝরাস্তায় ছিঁড়ল চটি ॥

কাঁকুড় কচু কাঁচকলা।
বাড়ি উঠছে পাঁচতলা।

ডুমুর ধুঁধুল কাঁকরোল।
চড়কপুজোয় ঢাকঢোল ॥

ওল এঁচড় টমেটো।
হাসিটা ওর কান-এঁটো ॥

পেঁয়াজ রস্থন আদা।
বসে পড়ুন তো, দাদা॥

৩০

পুঁই পালং নটে।
দাদু আছেন চটে॥

কুদ্‌রি স্কোয়াশ পাপরিকা।
মাথা তুলেছে আফ্রিকা॥

নাল্‌তে গাঁদাল হিঞ্চে।
রাত্তিরে কে চিনছে॥

করলা বিন্‌ কাঁটালবীচি।
ভয় কেন পাও মিছিমিছি॥

আমড়া তেঁতুল জলপাই।
গরম দুধে বল পাই॥

৩১

ধনে মৌরী কালোজিরে।
ঝাঁপির মধ্যে ওটা কী রে?

হলুদ লঙ্কা গোলমরিচ।
মিথ্যে কেন গোল করিস॥

তিল রাঁধুনি সর্ষে।
হেই মারো টান জোর্‌সে।

লবঙ্গ এলাচ দারুচিনি।
মাছ ধরবার চার কিনি॥

হিং জাফরান তেজপাতা।
ঐ কুকুরটার ল্যাজ কাটা॥

৩২

পান সুপুরি চুন খয়ের।
সাঁতার জানলে নৌকো চড়া নয় ভয়ের॥

যষ্টিমধু জায়ফল বচ।
কাঁটা বিঁধে করছে খচখচ॥

পোস্ত যোয়ান জর্দা।
জানলায় লাগানো পর্দা॥

পেস্তা কিসমিস আলুবোখারা।
জলে ভিজো না, ওহে খোকারা॥

বার্লি সাগু শটি।
কপাল থেকে সরাও জলপটি॥

৩৩

গরু মোষ ছাগল ভেড়া।
বাগানে কেন দাও নি বেড়া॥

হাঁসমুরগি শুয়োর।
কাছে যেও না কুয়োর॥

বাঁদর বেবুন হনুমান।
আমার এটা অনুমান॥

চমরী গয়াল নীলগাই।
অসুখ হলে পিল খাই॥

বল্গাহরিণ খচ্চর গাধা।
ওপাশে একটু সরুন তো, দাদা॥

৩৪

সিন্ধুঘোটক জলহস্তী।
কলে জল নেই, কী অস্বস্তি॥

তিমি কুমির বীবর।
জাল ফেলেছেন ধীবর॥

প্যাঙ্গোলিন বনরুই।
পা ডুবিয়ে ধান রুই॥

ক্যাঙারু উটপাখি শিম্পাঞ্জী।
গেট্‌টা খুলুন, দারোয়ানজী॥

গণ্ডার সিংহ জাগুয়ার।
খাব না, মাগো, সাগু আর॥

৩৫

গরিলা উল্লুক ওরাং-ওটাং ।
শুক্‌নো ডাঙায় চিৎপটাং ॥

বাঘ ভাল্লুক হাতি উট ।
ঝড় আসছে, দে ছুট ॥

শেয়াল চিতা হায়না ।
খোকার বড় বায়না ॥

ঘোড়া গাধা জিরাফ জেব্রা ।
মেসোমশাইয়ের বাড়ি ডেবরা ॥

হাঙর শুশুক কচ্ছপ ।
আখড়ায় আজ মচ্ছব ॥

৩৬

ছুঁচো ইঁদুর ব্যাং ।
বাদ্যি বাজে ড্যাডাং ড্যাং ॥

কাঠবেড়ালি ভোঁদড় ।
পুলিশের গাড়ি আসতেই সব ভোঁ দৌড় ॥

ভাম বেজি খটাশ ।
হাত থেকে পড়তেই ফটাস্‌ ॥

কুকুর বেড়াল খরগোশ ।
গলাটা বড় কর্কশ ॥

শজারু বাদুড় চামচিকে।
পাণ্ডা নিল পাঁচসিকে॥

৩৭

মশা মাছি ডাঁশ।
আর দেবেন না, ব্যস॥

মৌমাছি ঝিঁঝি ভোমরা।
মুখ কেন ওর গোম্‌রা॥

ছারপোকা আরশোলা পিঁপড়ে।
জামাইবাবুর কী টিপ রে॥

উকুন জোঁক এঁটুলি।
বাস যাবে কেঁদুলি॥

তেঁতুলেবিছে কাঁকড়াবিছে।
ঝরা শিউলি গাছের নিচে॥

৩৮

গঙ্গাফড়িং উচ্চিংড়ে।
গা মুছবে গামছা নিংড়ে॥

কেঁচো কেন্নো উঁই।
দাদা ছেড়েছে হাউই॥

কাঁকড়া গুগ্‌লি শামুক।
বৃষ্টি এবার থামুক ॥

প্রজাপতি মথ শুঁয়োপোকা।
কাঁধে লাঙল, মাথায় টোকা ॥

জোনাকি ঝিনুক গুব্‌রে।
ফোক্‌লা বুড়োর গাল গিয়েছে তুব্‌ড়ে ॥

৩৯

গোখরো ময়াল কেউটে।
নৌকো দুলছে ঢেউতে ॥

ঢোঁড়া চিতি দাঁড়াস।
পেরোই, তারপর সাঁকো নাড়াস ॥

বোড়া হেলে লাউডগা।
মা'র কাছে খেলি ক'ঘা ॥

পুঁয়ে মেটেলি শঙ্খচূড়।
ঘণ্ট রেঁধেছি মানকচুর ॥

টিকটিকি বহুরূপী তক্ষক।
রোদ্দুরে শিশির করছে ঝকমক ॥

৪০

অর্জুন অশোক অশত্থ।
দাদু বেশ শক্তসমর্থ॥

কাপাস শিমুল শাল পলাশ।
জল খেয়েছিস ক' গ্লাস॥

মেহগনি টিক্ গর্জন।
পিসেমশাই খুব সজ্জন॥

সুন্দরী সেগুন পাইন।
পুলিশ ধরবে ভাঙলে আইন॥

মহুয়া হিজল গজার।
ছবিটা খুব মজার॥

৪১

তাল খেজুর নারকোল।
খোকা ছাড়ে না মা-র কোল॥

বট পাকুড় শিরীষ।
সন্ধ্যের আগেই বাড়ি ফিরিস॥

ইউক্যালিপ্টাস দেবদারু।
টিনের কৌটোয় আছে নাড়ু॥

বাবলা সিসু গরান।
গলাটা একটু চড়ান॥

নিম জিওল ঝাউ।
এটা কি দিলেন ফাউ॥

৪২

সন্ধ্যামালতী কুঞ্জলতা।
সাধুবাবার কম্বললোটা॥

ঝুম্‌কোলতা রাংচিতা।
দণ্ডকবনে রাম সীতা॥

অপরাজিতা নীলমণি।
পরশু সোম, আজ শনি॥

মালতী মাধবী লজ্জাবতী।
তারা ফুটেছে লক্ষ কোটি।

আইভি রঙ্গন আকাশবল্লী।
মামু হলেন কাশ্মীরে বদ্‌লি॥

৪৩

গোলাপ বেলী যুঁই।
অবাক করলি তুই॥

চামেলী গন্ধরাজ গাঁদা।
এখন আবার কিসের চাঁদা?

জিনিয়া চাঁপা নয়নতারা।
ষাঁড়গুলো সব রাস্তায় ছাড়া ॥

রজনীগন্ধা হাস্নাহানা।
সব কিছুতেই দাদার আছে টালবাহানা ॥

কৃষ্ণকলি কনকচাঁপা।
বইটা, দেখ, কী সুন্দর ছাপা ॥

৪৪
সূর্যমুখী মোরগঝুঁটি।
ঝড়ে নড়ছে বাঁশের খুঁটি ॥

চন্দ্রমল্লিকা কেয়া।
আকাশে ডাকছে দেয়া ॥

কামিনী বকুল টগর।
গঙ্গার ধারে চন্দননগর ॥

করবী শিউলি দোপাটি।
ভয়ে লাগে দাঁতকপাটি ॥

কৃষ্ণচূড়া কল্‌কেফুল।
দিদিকে করেছি এপ্রিলফুল ॥

৪৫

কদম কাশফুল অতসী।
ঘাসের ওপর চল্ বসি॥

কর্ণিকার নাগকেশর।
বাঁক নিয়ে চলেছে তারকেশ্বর॥

হেনা কাঞ্চন সর্বজয়া।
গঙ্গার বুকে ভাসছে বয়া॥

পাতাবাহার গুলঞ্চ।
রেলিঙে কাপড় ঝুলন্ত॥

ঘেঁটু কুরচি আকন্দ।
হরতাল আজ, সব বন্ধ॥

৪৬

শন বেনা নলখাগড়া।
দাদার পায়ে লাল নাগরা॥

বেত হোগলা প্যাকাটি।
চুপ্‌সে গেছে চাকাটি॥

ময়নাকাঁটা ফণীমনসা।
ফুটপাথে ফেলো না কলার খোসা॥

কুকুরশোঁকা বিছুটি ভাঁটুই।
যা রোদ, ঘরের ভেতরে যা তুই॥

তুলো তামাক তুঁত।
লোকটা কী অদ্ভুত॥

৪৭

ঘৃতকুমারী ভৃঙ্গরাজ।
কাছে কোথাও পড়ল বাজ॥

চালমুগরা পাথরকুচি।
গর্তে ক'রো না খোঁচাখুঁচি॥

কালকাসুন্দি কণ্টিকারি।
বাঘ মেরেছে বনবিহারী॥

কালমেঘ বাসক থানকুনি।
ট্রেন থেমেছে ডানকুনি॥

অনন্তমূল তোপমারি।
ঝোপ বুঝে ঠিক কোপ মারি॥

৪৮

কাক কোকিল পায়রা।
বউয়ের মাথায় টায়রা॥

ঘুঘু শালিক চড়াই।
ক'রো না বেশি বড়াই॥

পাপিয়া টিয়া দোয়েল।
তৈরি হচ্ছে পাতাল রেল॥

কাকাতুয়া ময়না।
কচুপাতায় জল রয় না॥

মাছরাঙা বক বটের।
থলি কিনেছি চটের॥

৪৯

কাঠঠোকরা ছাতারে।
ভর্তি হব সাঁতারে॥

টুনটুনি চখা জলপিপি।
কোন্ বোতলের কোন্ ছিপি?

চাতক ডাহুক তিতির।
উত্তর নেই চিঠির॥

পানকৌড়ি খঞ্জন।
বরের বাবা কোন্জন?

গঙ্গাতিতই গগনভেরী।
ট্রেন ছাড়তে কত দেরি?

৫০

বউ-কথা-কও চোখ-গেল।
বেদেরা হাঁকছে – বাত ভালো॥

সাতসয়ালী বেনে-বউ।
ওস্তাদজী থাকেন লখ্‌নৌ॥

নীলকণ্ঠ ফুলচুষী।
পড়লে শুনলে মা খুব খুশি॥

বুলবুল বাবুই ফিঙে।
আঁচলের খুঁট চাবির রিঙে॥

বাজ ধনেশ মুনিয়া।
বদ্‌লে যায় দুনিয়া॥

৫১

হুতোমপেঁচা তালচোঁচ।
সাদা দাড়ি, লাল মোচ॥

হাঁড়িচাঁচা শামুকখোর।
গ্রীষ্মে জল বুকভর॥

সারস ময়ূর মোহনচূড়া।
বনভোজনে যায় বন্ধুরা॥

হাঁস রাজহাঁস মুরগি।
বয়ামে আমচুর কি?

শকুন চিল হারগিলে।
ক'টা আছে এক বাণ্ডিলে ॥

৫২

রুই কাতলা মৃগেল।
বেলা গড়িয়ে বিকেল ॥

তেলাপিয়া কই খ্যাদস।
স্বীকার করছি আমার দোষ ॥

শোল ল্যাটা ট্যাংরা।
একদল নাচে ভাঙরা ॥

ফলুই চিতল আড় ট্যাঁই।
উঠোনে পাতো চারপাই ॥

শিঙ্গি মাগুর খল্সে।
রোদে গিয়েছি ঝল্সে ॥

৫৩

খয়রা ইলিশ বাটা।
শীতে দেয় গায়ে কাঁটা ॥

শাল শিলোন ভেট্কি।
আকাশে ওটা জেট্ কি ?

পারশে পাব্দা বোয়াল।
ব'কে ব'কে ধরে গেছে চোয়াল ॥

গুড়জাওলি পায়রাচাঁদা।
চটিতে ছিটিও না কাদা॥

বান চেলা কুঁচে।
সুতো পরাই ছুঁচে॥

৫৪

ভোলা মহাশোল কালবাউশ।
আমনের আগে ওঠে আউশ॥

খরশল্লা তপ্‌সে।
চুম্‌রে নিচ্ছে গোঁফ সে॥

সরলপুঁটি মৌরলা।
রাজার ছিল চৌদোলা॥

গুলে বেলে চ্যাং বাচা।
বেঞ্চিতে ব'সে ঠাং নাচা॥

চিংড়ি পাঁকাল পোনা খড়্‌কে।
যা পিছল, যায় পা হড়্‌কে॥

৫৫

হুগলী ভাগীরথী গঙ্গা।
ট্রেন থেকে দেখেছি কাঞ্চনজঙ্ঘা॥

ইচ্ছামতী মাথাভাঙা জলঙ্গী।
খাগের কলমের এখনও আছে চলন কি॥

জলঢাকা তিস্তা রংগিত।
ঝাঁকিয়ে পড়ুক বরং শীত॥

রাংনু টাংগন তোর্সা।
আজ বোধ হচ্ছে অমাবস্যা॥

মহানন্দা করতোয়া আত্রাই।
খুব ব্যথা পেলে তবে কাতরাই॥

৫৬

দামোদর অজয় কংসাবতী।
দাদুর পায়ে নক্সা-চটি॥

দ্বারকেশ্বর ময়ূরাক্ষী।
দাদা মেরেছে, আমি সাক্ষী॥

শিলাই কোপাই রূপনারায়ণ।
ঠাকুমার মুখে শুনি রামায়ণ॥

বাঁকা কালিঘাই হল্‌দি।
তৈরি হও জল্‌দি॥

বিদ্যাধরী মাত্‌লা।
দুধ বড় পাতলা॥

৫৭

মালদা বালুরঘাট বর্ধমান।
বয়সে আমি ওর সমান॥

কেষ্টনগর মেদ্নীপুর।
ঐ দোকানটা রং-রিপুর॥

বহরমপুর পুরুলিয়া।
নজরুলের বাড়ি চুরুলিয়া॥

বাঁকুড়া সিউড়ি চুঁচ্ড়ো।
হবে একটাকার খুচরো॥

দার্জিলিং কুচবিহার জলপাইগুড়ি।
রথে এবার চল্ যাই পুরী॥

৫৮

দিল্লী বোম্বাই কলকাতা।
বৃষ্টি পড়ছে, খোল্ ছাতা॥

মাদ্রাজ কানপুর পুণা।
লালনীল আলোয় নাচছে কে ও? পাপু না?

লখ্নৌ পাটনা পাঞ্জিম।
সিংজী দু'বেলাই খান ডিম॥

আমেদাবাদ ত্রিবান্দ্রম।
তোতা রেঁধেছে আলুর দম॥

শিলং গৌহাটি কোহিমা ইম্ফল।
ভুল ক'রে পুপে খেয়েছে নিমফল॥

৫৯

লণ্ডন রোম বার্লিন প্যারিস।
খালি গলায় গাইতে পারিস?

নিউইয়র্ক জুরিখ ভিয়েনা প্রাগ।
মধু জমিয়ে রাখে পরাগ॥

কায়রো বাগদাদ নাইরোবি।
কাগজ কেটে বানাই ছবি॥

সিডনি হাভানা টরোন্টো।
খোকা হয়েছে ভীষণ দুরন্ত॥

কলম্বো ব্যাঙ্কক টোকিও মস্কো।
দিদিমা ভারি অন্যমনস্ক॥

৬০

ব্রহ্মপুত্র যমুনা।
এই ওদের খেলার নমুনা॥

শোণ তাপ্তী বিতস্তা।
আলু এখন কী শস্তা॥

সিন্ধু কাবেরী কৃষ্ণা।
পড়ার সময় গোল করিস না॥

পদ্মা মেঘনা কর্ণফুলী।
জামা ছিঁড়ে উলিঝুলি॥

নর্মদা রেবা গোদাবরী।
আজ কিন্তু কোজাগরী॥

৬১
মিসিসিপি অ্যামাজন।
মেসো উনি, মামা নন॥

ইউফ্রেটিস টাইগ্রিস।
যা দেবেন তাই নিস॥

হোয়াংহো ইয়াংসি।
মুখ শুকিয়ে আম্‌সি॥

ভল্গা দানিয়ুব টেম্‌স্ রাইন।
বন্যায় ডুবেছে রেলের লাইন॥

ইরাবতী নীল মেকং।
টেলিফোনে কথা কে ক'ন?

৬২
দুর্গাপুজো দেওয়ালি।
রাত্রে হবে কাওয়ালি॥

মহরম মিলাদ ঈদ।
হব আমি জোতির্বিদ্॥

দোল চড়ক ভাইফোঁটা।
কী উঁচু সব দালানকোঠা॥

গুডফ্রাইডে ক্রিস্‌মাস।
রুটির সঙ্গে চীজ্‌ খাস॥

বিশ্বকর্মা মে-ডে।
ধার নেইকো ব্লেডে॥

৬৩

মন্দির মসজিদ গির্জা।
হাত পা ধুস্‌নি, শিগ্‌গির যা॥

সিনাগগ গুরুদ্বার প্যাগোডা।
হাত দুটো সরু, পা গোদা॥

ভিক্ষু ফকির সাধুসন্ত।
শীত গেলে আসবে বসন্ত॥

পাদ্রী পুরুত মোল্লা।
পেয়েছি একেবারে গোল্লা॥

গীতা কোরান্‌ বাইবেল।
চালাতে পারি সাইকেল॥

৬৪

যাত্রা পাঁচালি কথকতা।

হাতে ত্রিশূল, মাথায় জটা ॥

কীর্তন ঝুমুর বাউল।

বুনছেন ব'সে মা উল ॥

সারি জারী ভাটিয়ালী।

ডাকো, যাচ্ছে ঘুঁটেওয়ালী ॥

টুসু গম্ভীরা বোলান।

গরুর গাড়ি হল ওলান ॥

গাজীর পট তরজা।

বন্ধ করো দরজা ॥

গ্রন্থপরিচয় ও প্রসঙ্গকথা

১ যা রে কাগজের নৌকো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ : বইমেলা ১৯৮৯। প্রচ্ছদ : প্রবীর সেন। ISBN 81-7066-190-0। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১০.০০ টাকা। পৃষ্ঠাসংখ্যা ৬১। ৩৪টি কবিতার সংকলন :

১. দৃশ্যত
২. জলে পড়া
৩. আওনি বাওনি চাওনি
৪. যা রে কাগজের নৌকো
৫. ছায়াপাত
৬. ডোমকানা
৭. যম-যমী সংবাদ
৮. হায়েনার হাসি
৯. ফিরি
১০. ভয় দেখাই
১১. নিতে আসে নি
১২. যদি বলি
১৩. ঘড়ির কাঁটায়
১৪. পাতাল প্রবেশের আগে
১৫. পয়লা আষাঢ়ে
১৬. ঘরে না, বাইরে না
১৭. দোহাই
১৮. শতকিয়া
১৯. চোখের মাথা খেয়ে

২০. সোজা নয়

২১. এক দুই তিন

২২. বদলাচ্ছে দিন

২৩. আন্না আখমাতোভা-কে

২৪. আহা রে

২৫. মজা দেখ

২৬. রাজভিখারী

২৭. বগাফেঁাস

২৮. এসো হে

২৯. ভগ্নদূত

৩০. ঘরের বাইরে, বাইরের ঘরে

৩১. দে-দোল

৩২. সপ্তাহ প্রতিদিনই

৩৩. অনেকের গান

৩৪. হে তরঙ্গরাশি ! সুপ্রভাত

বইয়ের পিছন-প্রচ্ছদে আমরা পাই: "বাংলা কবিতার মঞ্চে পরাক্রান্ত প্রবেশ-মুহূর্ত থেকেই উজ্জ্বল আলো তাঁর মুখে। সে-আলো একটুও ক্ষীণ হতে দেননি সুভাষ মুখোপাধ্যায়। পোশাক-বদল ঘটেছে বহুবার, কিন্তু প্রতিবারই তিনি কৌতূহলের কেন্দ্রে। সবিস্ময় লক্ষ করতে হয়, কীভাবে তিনি পালটে নিচ্ছেন কবিতা-ভাবনা, আঙ্গিক কিংবা প্রসাধন।

লাবণ্য অটুট রেখেই এক সময় তিনি কবিতায় এনেছিলেন গদ্যের ঋজুতা। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এখনকার কবিতা আবার নতুন বাঁকের মুখে। লোকাতীতকে ছুঁতে চাইছেন। লোকায়ত এক মেজাজে, ছোট পঙ্‌ক্তিতে, তাজা ছন্দে, অকল্পিত মিলের চারুতায়। মন্ত্রের মতো, গাঢ় থেকে ক্রমশ গাঢ়তর তাঁর উচ্চারণ। গূঢ় থেকে গূঢ়তর তাঁর সময় ও সমাজ-ভাষ্য। ভঙ্গি কিছুটা তির্যক, তবু গভীর মমতাময়।

সাম্প্রতিক কবিতাবলীর এই সংগ্রহে ছড়িয়ে রয়েছে তাঁর এই উত্তরণেরই নমুনা। সার্থক ও অন্তরঙ্গ কিছু উচ্চারণ, যাতে ধরা পড়েছে আজন্ম-প্রতিদ্বন্দ্বী সময়, কৈশোরের স্মৃতিজলে ভাসানো কাগজের নৌকো, মানুষের প্রতি বাড়ানো ভালবাসার, বিশ্বাসের হাত এবং এমন বহু-কিছু।"

চৌত্রিশটি কবিতার এই সংকলনে দুটি আছে অনুবাদ কবিতা। "আম্না আখমাতোভা-কে" আলেকজান্দার ব্লক-এর কবিতা, "হে তরঙ্গরাশি! সুপ্রভাত" পারভেজ শহীদীর রচনা। আলেকজাণ্ডার ব্লক-এর কবিতাটির শেষ স্তবক শ্রী কৌশিক গুহের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদে যা দাঁড়াচ্ছে তা এইরকম :

I am neither simple nor terrible

Not so terrible that I simply kill

Not so simple that I don't know

How terrible is life.

মূল কবিতাটির তারিখ ১৬ ডিসেম্বর, ১৯১৩।

তরুণ সমালোচক অচিন্ত্য বিশ্বাসের "হোক পড়ন্ত বেলা" ('মানসলোক', দ্বাবিংশ বর্ষ, কলকাতা বইমেলা সংখ্যা, ১৩৯৮) প্রবন্ধে 'যা রে কাগজের নৌকো'-র বিভিন্ন কবিতার প্রসঙ্গ তুলনামূলক আলোচনায় বারে বারে ফিরে এসেছে। তার কিছু অংশ এখানে সংকলন করা হল :

"একজন কবি যখন নিজেকে অনুকরণ করতে থাকেন তখন তাঁর কবিতা শেষ হয়েছে ধরে নেওয়া দরকার এই মন্তব্য অত্যন্ত লঘুভাবে অমিত রায় করেছিল 'শেষের কবিতা'-য়। সুভাষের কবিতায় এই প্রবণতা আজকাল ধরা পড়ছে। কয়েকটি দেখাই। * * * ২। "ছেলে গেছে বনে"-র একটি সুন্দর ছবি ছিল : 'কপালে মিন মিন করছে ঘাম/সময় দাঁড়িয়ে আছে/মাথার ওপর তার ছিঁড়ে/যেন বন্ধ ট্রাম।'

'যা রে কাগজের নৌকো'-র কবিতায় পাচ্ছি :

'দেয়াল ঘড়িতে অবাধ্য/টিক্‌টিক্‌টিক্‌টিক্ শব্দ কপালে মিন্‌মিন করছে ঘাম' ["হায়নার (*sic*) হাসি"]

৩। 'কাল মাধুমাসে'-র (*sic*) "আমার ছায়াটা"—কবিতার প্রায় সমান্তরাল চিত্র পেলাম 'যা রে কাগজের নৌকো'-র একটি কবিতায়" : 'দেয়ালের গা থেকে, ছায়াটা ছাড়িয়ে নিয়ে/ফুটপাথে আমি আছড়ে ফেললাম/তারপর টেনে/হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে নিয়ে গেলাম/একটা গাছের নিচে

ছায়াটাকে রেখে বেরিয়ে আসছি/আমাকে টপকে/পেছন থেকে সামনে লাফিয়ে পড়ল/আমার ছায়া (*sic*)। এখন পাচ্ছি : 'যতবার তাকে ক'রে দিয়ে খোঁড়া/পেছনে গিয়েছি ফেলে/মোড় ঘুরতেই/সে দেয়/সামনে নিজেকে ঠেলে' ["ছায়াপাত" : 'যা রে কাগজের নৌকো']" (পৃ. ১১)

"...পালটে যাচ্ছে কলকাতার প্রকৃত চরিত্র, আর সংগ্রামী ঐতিহ্য, তার বাম রাজনীতিও। আন্দোলন নেই। তাই বেদনা আরও গভীর, অতলান্ত; 'পুরনো বাড়ি, সাবেক পাড়া/পার্ক ময়দান পুকুর ডোবা/হাত পড়ছে বেবাক ব্যথার জায়গায়' এবং মধ্যবিত্তের প্রতিনিধি বলেই (সুভাষ অন্তত কবিতার ক্ষেত্রে অনেকটা যেন তা-ই হতে চান মনে হচ্ছে) কবির চোখে আজ আন্দোলন স্মৃতি। শুধু কবির চোখেই বা বলি কেন, আমাদের সকলের চোখেই এ রকম একটি সত্য আজকাল ভেসে আছে :

'ঘরের কোণে দাঁড় করানো নিশান/আঠার ভাঁড়
কালির কৌটো চাটাই/দেশলাইয়ের খোল/সিগারেটের
ছাই/স্মৃতিকে দেয় দে-দোল' ["দে-দোল" : 'যা রে কাগজের নৌকো']

এই রকম পরিবেশে সাম্যবাদী আন্দোলন আজ স্বপ্ন। সম্ভবত তাই এতো অন্ত্যায় হতে পারছে। সুভাষের চোখে আজ দুঃখের অশ্রুবাদল। তিনি আশা-ভঙ্গের অভিমান নিয়ে নিজেকেই যেন প্রশ্ন করেছেন: 'চোখে যাদের দেখে-ছিলাম/আলাদিনের আলো/দীনদরিদ্র বন্ধুরা সব/ অখ্যাত নাম/তারা কোথায় গেল ?'

বস্তুত পক্ষে সুভাষের এই কবিতাবলীর পিছনে একটি দৃষ্টিভঙ্গি আছে। এখন তিনি আর সর্বহারা শ্রেণীর সংগ্রামী প্রেরণা সম্পর্কিত মার্কসীয় ধরতাই বুলিকে সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারছেন না। অবশ্য নতুন নতুন পরিস্থিতির অভিজ্ঞতা বলছে সমাজ-বদলের উক্ত সূত্র কিছুটা হলেও অন্যভাবে ভাবতেই হবে। এটা সময়েরও দাবি বোধ করি। আর অন্তত কলকাতা-কেন্দ্রিক বামপন্থী আন্দোলনের ক্ষেত্রে এ তো বিশেষভাবে সত্য যে, মধ্যবিত্তের রবীন্দ্র-সঙ্গীতচর্চা, লটারির টিকিট কাটা, রামকৃষ্ণ-বিবেকানন্দ-নেতাজী-সুকান্ত-লেনিন ভক্তির একটা সমাজতাত্ত্বিক সত্যতা আছে। আর তাই বোধ হয় সুভাষের কবিতায় এখন এ রকম স্মৃতি-কাতরতা মাঝে মাঝেই দেখতে পাই।

নাতি-নাতনিদের ডেকে সুভাষের কবিতার পিতামহ-কথক যখন আত্মমগ্ন হয়ে পড়েন :

'বড় হয়ে লোকে এত ভুলে যায়/নিজেদের ছোটবেলাটাকে—/ মাথাভর্তি টাকে হাত দিয়ে/ঢাকে, শুধু ঢাকে।
রথের মেলায় আমরা যাব ভিজে ভিজে/মজা হবে কী যে! / যখন ছিলাম আমি ঠিক তোর মত/যতই ঝড়বৃষ্টি হোক/খেলা থাকলে বেরোতেই হত। /

সারাটা দুপুর কাটত ছিপ হাতে বিলে। /ভিজে জামা, ভিজে জুতো/রোদ উঠলে গায়েই শুকুতো।'

["যা রে কাগজের নৌকো"]

—তখন মনে হয় স্মৃতিভার আজ কবিকে আক্রান্ত করছে ক্ষণেই। কবিতায় স্মৃতিভার মেঘের মতো ঝুরি নামাতে থাকলে সিদ্ধান্ত করতে হয় কবি এখন সামনের পথ দেখছেন কম। এই পিছুটান অনেকটাই কিন্তু মধ্যবিত্ত সমাজেরও লক্ষণ, লক্ষণ আদর্শবান সেই মানুষেরও যিনি প্রাক্তনের দলে নাম লিখিয়েছেন। স্রোত নয় তটে যিনি দাঁড়িয়ে, তিনিই তো পরখ করে দেখতে চান কতটা আসা হল। নির্জন এক বিচ্ছিন্নতাও তো তাঁর। যখন মনে হয় :

'আমি রইলাম পড়ে/অজলে অস্থলে/মন পবনে দেখরে/ময়ূরপঙ্খী চলে/রওনা হয়ে/কাগজের নৌকো। /আর ফেরে নি/বাড়ি-মুখো/ভেসে গিয়েছে/আমার সৃষ্টি/চোখের কোণে/নামিয়ে বৃষ্টি ।।'

["যা রে কাগজের নৌকো"]

স্মৃতি সুখসার এই রচনা সম্পূর্ণভাবেই আত্ম-জৈবনিক। আর হয়ত যে কোনো বিপ্লবীর ক্ষেত্রেই সত্য। ক্ষমতার মধুচক্রে যারা নেই। থেমে তো তিনি থাকছেন না, থামিয়ে দেওয়া হচ্ছে:

'এখুনি ছিল, এই এখানে, সামনেই/যেই ফেলেছি পলক/আর নেই
হাতে চাবুক ঘোড়ায় দেওয়া জিন/তর সয় না/আমাকে ফেলে চলে যাচ্ছে দিন'

["ফিরি" : 'যা রে কাগজের নৌকো']

এমনি করেই তাঁর কখন যেন মনে হয় 'হাওয়ায় ভেসে এল হঠাৎ/বাবার মাথায় চুলের/জবা কুসুম গন্ধ'/কষ্ট হয়। নৌকোর একটি কেন্দ্রীয় ইমেজ এখন তাঁকে আক্রমণ করে হামেশা। যে নৌকো হয়ত নেই, কেবল কল্পনা অথবা যার যাত্রার কোন স্থিরতা নেই, নোঙরহীন দিশাহীন এক যাত্রা।

'কোথায় নদী কোথায় কী/সমস্তই ভেলকি/ঘরের দরজা বন্ধ/মেঝের ওপর দাঁড়িয়ে রোদ গায়ে হলুদ দিয়ে…'

["ফিরি": 'যা রে কাগজের নৌকো']"

(পৃ. ১৫-১৭)

'যারে কাগজের নৌকো' পর্যায়ের কবিতার মধ্যে অচিন্ত্য বিশ্বাস সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'রাজনৈতিক পরিবর্তনের' দিকেই দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন প্রধানত। তাঁর উপরোক্ত প্রবন্ধেই আমরা পাই :

"সুতরাং সুভাষ রাজনীতি ছেড়েছেন কিনা জানি না, রাজনীতি তাঁকে ছাড়ে নি। তবে হ্যাঁ, এই দুর পরিক্রমার নিজস্ব নিয়মেই সুভাষ নিজেকে নিয়েছেন পালটে। হয়তো নিজের সিদ্ধান্তকেও। তবে তাঁর আশা ও প্রত্যয় আজও গভীর। এখনো তিনি চান পরিবর্তন :

'আধকপালে হওয়া পৃথিবীটাকে/একটা রমণীয় পরিণামের জন্যে/মাথার ওপর/ দাঁড় করিয়ে রেখে/পাতাল বরাবর/আমি নেমে চলেছি/এরপর আর কোথাও/ ভূমিষ্ঠ হব ব'লে।'

["পাতাল প্রবেশের আগে" : 'যা রে কাগজের নৌকো']

এখনও তিনি শান্তির সপক্ষে, সমঝোতার পক্ষে। এক সময় 'মুখুজ্যের সঙ্গে আলাপে' যেমন 'বিনা বাধায়' সমাজতন্ত্র পৃথিবীতে দখল নেবে বলে মনে করেছিলেন তিনি— আজও তেমনি। এই আত্মবিশ্বাস কখনোই সুভাষকে ছেড়ে যায়নি। তিনি সর্বদাই প্রত্যয়ী থেকেছেন।

'বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ,/যেন কেউ মানুষ মারে না—/ঘরে না, বাইরে না'

["ঘরে না বাইরে না" : 'যা রে কাগজের নৌকো']

রুশিয়ার পট-পরিবর্তন কবিকে দুঃখিত করে না, বরং প্রাণিত করে। হেয়ারপিন টার্নগুলি কবি আজ আমর্ম উপভোগ করেন মনে হয়।

'সামনেই/ভেসে যাচ্ছে রক্তে জমাট/নিষ্ঠুরতার
জবরদস্ত স্মৃতি।
খুলে যাচ্ছে দরজা জানালা/বন্ধ কপাট/
সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি।"

["বদলাচ্ছে দিন" : 'যা রে কাগজের নৌকো'] (পৃ. ২২)

প্রবীণ সমালোচক জগদীশ ভট্টাচার্যের কাছে এইসব পংক্তিই প্রতিভাত হয় কিছুটা অন্যভাবে। "...আদিবাসী মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই আছে অঙ্গারের মধ্যে বেঁধে রাখা মহাদ্যুতিময় শক্তি। সভ্যতার প্রত্যন্তবাসী এই শক্তিচেতনায় প্রবুদ্ধ হয়েই কবি বলছেন :

হেঁকে আজ বলুক সবাই
মানুষ আমার ভাই!
বন্ধ কর ভ্রাতৃযুদ্ধ,
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না, বাইরে না।

"বদলাচ্ছে দিন" কবিতায় সুভাষ বলছেন, "দুনিয়া ছিল কাল যেখানে,/আজ আর/সেখানে নেই।" "খুলে যাচ্ছে দরজা জানালা/বন্ধ কবাট (*sic*)/ সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি।"

সবার জন্যে শুভেচ্ছা-সম্প্রীতি জাগাতে হলে মধ্যযুগীয় বৈষ্ণব কবির সুভাষিত—সবার উপরে মানুষ সত্য—অচল হয়ে গেছে। মানুষ নয়, চাই মনুষ্যত্ব। সুভাষ তাই বলেন :

সবার উপর আজ সত্য
মনুষ্যত্ব।

এই মনুষ্যত্বের ওপর বিশ্বাস রেখে "আজকের গান" দিয়ে কবি তাঁর সত্তরপূর্তির কাব্য শেষ করেছেন। বলেছেন :

কাজে কথায় সমান হ-ভাই
ডাক দিয়েছে গুরুর গুরু
লম্বা চওড়া বলিস কী ছাই
কর এখনই যজ্ঞ শুরু।
যেখানে হয় সবাই সমান
সবার জন্য সকলের টান
সেখানে হাত আপনি বাড়ান
আল্লা—হরি—মারাংবুরু।

কবির "আজকের গান"-এ আল্লা-হরির সঙ্গে যোগ দিয়েছেন আদিবাসী জনের অধিদেবতা মারাংবুরু। কবির ভবিষ্যতের গানে আশা করব সর্বজনীন মানবপ্রেম মনুষ্যত্বের মহিমায় সর্বত্রচারী হবে।"

[সুভাষ মুখোপাধ্যায় : কবি ও কর্মী, সপ্তাহ, শারদীয়া সংখ্যা ১৩৯৯]

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা দরকার, "আজকের গান" বলে যে কবিতাটি এখানে আলোচিত হয়েছে বইয়ে তার শিরোনাম "অনেকের গান"। আর পংক্তিগুলি যেভাবে উদ্ধৃত হয়েছে তাতেও একটু ভুল ধারণা হবার অবকাশ রয়ে গেছে। "কাজে কথায় সমান হ' ভাই" থেকে "কর্ এখনই যজ্ঞ শুরু" পর্যন্ত একটা স্তবকের অংশ, আর পরের পংক্তিগুলি পরের স্তবকের অংশ। মধ্যবর্তী অংশ এই রকম :

গর্জে শুধু, বর্ষে না যে
লাগে না সে কোনো কাজে

যাত্রাতেই যা ভীমের সাজে
ভাঙে দুর্যোধনের উরু।
ডাক দিয়েছে···
মুক্তধারায় বাঁধ দিলে তো বিজ্‌লি পাবে
লাগাম ছাড়ো, অশ্বমেধের ঘোড়া যাবে।

এই বইয়ের "ডোমকানা" কবিতার সঙ্গে বুদ্ধদেব বসুর 'স্বাগতবিদায়'-এর অন্তর্গত "কিম্পুরুষ" কবিতাটিকে মিলিয়ে পড়া যেতে পারে। বুদ্ধদেব বসুর কবিতাটির রচনাকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৬৯। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত হল :

কেউ ডেকে পাঠায় না। তারা কিন্তু চ'লে আসে ঠিক—
যখনই নূতন শিশু জন্ম নেয় গৃহস্থের ঘরে :
যেন কোনো স্বতঃস্ফূর্ত প্রেরণার অদম্য উত্তরে
নৃত্য করে অভ্যর্থনা, ঐকতানে গায় মাঙ্গলিক।

গলায় ফুলের মালা, হাতে চুড়ি, কপালে সিন্দুর,
হেসে, গ'লে, ঢ'লে পড়ে, লোল দৃষ্টি পাঠিয়ে আকাশে
(যদিও ছোটোরা কেউ ভয় পায়, ক্ষিপ্ত হয়ে চ্যাঁচায় কুকুর—
মেতে ওঠে— অনাহূত— বিপুল ও বদান্য উচ্ছ্বাসে।

অতি সাধু পরিশ্রম। তবু প্রীতি জোগাতে পারে না।
কর্কশ তাদের কণ্ঠ, অঙ্গভঙ্গি বড়ো বেমানান—
কুশ্রী নয়— কুশ্রীতারও অতিক্রান্ত— উৎকট, অচেনা।
গৃহস্বামী দুই-চার মুদ্রা দিয়ে শশব্যস্ত বিদায় জানান।

দুই-চার মুদ্রা—শুধু সেজন্যেই এদের উৎসাহ?
এই সব দুর্ভাগারা, যারা নয় নারী বা পুরুষ—
তাই ব'লে হৃদয় কি নিশ্চেতন? শরীর বেহুঁশ?
উৎপীড়ন করে না কি ধমনীর নির্বোধ প্রদাহ?

মনে হয়, তাই তারা ছুটে আসে মুগ্ধ কৌতূহলে—
সন্তানের জন্মে যেন এত সুখী অন্য কেউ নয়,

যা শুধু তাদেরই কাছে জন্ম এক অমেয় বিস্ময়,
নিজেরা জননরিক্ত, প্রকৃতির পরিত্যক্ত ব'লে।

যা থেকে বঞ্চিত তারা, চায় তারই পরোক্ষ আস্বাদ
লব্ধ ফলে প্রমাণিত দেবতাকে জানিয়ে সম্মান,
অবরুদ্ধ রহস্যের অভিনয়ে দিয়ে আত্মদান—
যদি জোটে কল্পনায় এক কণা নিষিদ্ধ আহ্লাদ :

যেমন দিদিমা হন রসবতী নাৎনির বিয়েতে,
দন্তহীন বিলোল কৌতুকে যেন চান ফিরে পেতে
প্রায়-ভুলে-যাওয়া তাঁর সমর্থ অতীত ;
কিংবা বৃদ্ধ মনোযোগী আদিরসে বর্ণিল ছবিতে
যদি বা অকস্মাৎ ন'ড়ে ওঠে কুলকুণ্ডলিনী ;
কিংবা কোনো কবি যেন—নিঃশেষিত, আবেগরহিত,

ব্যর্থতা বুঝেও তবু (বদ্ধমূল যেহেতু বাসনা),
সব সরঞ্জাম নিয়ে সারাদিন সন্নিবিষ্ট যিনি
নিস্তাপ, গুঞ্জনহীন, নিরুত্তর দাম্পত্য নিভৃতে,

সামনে শাদা পাতা খুলে— যার অঙ্গে লাঙলের আঁচড় পড়ে না।

২ গাথা সপ্তশতী

অনুবাদ : সুভাষ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক : শমিত সরকার, এম. সি. সরকার অ্যাণ্ড সন্‌স প্রাইভেট লিমিটেড, ১৪ বঙ্কিম চাটুজ্যে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। প্রথম সংস্করণ : ১৯৮৯। ISBN 81—7157—017—81 মুদ্রক : দিলীপকুমার পান। বি. বি. প্রিণ্টার্স, ২০/এ, রাধানাথ বোস লেন, কলিকাতা-৬। উৎসর্গ : গৌরী ধর্মপাল কল্যাণীয়াসু। পৃষ্ঠাসংখ্যা : সাত+১৪৬। সাতটি শতকে বিন্যস্ত প্রত্যেক শতকে ১০১টি করে গাথার অনুবাদ সংকলন।

'গাথা সপ্তশতী'-তে সংকলিত কবিদের নাম নিয়ে কিছু সমস্যা আছে।

শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য তাঁর 'গাথা-সপ্তশতী'-র অনুবাদের ভূমিকায় লিখেছেন :

"গাথাসপ্তশতীতে অনেক কবির রচনা স্থান পেয়েছে। কিন্তু বহু শ্লোকে রচয়িতার নাম উল্লিখিত হয় নি। এই প্রসঙ্গে মনে রাখা ভাল—ওই কবিদের নামও টীকাকার পরম্পরায় প্রাপ্ত। তাঁরা পরম্পরায় যা শুনেছিলেন, পেয়েছিলেন, তাই টীকায় উল্লেখ করেছেন। এঁদের মোট সংখ্যা ২৬০। এই গ্রন্থে প্রতি শ্লোকে রচয়িতার নামোল্লেখ থাকলেও পঞ্চম শতকের ২২ শ্লোক থেকেই আর কবির নাম মিলছে না। শুধু ৭/৯৪, ৭/৯৬ ও ৭/৯৭ এ নাম আছে। প্রথম থেকে ৫/২১ পর্যন্ত কবিদের নাম আছে—সামান্য কয়েকটি গাথায় নেই। নামে অচিহ্নিত শ্লোকগুলির অনেক শ্লোকের রচয়িতা স্বয়ং হালও হোতে পারেন। অন্তত চুয়াল্লিশটি পদে হালের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ২/২৭ গাথায় শালিবাহন রূপে হালই কবি, সুতরাং তাঁর নামসংখ্যা ৪৫ ধরলে সত্যভ্রংশ হবে না। এত অধিক সংখ্যক পদ আর কোন কবির নেই। সঙ্কলয়িতার নামেই গ্রন্থ চলে—কাজেই গ্রন্থখানা 'হাল বিরচিত গাথাসপ্তশতী'।"

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদ-সংকলনে যেসব গাথায় কবিদের নাম নির্দেশিত হয়নি, অথচ নাম পাওয়া যায় তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল :

প্রথম শতক, গাথা নং ৭৬। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য অনুসারে এই গাথার কবির নাম ভীমবিক্রম। রাধাগোবিন্দ বসাক এই গাথার কবির নাম নির্দেশ করেননি।

প্রথম শতক, গাথা নং ৭৭। রাধাগোবিন্দ বসাক বা পার্বতীচরণ ভট্টাচার্য কেউই গাথাটির মূল বা অনুবাদের সঙ্গে কবির নাম নির্দেশ করেননি। কিন্তু দুজনেই কবিদের নামের তালিকার সঙ্গে নির্দেশিত গাথা-সংখ্যার যে পূর্ণাঙ্গ তালিকা দিয়েছেন সেখানে এই গাথার কবির নাম আছে বিনয়ায়িত।

প্রথম শতক, গাথা নং ৭৮। পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের নির্দেশ অনুসারে এই গাথার কবির নাম মুক্তাধর। রাধাগোবিন্দ বা পার্বতীচরণ কেউই অবশ্য মূল বা অনুবাদের সঙ্গে এই নাম নির্দেশ করেননি।

দ্বিতীয় শতক, গাথা নং ৭২। কবির নাম সত্যস্বামী।

দ্বিতীয় শতক, গাথা নং ১০১। কবির নাম হাল।

তৃতীয় শতক, গাথা নং ৫১। কবির নাম হাল।

তৃতীয় শতক, গাথা নং ১০১। কবির নাম হাল।

চতুর্থ শতক, গাথা নং ৩। কবির নাম শ্রীরাজ।

চতুর্থ শতক, গাথা নং ৩৫। কবির নাম অভব।

পঞ্চম শতক, গাথা নং ১। কবির নাম হাল।

পঞ্চম শতক, গাথা নং ১৯। কবির নাম তুঙ্গক বা তুঙ্গিক।

পঞ্চম শতক, গাথা নং ২১। কবির নাম রাজরসিক বা রাগরসিক।

সপ্তম শতক, গাথা নং ৯৪। কবির নাম হাল।

সপ্তম শতক, গাথা নং ৯৬। কবির নাম শ্রীসুন্দর।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায়, সপ্তম শতক, গাথা নং ৯৩-এ কবির নাম নির্দেশিত আছে হাল। ঐ গাথার কবির নাম পাওয়া যায় না।

নামের অনুল্লেখ ছাড়াও দু-একটি ক্ষেত্রে কবিদের নামান্তর লক্ষ করা যায়। দ্বিতীয় শতকের ২০ নং গাথায় কবির নাম নির্দেশিত হয়েছে গন্ধরাজ। রাধা-গোবিন্দ ও পার্বতীচরণ দুজনেরই নির্দেশ অনুসারে এই গাথার কবির নাম হাল। চতুর্থ শতকের ১০ নং গাথায় কবির নাম নির্দেশিত হয়েছে অনুরাগ। রাধাগোবিন্দ ও পার্বতীচরণ দুজনেই নির্দেশ করেছেন সমর্থ। রাধাগোবিন্দ অবশ্য কবির নামের পরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়েছেন, পার্বতীচরণে ঐ চিহ্ন অনুপস্থিত। চতুর্থ শতকের ৩২ নং গাথায় কবির নাম নির্দেশিত আছে বজ্রদেব। রাধাগোবিন্দ ও পার্বতীচরণের নির্দেশ অনুসারে এই গাথার কবির নাম বিগ্রহ রাজ।

এই সংকলনের 'অনুবাদ প্রসঙ্গে' অনুবাদক জানিয়েছেন, "অনভ্যস্ত প্রাকৃতের বদলে কবিদের সংস্কৃত পোশাকী নাম ব্যবহার করেছি।" এ বিষয়ে সর্বত্র সঙ্গতি নেই। যে সব গাথায় কবিদের প্রাকৃত নামই ব্যবহৃত হয়েছে তার একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল, সঙ্গে পোশাকী সংস্কৃত নামেরও উল্লেখ রইল :

শতক	গাথা নং	কবির নাম
প্রথম	২৬	অন্ধরাজ
,,	৩৬	মহিত (?)
,,	৫২	বেসর (বর্তমান সংকলনের 'যেসর' মনে হয় মুদ্রণপ্রমাদ।)
,,	৫৭	মকরন্দ
,,	৫৯-৬১	মণ্ডাধিপ
দ্বিতীয়	১-৩	মান
,,	৪	শ্রীবল
,,	৭	অবিককর্ণ
,,	৮	ভ্রমর

শতক	গাথা নং	কবির নাম
”	৯	কালসিংহ
”	১০-১১	মৃগাঙ্ক
”	১২	বিধিবিগ্রহ
”	১৩	ইন্দ্র
”	১৪	গৌর
”	২১	গন্ধরাজ
”	২২	কর্ণপুত্র
”	২৩	অনুরাগ
”	২৬	ঋজুক
”	২৮-২৯	শালিক
”	৩১	কুসুমরাজ
”	৩২	ব্রহ্মগতি
”	৩৪	বিক্রমরাজ
”	৩৫	কীর্তিরাজ
”	৩৬	কুন্দপুত্র
”	৩৭	শক্তিহস্তী
”	৩৮	দেবরাজ
”	৩৯	অনুরাগ
”	৪১	বৈরশক্তি
”	৪২-৪৩	বৃদ্ধরঙ্ক
”	৪৪-৪৫	বালাদিত্য
”	৪৬	বিজিয়গতি
”	৪৯	অবজ্ঞাত
”	৫০	কেশবরাজ
”	৫১	নিষ্কলঙ্ক
”	৫২	মাতঙ্গ
”	৫৩-৫৪	সাধিল্ল
”	৫৫	সদ্রোণকলস
”	৬০	গুণর্ধ

শতক	গাথা নং	কবির নাম
দ্বিতীয়	৬২	শশিরাগ
,,	৬৩	রোধা
,,	৬৪	মেঘনাদ
,,	৬৬	অহোরাজ
,,	৬৯	পুণ্ডরীক
,,	৭০	জয়সেন
,,	৭১	নরবাহন
,,	৭৩	পোট্টিস
,,	৭৪	বপ্রস্বামী
,,	৭৭	অনুলক্ষ্মী বা অনুলব্ধী
,,	৮১	আহবশক্তি
,,	৮৪	মৃগাঙ্ক
,,	৮৬	বিগ্রহরাজ
,,	৮৮	অনঙ্গ
,,	৯০	অমৃত
,,	৯১	পাবশীল
,,	৯৫	পাবশীল
,,	৯৬	বৎস
,,	৯৮	সুরভিবংশ
,,	৯৯	মণিরাজ
,,	১০০	হরিতকু
তৃতীয়	২	প্রবরসেন
,,	৩	চন্দ্রহস্তী
,,	৪	রাজবর্গ
,,	৬	পুণ্যভোজক
,,	৭	রাজহস্তী
,,	৮	প্রবরসেন
,,	৯	ভানুশক্তি
,,	১০-১৩	বাসবরাজ

শতক	গাথা নং	কবির নাম
তৃতীয়	১৪	মানবেন্দ্র
,,	১৬	প্রবরসেন
,,	১৮	অর্ধরাজ বা অন্ধরাজ
,,	১৯	দেবরাজ
,,	২১-২২	ব্রহ্মচারী
,,	২৬	বিক্কম (?)
,,	২৮	অনুলক্ষ্মী
,,	২৯	ভৈক্ষল
,,	৩০	অসমসাহস
,,	৩১	মকরধ্বজ
,,	৩২	নিরূপ
,,	৩৩	সত্যসেন
,,	৩৪	অর্ধরাজ বা অন্ধরাজ
,,	৩৯	বিদগ্ধ
,,	৪০	অনুরাগ
,,	৪১	ময়ূখ
,,	৪৬	বলদেব
,,	৪৯	সুচরিত
,,	৫০	অর্জুন
,,	৫২	গর্গরাজ
,,	৫৪	সুন্দক বা সুন্দর
,,	৫৫	গোবিন্দস্বামী
,,	৫৮-৫৯	কবিরাজ
,,	৬১-৬২	দুর্বিদগ্ধ বা দুর্বৃদ্ধক
,,	৬৩	অনুলক্ষ্মী
,,	৬৬	পরাক্রম
,,	৬৭-৬৮	শবরশক্তি
,,	৬৯	নীল
,,	৭০	বাসব

শতক	গাথা নং	কবির নাম
তৃতীয়	৭১	পর্বতকুমার
,,	৭৪	অনুলক্ষ্মী
,,	৭৫	ঈশান
,,	৭৬	অনুলক্ষ্মী
,,	৭৭	বিজ্জ
,,	৭৯	জীবদেব
,,	৮০	বিষমরাজ (গ)
,,	৮১	বিতথ
,,	৮২	কুবলয়
,,	৮৪	মাতৃরাজ
,,	৮৫	আলর্ক
,,	৮৬	ভোজক
,,	৮৭	অপনাগর
,,	৮৮	হরিবৃদ্ধ
,,	৮৯	আলর্ক
,,	৯০	বিক্কির
,,	৯১	মাতৃরাজ
,,	৯৪	মন্দস্নুজন
,,	৯৬-৯৭	দ্ব্যর্ধেন্দ্র
,,	৯৮	সত্যসেন
,,	৯৯	অবন্তিবর্মণ
চতুর্থ	৩২	বিগ্রহরাজ
,,	৭০	বহুরাজ

গাথা সংকলনের কবিদের মধ্যে কয়েকজন আছেন মহিলা কবি : অনুলক্ষ্মী, পৃথিবী, মাধবী, রোধা, রেবা ও শশিপ্রভা।

'গাথা সপ্তশতী'-র প্রথম সংস্করণের পাঠ ও বর্তমান 'কবিতাসংগ্রহ'-তে গৃহীত পাঠের মধ্যে তিনটি পার্থক্য লক্ষ করা যায় :

ষষ্ঠ শতকের ৩৪ নং গাথা প্রথম সংস্করণে ছিল :

বসন্তে লোকে ধেয়ে যায় উন্মার্গে
কোলাহল ওঠে দারুণ
বাজে তূরী, তবু তুমি না থাকার দরুন
ভাবি গাঁয়ে জলে আগুন ॥

বর্তমান সংগ্রহের পাঠ :

ছ্যাখোসে, বৃদ্ধ নুয়ে-পড়া বৃক্ষকেও
বক্ষে জড়িয়ে গা তোলে ক্ষীরিকা-লতা
এসব কিছুই কে উস্কে দেয়, জানো কি ?
পদ্মগন্ধী শরতের মাদকতা ॥

এই শতকেরই ৩৫ নং গাথা প্রথম সংস্করণে ছিল :

যে সময়ে লোকে ধেয়ে যায় উন্মার্গে
কোলাহল ওঠে দারুণ
বাজে তূরী ভেরী, তুমি নেই তাই মনে হয়
গাঁয়ে জলে যেন আগুন ॥

বর্তমান সংগ্রহের পাঠ :

লোকে এ সময়ে ভুলপথে যায়
হৈ-হুল্লোড়ে কানে লাগে তালা
বাজে তূরীভেরী, স্বামী নেই বাড়ি
এই পোড়া গাঁয়ে একা থাকা জ্বালা ॥

সপ্তম শতকের ৮৬ নং গাথার দ্বিতীয় চরণ প্রথম সংস্করণে ছিল : "এদের ওপর ক'রো না আদৌ ভরসা"। বর্তমান সংগ্রহে আছে : "এদের ওপর আর আদৌ ভরসা নয়"।

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অনুবাদে তাঁর "ভরসাস্থল ডক্টর রাধাগোবিন্দ বসাকের বাংলায় আর ইংরিজিতে কৃত গদ্যানুবাদ।" এই বই দুটির প্রকাশ-বিবরণ :

সাতবাহন নরপতি হালের
গাথা সপ্তশতী
ডক্‌টর রাধাগোবিন্দ বসাক, এম-এ, পি-এইচ-ডি
প্রণীত।

প্রকাশক : শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ; জেনারেল প্রিণ্টার্স য়্যাণ্ড পাব্লিশার্স

লিমিটেড ; ১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য দশ টাকা মাত্র। ফাল্গুন ১৩৬২ সন (১৯৫৬)। জেনারেল প্রিণ্টার্স য্যাণ্ড পাব্লিশার্স মুদ্রণ বিভাগে [অবিনাশ লিমিটেডের প্রেস—১১৯, ধর্মতলা স্ট্রীট কলিকাতা] শ্রী সুরেশচন্দ্র দাস, এম-এ কর্তৃক মুদ্রিত।

এই বইয়ে গাথাগুলির প্রাকৃত মূলের সঙ্গে সংস্কৃত ও বাংলায় গদ্যানুবাদ দেওয়া আছে। অন্য বইয়ে অনুরূপভাবে ইংরেজি গদ্যানুবাদ দেওয়া আছে। বইটির প্রকাশ বিবরণ :

Bibliotheca Indica : A Collection of Oriental Works. The *Prākrit Gāthā-Saptaśati.* Compiled by Sātavāhana King Hāla Edited with Introduction and Translation in English by Radhagovinda Basak, M.A., Ph. D., D. Litt., F.A.S., Vidyāvācaspati. Work Number 295, Issue Number 1595. The Asiatic Society, 1971. Published by Dr. Bratindra Nath Mukherjee, General Secretary, The Asiatic Society, 1 Park Street, Calcutta-16. Printed by Shri S. N. Guha Ray, Sree Saraswaty Press Limited 32 Acharya Prafulla Chandra Road, Calcutta-9. Price : Rs 25.00, $ 4·00, 35s. net.

বাংলায় পদ্যানুবাদক পার্বতীচরণ ভট্টাচার্যের বইয়ের প্রকাশ-বিবরণ :

গাথা সপ্তশতী [সাতবাহন রাজা হাল-সঙ্কলিত]। ভূমিকা-অনুবাদ-টীকা : শ্রীপার্বতীচরণ ভট্টাচার্য। জয়দুর্গা লাইব্রেরী, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৭৭। প্রকাশক : নরেন্দ্রচন্দ্র সান্যাল, ৮এ কলেজ রো, কলিকাতা-৯। মুদ্রাকর : সুকুমার ভাণ্ডারী, রামকৃষ্ণ প্রেস, ৬ শিবু বিশ্বাস লেন, কলিকাতা-৬। প্রচ্ছদপট : পূর্ণেন্দু পত্রী, মানচিত্র : শ্রীকৃষ্ণ পাল।

সাতবাহন সাম্রাজ্য ও সমসাময়িক ভারতবর্ষের একটি মানচিত্র-সংবলিত।

পার্বতীচরণের অনুবাদ-নমুনা :

করপুট ভরি অর্ঘ্য সলিল নিয়েছে আজিকে গৌরীপতি ;
তার পাশে দেবী চন্দ্র-আননা—উভয়ে আমার জানাই নতি।
অঞ্জলি জলে বিম্বিত হোল উমার রুষ্ট নয়ন ছায়া ;
অর্ঘ্যের জলে রক্ত নয়ন রচি গেল এক পদ্ম-মায়া। —হাল

[প্রথম শতক, গাথা নং ১]

'গাথা সপ্তশতী' প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল 'দেশ' পত্রিকায়। ১৩৯৪-এর শারদীয় সংখ্যায় প্রথম শতক ও ১৩৯৫-এর শারদীয় সংখ্যায় দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতক প্রকাশিত হয়। বাকি চারটি শতক প্রকাশিত হয় 'দেশ'-এর সাধারণ সংখ্যায়— ১, ৮, ১৫ ও ২২ এপ্রিল ১৯৮৯।

৩ ধর্মের কল

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলিকাতা-৯। প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯১। প্রচ্ছদ : কৃষ্ণেন্দু চাকী। ISBN 81—7215—007-5। আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস অ্যাণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে পি ২৪৮ সি আই টি স্কিম নং ৬ এম কলকাতা ৭০০০৫৪ থেকে তৎকর্তৃক মুদ্রিত। মূল্য ১৫·০০ টাকা। উৎসর্গ : সুবীর রায়চৌধুরী স্নেহভাজনেষু। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৭। মোট ৪৩টি কবিতার সংকলন :

১। স্বর্গীয়
২। এক মাঘে শীত যায় না
৩। মুক্তকণ্ঠে বহুবচনে
৪। গদির মধ্যে যদি
৫। সাত রাজার ধন
৬। নিরঞ্জন
৭। নেই মানে ?
৮। বুড়ি বসন্ত
৯। হাল ছাড়া
১০। ফেউ
১১। উড়ো চিঠি
১২। কিংবদন্তী
১৩। দেয়ালে লেখার জন্যে
১৪। এখন কে যায় ?
১৫। যেতে বললে
১৬। লাফ দেওয়ার গল্প

১৭। আগুন নিয়ে খেলা

১৮। জর্জ সেফেরিস-এর অবতার

১৯। সখা হে

২০। বাপু হে

২১। হচ্ছেটা এই

২২। ধর্মের কল

২৩। 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া' নাটকের গান

২৪। দেয়ালের লিখন

২৫। বাপসকল

২৬। লোকে বলে

২৭। ময়দানব

২৮। ওঠা পড়া

২৯। এক মাকড়সা

৩০। এই দুই তিন

৩১। দাদামশাইয়ের বৈঠকখানা

৩২। বুম্‌লা

৩৩। পিক্‌-এ

৩৪। ভুট্টা

৩৫। ষট্‌কে

৩৬। দূর থেকে

৩৭। ভাষ্যি

৩৮। পৃথিবী

৩৯। চিত্রা চিচার

৪০। ববি আনন্দ

৪১। শিত্রি শিত্রি

৪২। ভাগ

৪৩। হাউ'জ দ্যাট

মূলত মৌলিক কবিতার সংকলন, তবে এখানেও দুটি আছে অনুবাদ কবিতা। "জর্জ সেফেরিস-এর অবতার" আর " 'লাল ঘাসে নীল ঘোড়া' নাটকের গান"। সোভিয়েত নাট্যকার মিখাইল শাৎরভ্ (জ. ১৯৩২)-এর নাটকের ইংরেজি

অনুবাদ *Revolutionary Etude* (*Blue Horses on Red Grass*) এই নামে রাদুগা পাবলিশার্স প্রকাশিত *Five of the Best Soviet Plays of the 1970s* নামক সংকলন গ্রন্থের অন্তর্গত। সংকলনের নাটকগুলি অনুবাদ করেছেন মায়া গরদিয়েভা ও মাইক ডেভিডো। নাটকের অন্তর্গত গানগুলির পদ রচনা করেছেন সেরগেই বর্‌কভ্‌। গানগুলির ইংরেজি অনুবাদ করেছেন মায়া গরদিয়েভা। নাটকে গানগুলির ক্রমানুসারে বর্তমান অনুবাদের ৩নং গানটি আসছে সর্বপ্রথম। এই নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র লেনিনের মুখে শিস দিতে দিতে নরম স্বরে শোনা যাচ্ছে এই গান।

'ধর্মের কল'-এর সমালোচনায় সব্যসাচী সরকার লিখেছেন, "সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের নতুন কবিতার বই 'ধর্মের কল' যে কোনো স্তরের পাঠকের মনোযোগ দাবী করে। যাঁরা হালকা মনে কবিতা পড়েন, এই বইটি তাঁদের তো আনন্দ দেবেই, সচেতন পাঠকও খুঁজে পাবেন এক অন্য সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে যিনি সময়ের সঙ্গে সঙ্গে পালটে নিচ্ছেন নিজেকে। তাঁর পাঠকমাত্রেই জানেন, সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র এক কাব্যভাষা তাঁর কবিতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। তবে, এই বইটির ক্ষেত্রে মজার কথা এই যে, এর কাব্যভাষা তাঁর ঠিক আগের বই 'যা রে কাগজের নৌকো'র থেকেও যেন কিছুটা আলাদা। কবিতাগুলিতে জটিলতার চিহ্নমাত্র নেই। প্রতিদিনের ছোট্ট ছোট্ট ঘটনাকে কবিতা করে তোলার খেলায় মেতেছেন তিনি।

'কাচালঙ্কা, গন্ধরাজ লেবু' থেকে হাজিরার খাতা পর্যন্ত তাঁর স্বচ্ছন্দ চলাফেরা। এক দমবন্ধ করা ছন্দে সওয়ার হয়ে কবি ঘুরেছেন, 'পাঁশকুড়া, তমলুক, হলদিয়া' থেকে 'ভিয়েনা. বার্লিন, প্যারিস, লণ্ডন', বইটির নাম 'ধর্মের কল' এবং কবিতা-গুলিও যেন সময়ের চাকার সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে চলেছে। আবেগের বাহুল্য না থাকা সত্ত্বেও আশ্চর্য সজীবতা, গদ্যের টানটান গতিশীলতা থাকা সত্ত্বেও কবিতার রহস্যময়তা তাঁর কবিতায় সার্থকভাবে ফুটে ওঠে। আমরা অবাক হয়ে লক্ষ করি, কীভাবে নিজেকে ভেঙে চুরমার করে ফেলেছেন তিনি, অহরহ লড়াই করছেন নিজেরই সঙ্গে আর ধীরে ধীরে গড়ে উঠছে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক কাব্যভাবনা। প্রতি কাব্যগ্রন্থেই যেন আমরা অন্য এক সুভাষ মুখোপাধ্যায়কে পাচ্ছি।

খুব নিচু স্বরে কথা বলা শুরু করেছেন কবি প্রথমদিকের কবিতাগুলিতে। 'এক মাঘে শীত যায় না' কবিতায় সাম্প্রতিক কালের এক আলোড়ন সৃষ্টিকারী ছাত্র আন্দোলনের কথা আশ্চর্য মৃদু অথচ দৃঢ় উচ্চারণে প্রকাশিত হয়েছে: "আর

ভিড়ের মধ্যে একা হয়ে / ছবির হরফে তখন একজন চিঠি লিখছিল / আমরা কোনো অন্যায় করিনি, মাগো"—'নেই মানে' কবিতাটিতে ব্যক্তিগত থেকে ইউনিভার্সালের দিকে ঝুঁকেছেন এবং পাঠককেও তাঁর সঙ্গী করে নিয়েছেন অনায়াস দক্ষতায়। 'ফেউ' কবিতায় খুঁজে পাই কবির পুরনো ভঙ্গিমা। যে প্রাণবন্ত জীবনবোধ তাঁকে দিয়ে লিখিয়েছিল 'ফুল ফুটুক না ফুটুক / আজ বসন্ত'/ সেই বোধ থেকেই সৃষ্টি হয়েছে 'এখন কে যায়' এর মতো অসাধারণ কবিতা। কবিতাটির প্রতিটি পঙ্‌ক্তি যে কোনো কবির কাছে অত্যন্ত ঈর্ষণীয়। এই যে মজার সময়, যখন 'কুড়ি পেরিয়ে একুশে পা দেবে / আমাদের বড় আদরের এই শতাব্দী / আমি উনুনে চড়িয়েছি / তার জন্মদিনের পায়েস,' তখন 'এমন মজার খেলাঘর ছেড়ে / দূর! এখন কে যায়?' আবার সবিস্ময়ে লক্ষ করি ঠিক পরের কবিতাটিতেই কবি যেতে রাজী হয়ে যাচ্ছেন, 'বললেই যাই / চোখের পাতা ফেলতে যা সময়।' আসলে এই আপাতবিরোধিতার মধ্যে দিয়েই দৃষ্টিগোচর হয় তাঁর কবিতার মর্মভেদী শক্তি। 'সখা হে' কবিতায় মহাকাব্যের পরিচিত ধ্যান-ধারণার নতুন রূপ স্পষ্ট করে তুলেছে এযুগের সঙ্গে সেযুগের ব্যবধানকে। এখানে শব্দে রূপান্তরিত আজকের মানুষের স্বাভাবিক দাবি : 'নারকী এই কুরুক্ষেত্র ছেড়ে / চাই এবার / পায়ের নিচে মাটি।' পিঁপড়ের সঙ্গে মানুষের অথবা মানুষের সঙ্গে পিঁপড়ের একটা সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় 'হচ্ছেটা এই' কবিতায়। প্রশ্ন এই যে, এক্ষেত্রে পিঁপড়েকে মানুষের পর্যায়ে তুলে আনা হয়েছে না মানুষকে পিঁপড়ের পর্যায়ে নামিয়ে দেওয়া হয়েছে? বোধ হয় দুটোই। 'ধর্মের কল' কবিতায় বর্তমান সমাজের সঙ্গে চমৎকার মিশ খেয়ে গেছে মহাকাব্যের ঘটনাবলী। এইভাবে কবিতাগুলিতে ক্রমাগত একটি দল অপর একটি দলের সঙ্গে জায়গা বদলাবদলি করে নিচ্ছে অনায়াসে, 'যে দর্শক সেও এর অভিনেতা, / যে অভিনেতা, সেও এর দর্শক।' (বাপসকল)

বইটির শেষদিকের কবিতাগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা সুরে লেখা। বুমলা, লালটু ও মিউ ইত্যাদি কয়েকটি খুদে মানুষের দস্যিপনা, দাদামশায়ের কাছে আবদার ও হামলা ছোট ছোট কবিতায় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। 'চি-বু চি-মু চি-লা! / আমরা হলাম লাল গেরিলা / দাদামশাইয়ের বৈঠকখানায় / ঘোড়ায় চড়ে দেব হানা' "

[দেশ, ২০ জুলাই ১৯৯১]

৪ মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো

সুভাষ মুখোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলিকাতা ৯। প্রথম সংস্করণ : জানুয়ারী ১৯৮০, দ্বিতীয় মুদ্রণ : জানুয়ারী ১৯৮২। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : পূর্ণেন্দু পত্রী। আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ফণিভূষণ দেব কর্তৃক ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলিকাতা ৭০০০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ প্রেস এণ্ড পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে দ্বিজেন্দ্রনাথ বসু কর্তৃক পি ২৪৮ সি. আই. টি. স্কীম নং ৬ এম কলিকাতা ৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত। মূল্য ৬'০০ টাকা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ৬৮। নামহীন সংখ্যাচিহ্নিত ৬৪টি ছড়ার সংকলন। ১৭ × ১১'৫ সে. মি.

প্রকাশকের প্রথম প্রচ্ছদ-বিবৃতিতে আমরা পাই :

"গত চার দশক ধরে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে বহু বিপ্লব ঘটিয়েছেন সুভাষ মুখোপাধ্যায়। কখনো বিষয়ে, কখনো প্রকরণে। এবার তিনি হাত বাড়িয়েছেন ছড়ার রাজ্যে। এবং, প্রথম আবির্ভাবেই এক বিস্ময়কর বিপ্লব ঘটালেন। 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটানো' বাংলা ছড়ার ক্ষেত্রে এক যুগান্তকারী সংযোজন হয়ে থাকবে। থাকবে, কেননা, ছড়ার রাজ্যে নতুন এক ভূখণ্ড যুক্ত করলেন তিনি। প্রাচীন প্রবাদের মতো অমোঘ ও স্মরণীয়, সংহত ও মিলদার, টাটকা ও সাম্প্রতিক এই-সব ছড়া একবার পড়লেই বুকে গেঁথে যায়। গঠনে দারুণ মজা করেছেন তিনি। দৈনন্দিন জীবন থেকে সমধর্মী কিছু শব্দ বেছে নিয়েছেন, আর তার সঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন জুতসই একেকটি পংক্তি। যেমন, 'চা কফি কোকো / এই বাস রেখো', 'ক্ষীর রাবড়ি পায়েস / খাটুনির পর আয়েশ', 'কেষ্টনগর, মেদ্‌নিপুর / ওই দোকানটা রং-রিপুর', 'সিঁড়ি রেলিং আলসে / দাদুর চোখে চালশে', 'আমড়া তেঁতুল জলপাই / গরম দুধে বল পাই।' এমন অজস্র অভাবনীয়ের ক্বচিৎ কিরণে দীপ্ত ছড়ায় ঠাসা এই বই।"

প্রকাশকের দ্বিতীয় প্রচ্ছদ-বিবৃতিতে আছে কবির আলোকচিত্র সমেত সংক্ষিপ্ত কবি-পরিচয় :

"জন্ম : ১৩ ফেব্রুয়ারি, ১৯১৯। বাল্য কেটেছে বাংলাদেশে। রাজশাহীর নওগাঁয়। ১৯৩০ সালে কলকাতায় চলে আসেন। ভবানীপুরের মিত্র স্কুলে ভর্তি হন। বি. এ. পাশ করেছেন স্কটিশ চার্চ কলেজ থেকে।

প্রথম কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে ১৯৪০ সালে—'পদাতিক'। ১৯৬৪ সালের অ্যাকাডেমি পুরস্কার—'যত দূরেই যাই' কাব্যগ্রন্থে। ১৯৭৭ সালে 'লোটাস'

পুরস্কার পেয়েছেন অ্যাফ্রো-এশিয়ান রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশনের। বর্তমানে এই সংস্থার ডেপুটি সেক্রেটারি জেনারেল।

কখনো চাকরি করেন নি। রাজনীতি করার জন্য জেল খেটেছেন (১৯৪৮-৫০)। ছোটদের জন্য অনেকগুলি বই লিখেছেন। 'ভ্রমণ কাহিনী' জাতীয়। ছড়ার বই এই প্রথম বেরুল।

উপন্যাস লিখেছেন দুটি। প্রথম, 'হাংরাস', ১৯৭২ সালে প্রকাশিত। শখ: মাছ ধরা। খেলাধুলা ভালবাসেন।"

কালানুক্রমের বিচারে 'মিউ-এর জন্যে ছড়ানো ছিটোনো'-র স্থান হওয়া উচিত ছিল 'কবিতাসংগ্রহ' ৩য় খণ্ডের 'একটু পা চালিয়ে, ভাই' (১৯৭৯)-এর পরে। এ বই 'পাবলো নেরুদার আরো কবিতা' (১৯৮০)-র সমসাময়িক। ছড়ার বই, এই বিবেচনায় একে সাজানো হল এ পর্যন্ত প্রকাশিত সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অন্য সব কবিতার বইয়ের শেষে।

\+ \+

'কবিতাসংগ্রহ' ১-এর সম্পাদকীয় নিবেদনে গোড়ায় ডবল-দাঁড়ির প্রতি কবির পক্ষপাতিত্বের কথা বলা হয়েছিল। সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের এই পক্ষপাতিত্ব কিন্তু পরেও লক্ষণীয়। সামান্য কিছু ব্যতিক্রম ছাড়া, তাঁর কবিতা অধিকাংশ ক্ষেত্রে শেষ হয় ডবল দাঁড়িতে।

'কবিতাসংগ্রহ' ২-এর গ্রন্থপরিচয় অংশের 'কাল মধুমাস'-এর কবিতাসূচিতে "একটি চেক কবিতার ভগ্নাংশ" হবে "একটি পোলিশ কবিতার ভগ্নাংশ"।

\+ \+

সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের 'কবিতা সংগ্রহ' গ্রন্থাবলির আপাতত উপসংহার। তাঁর গদ্য রচনা থেকে তিনটি টুকরো এখানে উদ্ধার করছি। সামগ্রিকভাবে তাঁর কবিতাকে ছোঁয়ার জন্য হয়তো কাজে লাগবে।

১. "নওগাঁ থেকে একদল ছোকরা কাঁথি গিয়েছিল নুন তৈরি করতে। পুলিশের মারে আধমরা হয়ে যখন তারা ফিরে এল, সারা শহরে প্রচণ্ড উত্তেজনা।

ঢোলগোবিন্দ শুনল, এবার আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় 'সর্বসাধারণের জন্য' বিভাগে সুন্দরমত যে ছোকরাটি ফার্স্ট হয়েছিল সেই তপনদাকে স্টেচারে করে স্টেশন থেকে সোজা বাড়িতে আনতে হয়েছে। পুলিসের কাঁটা-মারা বুটে তার সারা পিঠ নাকি ঝাঁঝরা হয়ে গেছে।

ওই বিভাগে সেও এবার নাম দিয়েছিল। বড়দের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে ঢোল-

গোবিন্দ সেকেণ্ড হওয়ায় সবাই ধন্য-ধন্য করেছে।

তপনদার একটা ছাপাখানা আছে। উকিলপাড়ায় থাকে। ঢোলগোবিন্দর মনে হল, ফার্স্টের পরেই যখন সেকেণ্ড, তখন এ শহরে সে-ই তপনদার সবচেয়ে কাছের লোক। ফার্স্টের যখন এমন একটা অবস্থা তখন একবার গিয়ে দেখা করে আসাটা সেকেণ্ডের কর্তব্যও বটে।

কিন্তু তপনদাদের বাড়ির গলির মুখটাতেই একদল ছোকরা ঢোলগোবিন্দকে আটকে দিল। ছেলেগুলোকে সে অগ্রাহ্য করার চেষ্টা করায় তারা ওর গলার কলার ধরে সরিয়ে দিল। তার চেয়েও বড় কথা, ভিড়ের মধ্যে কে যেন চেঁচিয়ে বলছিল—অরে চেনস না, ওই যে আবগারি দারোগার পোলা—সরকারি চাকুর‍্যার ব্যাটা।

ঢোলগোবিন্দের কান গরম হয়ে উঠল। আর তারপরই অপমানে দুঃখে রাগে তার কান্না পেল। সে সরকারি চাকুরের ছেলে—এটাই তার একমাত্র পরিচয় হল?

এক মুহূর্তে ঢোলগোবিন্দর কাছে বিস্বাদ হয়ে গেল এই শহরটা। ভিড় থেকে ঠিকরে সরে যেতে যেতে সে শুনল ফিসফিস করে একজন বলছে—সাবধান, টিকটিকি।"

[**আমাদের সবার আপন ঢোলগোবিন্দর আত্মদর্শন**
অরুণা প্রকাশনী, শ্রাবণ ১৩৯৪, পৃ. ১৮৮-৮৯]

২. ॥ কাজ আর ছন্দ ॥

"লক্ষ্য থাকলে তবেই সেটা কাজ হয়। কিছু একটা পাবে বলেই মানুষ কাজ করে। যে কাজে ফল নেই তাকে কাজ বলে না। যে কাজ করছে, কাজের ফলটা যদি তার মনের মতো না হয়—তাহলে কাজ করাটা হয় হয়রানির সামিল। কাজের মধ্যে আনন্দ থাকে না, কাজ জিনিসটাই তখন হয়ে দাঁড়ায় ঝকমারির ব্যাপার।

ছন্দ কথাটার মধ্যে আছে এইসব ভাব—ছাড়া, বাঁধা আর আনন্দ। মাথার ওপরকার খোলা, খালি, ছাড়া জায়গাটা যখন বাঁধি সেটা হয় ছন্দ, ছাঁদনা, ছাঁদ, চাঁদোয়া। ছেড়ে বাঁধছি কেন? তা থেকে ফল লাভের উদ্দেশ্য আছে। ফলটা যদি ভালো হয়, ছেড়ে বাঁধার কাজটা হয় আনন্দের—ছন্দটা হয় মনের মতো। মানুষ যে কাজ করে, সেটাই তাহলে ছন্দ। ছাড়া, বাঁধা, উদ্দেশ্য, আনন্দ—কোনো একটা বাদ দিলে ছন্দে খুঁত হবে।

ছন্দ জিনিসটা যেন লাগাম। ঘোড়া যদি ছাড়া অবস্থায় থাকে, তাহলে তাকে দিয়ে কাজ পাওয়া যায় না। ঘোড়া থাকলো বনে, আর আমি এখানে মনে মনে ঘোড়ায় চড়ছি, তা তো হয় না। বুনো ঘোড়া ধরে আনতে হবে, বশ করতে হবে। কিন্তু এনে যদি তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে ফেলে রাখি, তাহলেও ঘোড়ায় চড়া হবে না। তাকে ছাড়তে হবে। ছেড়ে ছেড়ে বাঁধতে হবে। একেবারে ছাড়া নয়, একেবারে বাঁধা নয়। দড়ি কিংবা শেকল হলে চলবে না। লাগাম দরকার।

'করা'র ব্যাপার থেকেই পরে এসেছে 'কলা'র ব্যাপার। কাজ থেকেই শিল্প। করা আর কলা, কাজ আর শিল্প যে আগে এদেশে এক চোখেই দেখা হত—'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র চৌষট্টি কলার নাম থেকেই তা বোঝা যায়। কয়েকটি নাম এখানে তুলে দিচ্ছি :

নৃত্য, গীত, বাদ্য, নাট্য, কৌচুমার (সাজসজ্জা না মেরামতি ?), নেপথ্য (বেশবাস), দশন-বসন-রঞ্জন (দাঁতে মিশি আর কাপড়ে রং লাগানো), গন্ধযুক্তি (গন্ধদ্রব্য তৈরি), আলেখ্য, বর্ণকরণ ও চিত্রকরণ, যুদ্ধবিজয়বিদ্যা, পাকবিদ্যা, তক্ষণ (ছুতোরের কাজ), ডালা, কুলো তৈরি, খনিবিদ্যা, ধাতুবিদ্যা, ইন্দ্রজাল, হস্তলাঘব (হাত পাকানো), আকর্ষণ ক্রীড়া (কুস্তি ?), বাস্তবিদ্যা (ঘরামি), ছলিতক (ঠকানো না খেলা ?), বৈনয়িকী বিদ্যা (আদব-কায়দা), পশুপক্ষী লড়ানো, পাখি পড়ানো ইত্যাদি। সমস্তই হলো কলা। ইংরেজিতে 'কালচার' বলতে যত কিছু বোঝায়, এখানে 'কলা' বলতে তত কিছুই বুঝিয়েছে। কাজ, তত্ত্ব, আচার-ব্যবহার, খেলা, শিল্প সবকিছুই।

চাওয়া জিনিসটা যা মিলিয়ে দিচ্ছে, তাই হল কাজ। মেলানোই হলো ছন্দের ধর্ম।"

[**অক্ষরে অক্ষরে**, দে'জ পাবলিশিং,
জানুয়ারি ১৯৮৪ (১ম সং ১৯৫৪), পৃ. ৪৬-৪৭]

৩. "শাপভ্রষ্ট দেবশিশু ? মূলত তাই। আর সেইজন্যেই বুদ্ধদেব বসু সব-কিছু ছাড়িয়ে কবি। ঘরের বাইরে তাঁর অপার বিস্ময়। সব জেনে-বুঝে শেষ ক'রে ফেলার মধ্যে তিনি নেই। বোধ হয় সব কবির মধ্যেই থাকে সেই শিশু। যার বয়স কখনো বাড়ে না। জীবনে যার ক্লান্তি নেই। শব্দ নিয়ে যার খেলা।

শব্দের চোখ-কান আছে। সেইজন্যেই বোধ হয় শব্দও এক রকমের অভিজ্ঞতা।

এ-কথা বুদ্ধদেব বসু সম্পর্কে কয়েকবার আমার মনে হয়েছে। নইলে ঘর ছেড়ে যিনি নড়েন না, বাইরের সঙ্গে যাঁর সম্পর্ক প্রধানত লেখা আর মুখের শব্দে—কী ক'রে তিনি অভিজ্ঞতা অর্জন করেন?

আসলে মানুষ শুধু লেখা বদলায় না, লেখাও মানুষকে বদলায়। বাইরের তাড়না যতটা না, তার চেয়ে অন্তঃপ্রেরণাই হয় সে-পরিবর্তনের আসল চাবি-কাঠি। যত দিন গেছে, ততই বুদ্ধদেব বসু যে মাটির টান বেশি-বেশি ক'রে অনুভব করেছেন, তার কারণ বাংলা ভাষার সঙ্গে তাঁর নাড়ির বন্ধন।

শব্দের ভেতর দিয়ে এই যোগ। দেশজ ভাবনায় এ-যেন তাঁর দূর দেশান্তর থেকে ক্রমশ ঘরে ফেরা।"

ছোট কুঁড়ে

তালপাতা-ঘেরা মোর কুঁড়ে ঘর
গঙ্গা-তীরে
তার ছায়া দোলে রাত্রি দুপুর
বিপুল নীরে।
পাশ দিয়ে গেছে দূর মেঠো পথ,
তারি পাশে ক'টা বৃদ্ধ অশথ,
শাখায় শাখায় বাজে নহবৎ,
কুটীর ঘিরে।
ছেঁড়া চাল দিয়ে, সাদা চাঁদ হাসে
পূর্ণিমাতে,
ঊষা হেসে চায় আলো ঢেলে যায়
আঙ্গিনাতে ;
পথে যেতে গুণী গান গেয়ে যায়
পরাণ কবিরে পুলকে মাতায়,
ভুলে থাকি তারি মধুর মায়ায়
দিবস রাতে।
কবে কোন দিন ভাঙ্গন প্রলয়
আসিবে ফিরে,
সহসা স্বপন-রচিত কুটীর
ধ্বসিবে কিরে ?
বিকশিত মোর ফাগুনের বনে,
দাবানল কিরে জ্বলিবে সঘনে :
হানিবে অশনি দেবতা গগনে
সুখের নীড়ে ;
সেই ভাল মোর ছোট কুঁড়ে ঘর
বিরাট হ'বে।
চির জনমের তৃষিত পরাণ
জুড়াবে তবে।

বিশ্বের হ'বে যা কিছু আমার ;
থেমে যাবে যত জ্বালা, হাহাকার
হৃদয় আমার মহা-দেবতার
শরণ লবে।
ক্ষণিকের তরে গোলাপ ভুলায়
মধুর হেসে,
পৃথিবীর মায়া তেমনি ত হায়
পথের শেষে।
ধরণীর যত বাসনার দল,
হৃদয়ের জ্বালা বাড়ায় কেবল ;
চ'লে যায়, যত কল কোলাহল
সুদূরে ভেসে।
এমনি ভাঙনে জনমে জনমে
রচিত ঘরে,
ভুলে থাকি মোরা অসার মায়ায়
বিলাস ভরে।
যেদিন মরণ গোপনে গোপনে
দৃষ্টি পাঠায় অন্ধ নয়নে
সেই দিন শুধু আসে জাগরণ
ক্ষণেক তরে।

(সেই সময় নবম শ্রেণীর 'খ' বিভাগের ছাত্র)

'ছোট কুঁড়ে' কবিতাটি প্রসঙ্গে সুভাষ মুখোপাধ্যায় জানিয়েছেন :
মূলে 'গঙ্গাতীরে'-র বদলে ছিল 'পদ্মাতীরে'। ছাপা হয়ে আসার পরে 'গঙ্গাতীরে' দেখে তিনি শিক্ষক কালিদাস রায়কে বলেন যে ছাপার ভুল হয়েছে। বলেন যে, উনি তো লিখেছিলেন 'পদ্মাতীরে'। কালিদাস রায় জিজ্ঞাসা করেন, "তোর বাড়ি কোথায়?" "নদীয়া" বলায় বলেন, "তবে"? আসলে রাঢ় বাংলার কালিদাস রায় পদ্মার বদলে গঙ্গার পরে তাঁর পক্ষপাতিত্বের প্রকাশ হিসেবে 'পদ্মাতীরে'-কে 'গঙ্গাতীরে' করেছিলেন। (স. ক. সং)

হাফেজের বিদায়

শুনিতে পেয়েছি ডাক্,—দূর হ'তে বিদায় আহ্বান
গভীর হ'য়েছে রাত, যাই তবে,—গেয়ে যাই গান।
জ্যোছনা ব্যাকুল হ'ল, নদীজলে লাগে ঘূর্ণিপাক
একেলা মেঘের পথ, হাহাকার করে চক্রবাক,
তরুণীর ভিড় নাই,—শোন মোর ব্যগ্র অনুরোধ
ফেলনা নয়ন জল—বাষ্পে কণ্ঠ করেনাক রোধ।

বন হ'তে ফুল আনি সাজাইয়া দিও মোর শব
প্রাণ খুলে গেও গান মনে ভেব বসন্ত-উৎসব।
পথ দিয়ে যারা যাবে, ব'লে দিও হেথা এককালে
ছিল কবি, গাহিত সে—ভুলে গেছি কি যেন কি সালে।
আর তারে ব'লে দিও দেখে যেতে এ মোর সমাধি,
ফেলিতে অশ্রুর ফোঁটা—একমাত্র প্রেমের প্রসাদী।
তা'হলেই খুসী হ'ব বলো বন্ধু, রাখিবে কি কথা ?
চোখে জল কেন আজ শুভদিনে কেন এ আর্ত্ততা ?

আঁধার ঘনাল দেখ, চাঁদ গেল মেঘের আড়ালে
হাফেজের শোন বাণী,—জমিয়া উঠেছে ঘর্ম্ম ভালে।
হয়ত আজিকে বন্ধু, মনে পড়ে,—বহুদিন আগে
আমি, বেঁধেছিনু ঘর, যৌবনের জয় রক্তরাগে—
তারপরে এলে তুমি, দিলে প্রাণ হ'তে সঞ্জীবনী
তাহার অমৃত পিয়ে, জীবনেরে চরিতার্থ গণি।
তোমার গভীর স্নেহে, ভুলেছিনু মোরা ভিন্ন জাতি
তাইত' অবাধে বন্ধু হ'লে মোর জীবনের সাথী।

জগতে অতিথি মোরা,—কিন্তু তবু গাঢ় পরিচয়
মানুষ মাটিতে এক,—সর্ব্ব জীবে একই প্রেমময়।
তুমি ছিলে পরদেশী,—বন্ধুত্বের নিবিড় সংযোগ
ভুলাইল দুনিয়ার আর যত ভোগ উপভোগ।

প্রেমভরে পবিত্রতা এনেছিনু তুমি আর আমি
স্বর্গ হ'তে এসেছিনু দুই দ্যুতি এক পথে নামি।
বন্ধু মোর হাত ধর, গাব আজ বিদায়ের গান
খুলে দাও বাতায়ন, রজনীও পেতে দিক কাণ।

এস বন্ধু কাছে এস, হাতে দাও কম্পিত ও হাত
চোখ দু'টো মুছে ফেল, শেষ হয়ে আসে বুঝি রাত।
বন্ধু মোর তুলে ধর, নিঃশেষিত হ'বে যে নিঃশ্বাস,
চিত্তে তব দিও ঠাঁই, আর রেখো অনন্ত বিশ্বাস।
দেখ বন্ধু দূরে চেয়ে, তারকারা করে কাণাকাণি
বাতাস শ্বসিয়া মরে, হ'য়ে গেছে বুঝি জানাজানি।
আমার সমাধি' পরে লিখে দিও শুধু এক লিখা
"দুদিন আলোক দিয়া নিভে গেছে তার প্রাণ শিখা।"
তারপরে জগতের কাটাইয়া যাহা কিছু ঋণ
মিলিও আমার সাথে, তারো বাকী আছে ক'টা দিন?
চোখ হ'তে অশ্রু মোছ, রুদ্ধ কর হৃদয় উচ্ছ্বাস
সময় নিকটে এল, রুদ্ধ হ'য়ে আসিছে নিঃশ্বাস।
আর নাও শেষ দান, বন্ধুত্বের উপহার এই
প্রদীপ নিভায়ে দাও দেখে নাও ক্ষীণ আলোকেই
কিছু নয়, এক মুঠা জীবনের অসার সঞ্চয়
কবিতার শুষ্ক ফুল, ইহাতেই মোর পরিচয়॥

(সেই সময় নবম শ্রেণীর 'খ' বিভাগের ছাত্র)

স্মৃতি তর্পণ

তোমার প্রদীপ হ'তে জলিল' যে শিখা,
তারি আলো আজিকে জানালো
তব ভালে আঁকা রাজটীকা।
সদা হাস্য-মুখরিত তব আসা হ'তে
আনন্দের স্রোতে,
যা কিছু হৃদয় মন করিত সঞ্চয়
এ মর্ম্মের পর্ণপুটে রহিল তা'
হে, দেবতা,
অনন্ত, অক্ষয়।
সাধনার বহু পথ তব মাঝে মিলেছিল' তারা ;
জীবনের পথ-প্রান্তে
ওগো পান্থ মরুতীর্থ নিত্য নব নব
র'চেছিল' তব
রসফল্গু-ধারা।
এখানের এ আকাশে মেঘরাশি ভরিল' যে বুক ;
ওখানে ও মহানীল জানিল না
সে বেদনা ?
কিছু ? এতটুক ?

("মৈত্রী"র প্রথম যুগ্ম-সম্পাদক বাংলা ভাষার বিশিষ্ট শিক্ষক ইন্দুভূষণ দেবের তিরোধানে রচিত)

আজ যারা র'য়েছে পশ্চাতে

আজ যারা র'য়েছে পশ্চাতে—
তারা কি রেখেছে মনে ছন্দোময় জীবনের সে মহা উৎসব?
সেই হাসি, সেই অশ্রুপাতে
আজো কি জড়ানো আছে প্রাণহীন শূন্যতার মূর্ত্তিময় শব?
তারা কি র'য়েছে আঁকা সাদা কালো নীলিমার
মেঘ তুলিকাতে—
যারা একদিন
আমার দৃষ্টির মাঝে এসেছিল নেমে, সেই পুণ্য
আদিম প্রভাতে?
জীবনের আয়ু হ'ল ক্ষীণ—
মৃত্যু আসে চুপে চুপে···
বাতাসে বাতাসে তার ধ্বনি শুনি কানে, নিত্য নব রূপে।
তারপর বৃন্ত হ'তে খসি' ঝরিলাম সে ধরার শুষ্ক ধূলিকাতে
সেই সাথে
একটা বিচিত্র ঢেউ মুহূর্ত্তের মূর্ত্ত শিহরণে চপল চরণে
আমার দেহেরে ফেলি গেল চ'লে কোন্ পূর্ব্বলোকে?
···বাতাস হাসিয়া মরে, বন্ধু কাঁদে বিরহের শোকে
আর আমি অন্য কোন পৃথিবীরে উদ্ভাসিত করি'
জন্ম লই সেই পূর্ব্বাচলে।
আকাশের তলে
আবার জনম লাভ যাত্রা সুরু হয়,
পৃথিবীর প্রান্ত দেশে মোর পরিচয়
রেখে যাই প্রতিদিন সন্ধ্যা ও প্রভাতে,
আকাশের ভেসে যাওয়া, মিলে যাওয়া শূন্য মেঘ-তরী
স্মরণ করালো আজ অশ্রুমুখী রাতে
—আজ যারা র'য়েছে পশ্চাতে।
আমার নয়ন ভরি' কালো কুহেলিকা—
নৃত্য করে প্রদীপের বক্ষ' পরে বাতাহত কম্পমান শিখা।

আমার অঙ্গন ভরি অন্ধকার কাহারে কুড়ায় ?
আজ আমি ডুবে গেছি আঁধারের এ উগ্র সুরায়।
এক সন্ধ্যা ফিরিয়াছে, আর সন্ধ্যা নামে
দূর ঐ মেঠো পথ বেয়ে'
মৃদু গান গেয়ে
আকাশে ছড়ায়ে রঙ্, বাতাসে ভরায়ে বাণী—
দক্ষিণ ও বামে
নামিছে আমারি পথে, জানি।
আর আমি গান র'চে যাই,
যুগে যুগে যাহা গাহিয়াছি, আজো তার শেষ হয় নাই।
আজ কিন্তু কিছু নাই জমা
হে বন্ধু, করিও ক্ষমা।
আজ এত রিক্ত তবু জানাই প্রণাম শূন্য হাতে
—আজ যারা র'য়েছে পশ্চাতে।
ওগো বন্ধু, হে মোর আত্মীয়
অতীতের যদি কোন গতি-রুদ্ধকালে
অপেক্ষিয়া থাকো মোর তরে
—তবে শুধু হৃদয়ের ভালোবাসা নিও।
আর এই কালের আড়ালে
পথ মোর ধাবমান হ'ল অসীমের স্পর্শসুখভরে।
যেখানেই থাকো তুমি আজ
সমস্ত ভুলিয়া যাব, শুধু ভুলিব না
ছিলে তুমি আদিম প্রভাতে।
তারপর সকলি কল্পনা
রাত্রি আজ অশ্রুমুখী কাহারে স্মরিয়া ?
মোর চিন্তা রেখেছি ভরিয়া
—আজ যারা র'য়েছে পশ্চাতে॥

(সেই সময় দশম শ্রেণী, 'খ' বিভাগের ছাত্র)

—